গঙ্গাধর গ্রন্থাবলী।

গীতহার।

তারা বাঈ।

একেই কি বলে বাঙ্গালী সাহেব।

৺গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়

বিরচিত।

কলিকাতা।

৫১ নং শাঁখারীটোলা এংলো-সংস্কৃত প্রেস হইতে

শ্রীশরৎচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩২৪।

মূল্য ৵৹

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত ডাক্তার অমৃতলাল সরকার মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টায় গঙ্গাধর-গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইল। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণের তালিকার মধ্যে ৺গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম না থাকিলেও শ্রীযুক্ত অমৃত বাবু কেন অতি যত্নে তাঁহার গ্রন্থাবলী প্রকাশিত করিয়া পুনরায় জন-সমাজের গোচরে আনয়ন করিতেছেন, তাহার জন্য দুই একটি সামান্য কৈফিয়ৎ দেওয়া উচিত বিবেচিত হওয়ায় এই ভূমিকা লিখিত হইতেছে।

৺গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সরকারের পিতৃদেব ৺ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সি-আই-ই, এম-ডি, ডি-এল মহোদয়ের একান্ত স্নেহভাজন ও অকৃত্রিম মিত্র ছিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি কবিতায়, প্রতি রচনায়—এমন কি একরূপ প্রতি পংক্তিতে—ডাক্তার সরকারের মানসিক গঠন অভিব্যক্ত রহিয়াছে। ডাক্তার সরকারের ভাবগুলি গঙ্গাধর বাবু ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। জনক-জননীর হৃদয়ের ভাব কত গভীর ছিল, তাঁহারা কি কি সদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া কর্ম্মময় জীবনের অবসান করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য সকল সন্তানেরই সাধারণতঃ একটা স্বাভাবিক বাসনা থাকে,—তাহা হয়ত অন্য কাহারও তত হৃদয়গ্রাহী না ও হইতে পারে। কিন্তু যে ডাক্তার সরকার বঙ্গের স্বর্গগত সুসন্তানগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, যাঁহার চেষ্টায় বঙ্গে বিজ্ঞান-শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, যাঁহার স্বদেশভক্তিরূপ পূত

কস্তুরিকা-সৌরভে বঙ্গ চির-সৌরভময় থাকিবে, তাঁহার হৃদয় কি উপাদানে গঠিত ছিল, তাহা শুধু তাঁহার বংশধরগণের জানিবার বিষয় নহে, বরং তাহা বাঙ্গলার সকলেরই জানা কর্ত্তব্য। এই জন্যই গঙ্গাধর গ্রন্থাবলী পুনঃ প্রকাশিত হইল।

তদ্ব্যতীত ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত ও স্বদেশ-হিতৈষণার হিসাবেও গঙ্গাধর গ্রন্থাবলী প্রচারের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের অবসান ও আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের উদয় এতদুভয়ের সন্ধিস্থলে কয়েকজন গ্রন্থকার স্ব স্ব ভাষা হইতে প্রাচীনকালের জড়তা দূর করিয়া বর্ত্তমান যুগের কর্ম্মচাঞ্চল্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। আধুনিক বঙ্গভাষা তাঁহাদের সেই চেষ্টারই ফল-স্বরূপ। গঙ্গাধর উক্ত প্রসিদ্ধ লেখকগণের সমকক্ষ না হইলেও তাঁহাদের সম-সাময়িক এবং ভাষায় তাঁহাদিগকেই অনুকরণ করিয়াছেন। সুতরাং প্রাচীন ভাষা হইতে বর্ত্তমান ভাষা কিরূপে ক্রম-বিকশিত হইয়াছে, গঙ্গাধর গ্রন্থাবলীতে তাহার কতকটা নিদর্শন পাওয়া সম্ভব। আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের মূলমন্ত্র—স্বাভাবিকতার প্রতিষ্ঠা। স্বভাবে যাহা রহিয়াছে, তাহা সুরূপই হউক বা কুরূপই হউক, তাহার নিখুঁত আলেখ্য অঙ্কনে সাহিত্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতেছে। উপন্যাসে, কাব্যে, নাটকে, মনোবিজ্ঞানে, ধর্ম্মবিজ্ঞানে যাহা স্বাভাবিক তাহারই স্থান দৃঢ় হইতেছে। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গলা-সাহিত্য সেরূপ নহে, তাহা অলঙ্কার, রস, ছন্দ, বর্ণনা ইত্যাদির পারিপাট্যেই উজ্জ্বল। এই প্রাচীন ভাব যে সমস্ত ঘটনার ভিতর দিয়া আসিয়া বর্ত্তমান ভাবে পরিণত হইয়াছে, তাহারও যৎসামান্য

ইতিহাস গঙ্গাধর গ্রন্থাবলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত কুরুচিপূর্ণ সঙ্গীতে যখন বঙ্গদেশ উন্মত্ত ছিল সেই সময়ে, ক্ষুদ্র বা মহৎ, যে যে ব্যক্তি সঙ্গীতের স্রোত পরিবর্তনে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই আমাদের পরম নমস্য। অধিকন্তু আজ সমগ্র বাঙ্গালী-জাতি স্বদেশপ্রাণতায় উন্মত্ত. আজ বাঙ্গালী নিজকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে কাতর নহে, এই ভাবের বীজ যে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীরও পূর্ব্বে উপ্ত হইয়াছিল তাহারও কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা এই গ্রন্থে পাইতে পারি। ডিরোজিওর যুগে বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজে যে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, যদি তাহা স্থায়ী হইত, তাহাহইলে বঙ্গের জাতীয়তা চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইত। সেই বিপ্লব দমনে যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছিলেন, বিলাতী আমদানি, অবঙ্গ-জনোচিত সভ্যতা প্রতিরুদ্ধ করিবার জন্য যাঁহারা দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাঁহাদের স্মৃতি আমাদের সর্ব্বদা পূজ্য। আজ বাঙ্গালী একটা nation বলিয়া গণ্য হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষার মূল উপ্ত হইয়াছিল গঙ্গাধরের যুগে; আজ যে বঙ্গদেশ ভারত-সাম্রাজ্যের মধ্যে leading Presidency বলিয়া গৌরবান্বিত, তাহারও যাহা কিছু তৎসমস্তই গঙ্গাধরের যুগে উপ্ত হইয়াছিল; তাঁহার গ্রন্থের ভাবে, ভাষায়, উচ্ছ্বাসে এই সমস্ত কথাই পুনঃ পুনঃ লিখিত রহিয়াছে।—এই সকল কারণেও এরূপ গ্রন্থপ্রচারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। মহামতি গোখ্‌লে যে বাঙ্গালীকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে বাঙ্গালীই ভারতীয় জাতির অভ্যুদয়ে পথ প্রদর্শক হইবে, সেই বাঙ্গালীর জনক-জননী এই গঙ্গাধরেরই সম-সাময়িক। অতএব তিনি আমাদের শ্রদ্ধা,

ভক্তি ও সম্মান লাভের যোগ্য। এবং আমার বিশ্বাস এইরূপ নানা কারণে গঙ্গাধর গ্রন্থাবলী পাঠক সমাজে আদর লাভ করিবে।

এই গ্রন্থাবলীতে অমূল্য উপদেশ রত্ন নিহিত রহিয়াছে। গ্রন্থ হয়ত সমালোচনার যোগ্য না ও হইতে পারে, হয়ত চরিত্র সন্নিবেশ মনোহর নহে, তথাপি বিবিধ সদুপদেশের জন্য, দেশের দুর্দ্দশার প্রতি যাহাতে সকলের দৃষ্টি পতিত হয়, তৎকারণে চেষ্টার জন্য গ্রন্থাবলী বাস্তবিকই পরম আনন্দদায়ক। গঙ্গাধরের রচিত গ্রন্থ কয়েকখানি তাঁহার জীবিতকালে লোক-সমাজে পরম আদরণীয় ছিল। তাঁহার নাটক দুইটি, বিশেষতঃ "একেই কি বলে বাঙ্গালী সাহেব" প্রহসনটি, বহুবার অভিনীত হইয়া লোক-মনোরঞ্জন করিয়াছিল। ইহাতেই গ্রন্থাবলীর উপাদেয়তা ও তৎকালোচিত প্রয়োজনীয়তা অনেকটা বুঝিতে পারা যাইতেছে।

গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র প্রবোধ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গঙ্গাধর গ্রন্থাবলী মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু কয়েক ফর্ম্মা মুদ্রিত হইবার পরই তিনি স্বর্গ গমন করায় অবশিষ্টাংশ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সরকার মহাশয়ই সম্পূর্ণ করিলেন। গ্রন্থের ভূমিকা চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং লিখিবেন এরূপ তাঁহার ইচ্ছা ছিল। আমার বিশ্বাস, গ্রন্থ সম্পাদন কার্য্য তাঁহার অভি-লাষানুরূপ না হইলেও অমৃত বাবু যে তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, ইহা দেখিয়াও তাঁহার আত্মা তৃপ্তিলাভ করিবে।

পিতার ন্যায় প্রবোধচন্দ্রও স্বনামধন্য ও কৃতি-পুরুষ ছিলেন। সঙ্গীতে তাঁহার পিতার ন্যায়ই অনুরাগ ছিল। তাঁহার জীবনী

সম্বন্ধে এক্ষণে দুই একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। তিনি ১২৬৭ সালে ১৭ই ফাল্গুন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মস্থান কলিকাতা।

তাৎকালিক পাঠশালায় সামান্যরূপ লেখা পড়া শিখিয়া অবশেষে তিনি হেয়ার স্কুলে প্রবিষ্ট হন। বাল্য হইতেই তাঁহার মেধা অতি তীক্ষ্ণ ছিল; এবং সর্ব্ব বিষয়ে অনায়াসে প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু পারিবারিক নানা কারণ বশতঃ তাঁহাকে অল্প বয়সেই পাঠ ত্যাগ করিতে হয়। পাঠ ত্যাগ করিয়া তিনি আলস্যে সময়াতিপাত করিতেন না। প্রথমতঃ কর্ম্মের জন্য নানা স্থানে চেষ্টা করেন, অবশেষে পোর্ট কমিসনার-গণের অফিসে মাত্র ২৫৲ টাকা টাকা বেতনে একজন সামান্য কর্ম্মচারি রূপে প্রবেশ করেন। তিনি অবসর সময়ে ইংরাজি-সাহিত্য ও গণিত চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিয়া অত্যল্প কাল মধ্যেই এই দুই বিষয়ে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিলেন।

তাঁহার উদ্ধতন কর্ম্মচারিগণ তাঁহার মেধা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, পরিশ্রম-শীলতা, অমায়িকতা, সৌজন্য ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, এ যুবক ভবিষ্যতে তাঁহাদের অফিসের একজন উপযুক্ত কর্ম্মচারী হইতে পারিবেন। তাঁহার গুণে সকলেই বশীভূত হইলেন। তিনি সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িলেন। ক্রমশঃ তাঁহার পদবৃদ্ধি হইতে লাগিল, অবশেষে তিনি পোর্ট কমিশনারের অফিসে ৫০০ টাকা বেতনে assistant accountantএর পদে উন্নীত হইলেন। এই পদে তিনি বহুকাল আরূঢ় ছিলেন।

তাঁহার কার্যাদক্ষতায় মুগ্ধ হইয়া কমিসনার মাত্রেই কলিকাতা ত্যাগ কালে তাঁহাকে প্রশংসাসূচক সার্টিফিকেট দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গান শুনিবার জন্য সাহেবগণ প্রায়ই আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। গঙ্গাধরের বংশ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বংশের সহিত অতি সুদৃঢ়-বন্ধুত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ। প্রবোধচন্দ্র ডাক্তার সরকারের পুত্র ডাক্তার অমৃতলাল সরকারকে আপনার ভ্রাতার অপেক্ষা অধিকতর ভক্তি করিতেন ও ভালবাসিতেন। এমন কি ইঁহাদের দুইজনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরও এত দূর সৌসাদৃশ্য ছিল যে, হঠাৎ দুইজনকে দেখিলে একজনকে অন্যজন বলিয়া লোকের ভ্রম হইত। অমৃত বাবু তাঁহাকে এতদূর ভালবাসিতেন যে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি যে কঠিন রোগগ্রস্ত হন সেই সময় তাঁহাকে ৺ বৈদ্যনাথ জসিডিস্থিত তাঁর ভবনে লইয়া গিয়া এবং নিজে দুইমাস সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে রোগ হইতে মুক্ত করেন। প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৯১৫ সালে কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া ঐ বৎসরেরই ২১শে অক্টোবরে ৺ কাশীধামে দেহত্যাগ করেন।

৫১নং শাঁখারীটোলা,
কলিকাতা;
১২ই ভাদ্র, ১৩২৪।

শ্রীশরৎচন্দ্র রায়।

গীতহার।

অর্থাৎ

নানাবিষয়ক বিশুদ্ধ সঙ্গীত।

৺গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

ইং ১৯১৬।

প্রথম সংস্করণের উপহার।

বঙ্গকুলপ্রদীপ শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এম-ডি, সদা স্বদেশহিতানুষ্ঠানতৎপরেষু।

প্রিয় বন্ধু,

বন্ধুর প্রদত্ত উপহার অতি তুচ্ছ হইলেও তাহা প্রণয়ের অনুরোধে আদরণীয় হয়—তাইতে আমি আপনাকে এই গীতাহার ছড়াটি উপহার দিতে সাহসী হইলাম। আমি উঁচু দরের কবি নই, বিশুদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞও নই, তা আপনার অবিদিত নাই—তবে কথাটা কি জানেন, কখন কখন স্বভাবের মনোহারিণী শোভা, কখন স্বদেশের যার পর নাই দুর্দ্দশা, আর কখন বা পরকালের ভাবনা, মনের মধ্যে রকম বেরকমের ঝড় তোলে—সেই ঝড়ে কল্পনা-তরুর দুই একটা ফুল পাতা যা ছিঁড়ে উড়ে পড়ে তাই কুড়িয়ে কুড়িয়ে এই হার ছড়াটি গেঁথেছি—এ আমার ঝড়ো ফুলের হার! এতে গন্ধ নাই, বাহারও নাই! শুদ্ধ ভালবাসার খাতিরে যদি গ্রহণ করেন তবেই চরিতার্থ হই।

ইং ১৮৭৪ সাল।

আপনারই,
গঙ্গাধর।

দ্বিতীয় সংস্করণের উপহার।

বিজ্ঞানপ্রিয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার,
সি-আই-ই. এম-ডি, ডি-এল,
সদা স্বদেশহিতানুষ্ঠানেষু।

গীতহার উপহার স্নেহে কর গ্রহণ।
সাদরে তোমারি করে করিলাম অর্পণ

তোমারি ছড়ান জ্ঞান প্রসূনে, কুড়াইয়ে সঞ্চয়
করিয়ে যতনে,
হার তার গীতেরি গাঁথনে, করিলাম রচন

স্বভাবেরি শোভা, বিজ্ঞান রহস্য, দেশ হিতসাধ-
নেরি উপদেশ,
এ হারে করেছি সন্নিবেশ, ভগবত ভজন ॥

শোভিয়ে তোমার করেতে এ হার, স্বদেশেরি
হিতে হ'লে ব্যবহার,
জানিব হ'ল আমার সফল আকিঞ্চন ॥

আপনারই গঙ্গাধর।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

সঙ্গীত প্রত্যেক মনুষ্যেরই অন্তঃকরণের পদার্থ। যেরূপ প্রিয়তম বন্ধুর সহবাসে আমরা সুখে কালাতিপাত করি, বিশুদ্ধ সঙ্গীতের আলাপেও অবিকল সেইরূপ সুখে কাল অতিবাহিত করিতে পারা যায়। সঙ্গীত দুঃখশোকাদিসন্তপ্ত হৃদয়ের এক মাত্র অবলম্বন, অতএব এরূপ পদার্থের প্রতি লোকের যৎপরোনাস্তি অনুরাগ জন্মিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি ?

ভারতবর্ষীয়েরা অতি প্রাচীন কাল অবধি সঙ্গীতচর্চ্চার জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বিজ্ঞানশাস্ত্রের এই অঙ্গটার এতদূর উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, যে পৃথিবীর অন্য কোন দেশের অধিবাসীরাই সেরূপ করিতে সমর্থ হন নাই। অধুনাতন প্রধান সঙ্গীতবেত্তারা এরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষ হইতে সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেরূপ দেশ দেশান্তরে বিস্তৃত হওয়াতেই অন্যান্য দেশ সভ্যতার সোপানে অধিরূঢ় হয়, সেইরূপ ভারতবর্ষেরই সঙ্গীত লইয়া অন্যান্য দেশের সঙ্গীত শিক্ষা হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কিছুকাল অবধি আমাদের দেশের লোকেরা সঙ্গীতের প্রতি হতাদর হইতেছেন—

অশ্লীল ও অরুচিকর সঙ্গীতের প্রাদুর্ভাবই বোধ হয় ইহার এক মাত্র কারণ। রামনিধি গুপ্ত প্রভৃতি অনেকানেক সঙ্গীত রচয়িতারা নানাবিধ অশ্লীল সঙ্গীতের পরিচালনা করিয়া দেশের মহানিষ্ট সাধন করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র মোহন গোস্বামী, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মা প্রলয়োন্মুখ সঙ্গীতের পুনরুদ্ধারসাধনার্থ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইঁহাদের চেষ্টায় আমাদের দেশের লোকেরা সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রতি পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন। ফলতঃ ইঁহাদের চেষ্টায় বোধ হয় অবিলম্বেই আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্র পুনর্ব্বার স্বীয় প্রাচীন মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে নানাস্থলে সঙ্গীত শিক্ষার্থে স্কুল সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু দেশীয় ভাষায় বিশুদ্ধ ও রুচিকর গানের অভাবে উল্লিখিত মহাত্মাদিগের চেষ্টা ততদূর ফলোপধায়ক হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না।

আমি এই অভাবনিরাকরণার্থ নানাবিধ গুরু ও লঘু বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় কতকগুলি গান প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করিলাম। ঈশ্বরতত্ত্ব, সামাজিক বিষয়, বিজ্ঞানঘটিত উপদেশ প্রভৃতি, সকল প্রকার বিষয়েই আমি সঙ্গীত প্রণয়ন

করিয়াছি। আমার এরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে আদিরস ভিন্ন সঙ্গীতের প্রকৃত উপজীব্য আর নাই,—লোকের ইত্যাকার যে একটি কুসংস্কার আছে, সেইটি দূরীভূত হয়। এক্ষণে ইহাদ্বারা সঙ্গীত শিক্ষার সুবিধা, লোকের রুচিপরিবর্ত্তন প্রভৃতির পক্ষে কিঞ্চিন্মাত্র সাহায্য হইলেও আমি সমুদয় শ্রম সফল মনে করিব।

পরিশেষে বক্তব্য আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, যথোচিত পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক ইহার আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, এজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। ইতি—

কলিকাতা, বহুবাজার;
ইং ১৮৭৪ সাল।

শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মণঃ।

৮সরস্বতীর বন্দনা।

ললিত, ভৈরবী, মুলতানী, ইমনকল্যাণ, ঝিঁঝিট প্রভৃতি
রাগে গেয়।

জ্ঞান প্রদায়িনী মাতঃ, আশ্রয় দেহি চরণে।
যাচে শ্রীপদে তোমারি, ভারততনয়গণে॥
এস' মা বারেক্ ভারতে, ইউরোপ এমেরিকা হ'তে
কত কাল আর বিদেশেতে, রবে ভূলে পুত্রগণে॥
মহর্ষিগণেরি শোক, পাশরি সম্বর দুঃখ,
কৃপা আঁখি মেলি দেখ, তব নব ভারতে—
রাজেন্দ্র, মহেন্দ্র, গুরু দাস, আদি কত জন।
সঁপেছে তারা জীবন, তবপদ আরাধনে॥
বিজ্ঞানদর্শন আলো জ্বালি কর সমুজ্জ্বল,
পুণ্যভূমী আর্য্যাবর্ত্ত, তব পূর্ব্ব আলয়—
পুনঃ উন্নতির স্রোত, বহে যেন অবিরত,
জ্ঞানে দেশ আলোকিত, কর কৃপা বিতরণে॥

সঙ্গীত বিদ্যা।

পৃথিবীতে সময়ে সময়ে যে সকল বিদ্যা প্রকাশ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সঙ্গীত বিদ্যার সমতুল্য মানব জাতির চিত্ত বিনোদন করিতে আর কোনটি সক্ষম নহে। কোন্ মহাত্মা কোন্ সময়ে এবং পৃথিবীর কোন্ দেশে প্রথমে এই শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিকারিণী অত্যাশ্চর্য্য সুখপ্রদ বিদ্যার অনুশীলনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন তাহা নিরূপণ করা সহজ নহে। বসুন্ধরার প্রাচীন প্রাচীন দেশের পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয় যে, অতি পুরাকালেও কি সভ্য কি অসভ্য জাতি কেহই সঙ্গীত-রসাস্বাদনে বঞ্চিত ছিলেন না। অতীব প্রাচীনকালে যখন ভারতবর্ষে পুস্তকাদি লিখনের প্রথা ছিল না, তখন সঙ্গীতরূপা তরণীই যে সময়সমুদ্র অতিক্রম করিয়া অমূল্যধন প্রাচীন চরিত্র মনুষ্যবংশে অর্পণ করিয়াছে, শ্রুতিই তাহার প্রমাণস্তম্ভ অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বলিতে কি সঙ্গীত বিদ্যা এত পুরাতন কালে মানবকুল সমুজ্জ্বল করিয়াছে যে বোধ হয় যেন বিশ্বমাতা প্রকৃতি তাঁহার নরসন্তানকে আজন্ম সঙ্গীতপরায়ণ করিবার মানসেই গভীর ঘননিনাদ, জলপ্রপাতের ঝর্ ঝর্ শব্দ, ঝটিকার হুহুঙ্কার এবং বিহঙ্গদলের কণ্ঠধ্বনি প্রভৃতি সঙ্গীত উপদেষ্টাগণের পূর্ব্বেই সৃজন করিয়াছিলেন। ফলতঃ অঙ্ক বিদ্যা যেরূপ প্রকৃতির অসীম বিশ্বরাজ্যের দৈর্ঘ্য পরিমাণে ও অসংখ্য জগতের সংখ্যা করণে বিকাশ পাইয়াছে, তদ্রূপ সঙ্গীত বিদ্যা যে শব্দ সাগরে হ্রস্ব-দীর্ঘপ্লুত-রূপ তরঙ্গমালায় বিভূষিত হইয়া চিরকালব্যাপী পরম-পুরুষের অপার মহিমা কীর্ত্তনে প্রকাশ পাইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষ নিবাসী ঋষি প্রণীত পুরাণে বর্ণিত আছে যে, সকল সিদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী, সংসারের মঙ্গলকর্ত্তা, ভগবান্ দেবাদিদেব ভবানীপতি সঙ্গীত বিদ্যা প্রথম প্রকাশ করিয়া বিশ্বব্যাপী পরমাত্মা বিষ্ণুর এতাধিক প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন যে, করুণানিধান প্রেমানন্দে আর্দ্র হইয়া মহাপবিত্রতা গঙ্গারূপে তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন করেন। বস্তুতঃ উপরি উক্ত রূপকের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে ঋষিবাক্য নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না,—অর্থাৎ যে কালে পদার্থ মাত্রের পরমাণু সকল ভগবৎ ইচ্ছায় সঞ্চালিত হইয়া বিশ্ব রচনা কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছে সেই কাল হইতেই যে তাহাদের পরস্পরের পারস্পর্ষণ-শব্দহিল্লোল মহাকালরূপ হর-মুখকুহরে প্রতিধ্বনিত হইয়া সঙ্গীতরূপ তরঙ্গরাশি মহাকাশে বিস্তার পাইতেছে তাহার বিচিত্র কি? আর সঙ্গীত বিদ্যার প্রকৃত আলোচনা করিলে অর্থাৎ ভগবৎ মহিমা কীর্ত্তনে নিয়োজিত করিলে যে আনন্দপ্রবাহরূপিণী গঙ্গাজলে চিত্তের অশুদ্ধমালা ধৌত হইয়া অন্তঃকরণ পবিত্র রসে আপ্লুত হয় তাহাও ভ্রান্তিমূলক বলা যাইতে পারে না। সঙ্গীত যে সমাজের কতদূর হিত সাধন করে তাহা পাঠক মহাশয়েরা কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। ইহার পর হিতকর পদার্থ আর নাই। যখন রণক্ষেত্রে মুহুর্মুহু অস্ত্র নিক্ষেপের বজ্রপাত শব্দ, অশ্ব গজাদির বেগযুক্ত পদধ্বনি, সৈন্য দলের কোলাহল এবং ধরাশায়ী ক্ষত যোদ্ধাদিগের আর্ত্তনাদ একত্র হইয়া সাক্ষাৎ মৃত্যু-রূপ ভীষণ নিনাদে প্রাণিমাত্রকে মরণভয়ে ব্যাকুল করে, তখন যদি সঙ্গীতের অসামান্য শক্তি যোদ্ধৃগণের অন্তঃকরণে বীররস সিঞ্চন না করিত তবে সমরানলের অসহ্য দাহন সহ্য করিতে কেহই সমর্থ হইত না। ফলে সঙ্গীত যে বীর রসে ভয়, আদিরসে শোক, ঘৃণারসে কুপ্রবৃত্তি, রৌদ্র রসে অত্যাচার, করুণ রসে দুঃখ প্রভৃতি নিবারণ করিতে পারে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। হীন ব্যক্তিকে মহতের নিকট আদৃত করিবার সঙ্গীত ভিন্ন আর

সহজ উপায় নাই। অসাধুমার্গ গমনশীল বারাঙ্গনারাও সঙ্গীতের মহৎ আশ্রয় অবলম্বনে জন সমাজে সমাদৃতা হইয়া আসিতেছে তাহা কাহার অবিদিত আছে?

পৃথিবীর আদিম নিবাসীরাই সঙ্গীত বিদ্যার যে প্রথম সূত্র-পাত করিয়াছিলেন তাহা স্পষ্ট বোধ হয়। পরে জন সমাজের জ্ঞানোন্নতি ও সভ্যতার উন্নতি সহকারে তাহার ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষের ঋষিবৃন্দের মধ্যে সঙ্গীতের যথেষ্ট সমাদর ছিল। নারদ, বাল্মীকি, ব্যাস প্রভৃতি মহাত্মারা বিখ্যাত সঙ্গীতপরায়ণ ছিলেন এবং তাঁহারা যে সংসারের শ্রেয়ঃ অবলম্বন ঈশ্বর উপাসনা কার্য্যের প্রধান অঙ্গ করিয়া সঙ্গীতকে নিয়োজিত করিয়া গিয়াছেন তাহা অদ্যাপি পূজাকালীন ঘণ্টবাদনে প্রমাণ হয়।

বর্ত্তমান অপেক্ষা পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে সঙ্গীতবিদ্যা অধ্যয়নের অনেক সুবিধা ও সুশৃঙ্খলা ছিল তাহার প্রমাণ ভারতাদি পুরাণে লক্ষ্য হয়। বিরাটরাজ্যে যখন পাণ্ডবেরা বৎসরৈক অজ্ঞাত বাস করেন তখন অর্জ্জুন বৃহন্নলারূপে রাজপ্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতবিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইহাতে সাহস পূর্ব্বক বলা যাইতে পারে যে, সঙ্গীত শাস্ত্র অধ্যয়ন করা সভ্য মাত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া প্রাচীন হিন্দুগণ স্থানে স্থানে পাঠশালা স্থাপন পূর্ব্বক তাহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন তাহার চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি অদ্যাপি জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। ঈশ্বর, ভরত, হনুমন্ত ও কালীনাথ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের প্রণীত সঙ্গীতগ্রন্থ সকল যাহাদিগের নয়ন গোচর হইয়াছে তাহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে প্রাচীন হিন্দু জাতির বুদ্ধিক্ষেত্র কি অত্যাশ্চর্য্য উর্ব্বর ছিল! তাহাতে বিদ্যাবৃক্ষও অসামান্য সমৃদ্ধিশালী হইবে তাহার সন্দেহ কি?

অনেক ভাষাজ্ঞ পণ্ডিতবর সার উইলিয়াম জোন্স মহাশয় বলেন যে জ্যোতিঃ পদার্থের সপ্তবর্ণ রক্ত, পীত, নীল প্রভৃতি

যেরূপ নভোমণ্ডলে রামধনুতে দৃষ্টিগোচর হয় সেইরূপ শব্দতত্ত্বের সপ্তস্বরদেশ,—ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ—শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধি হয়, এবং বর্ণ সকলের মধ্যে যেমন হরিত ও নীল বর্ণদ্বয় নয়নের প্রীতিজনক তেমনই সপ্তস্বরের মধ্যে ষড়জ ও পঞ্চম সাতিশয় শ্রবণপ্রিয়; ফলে দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রিয় উভয়ের বিষয় আলোক ও শব্দে পরস্পরের স্বভাবের অনেক সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। প্রকৃতির কোন্ নিয়ম কৌশলে জ্যোতিঃ ও শব্দতত্ত্ব এক ধর্মাক্রান্ত হইয়াছে তাহার গুহ্যতম ভাব প্রকাশ করিতে এ পর্যন্ত কেহই সমর্থ হন নাই।

সূক্ষ্মদর্শী মহোদয়েরা যখন শব্দতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া স্বর দেশের সপ্ত ধ্বনি হইতে সঙ্গীত রত্ন উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন তখন জ্যোতির্বিদ্যাপ্রকাশক মহাপুরুষ নিউটনের জন্মভূমি ইংলণ্ড দেশের নামমাত্র কাহারো কর্ণগোচর ছিল না। উক্ত ১ আত্মা প্রণীত ভারতসঙ্গীত প্রস্তাবে লিখিত আছে যে ভারতবর্ষের সঙ্গীতশাস্ত্রবেত্তারা সঙ্গীত শব্দটিকে গীত, বাদ্য, নৃত্য প্রভৃতি ত্রিবিধ বিস্তার উপাধি দিয়াছেন। সঙ্গীত শব্দটি শুনিবামাত্রেই বোধ হয় যে গীত, বাদ্য প্রভৃতির উল্লেখ করা হইল। এক্ষণে গীত, বাদ্য, নৃত্য পৃথক্ পৃথক্ সঙ্গীতবৃক্ষের কোন্ কোন্ শাখারূপে শোভিত হয় তাহা যথ সাধ্য বর্ণনে বাধ্য হইলাম।

সঙ্গীতবিদ্যানুরাগী মহোদয়েরা আমাকে একজন সামান্য সঙ্গীতসেবক বিবেচনা করিয়া আমার মূর্খতা ও প্রগল্‌ভতা দোষ মার্জ্জনা করিবেন। আমি কেবলই উপরোক্ত প্রস্তাব হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ সঙ্কলন করিয়া মাতৃভূমির পূর্ব্ব গৌরব কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি মাত্র। পাঠকগণকে প্রকৃত সঙ্গীতশাস্ত্র অধ্যয়ন অথবা বঙ্গভাষার রচনাচাতুর্য্য দর্শন করাইতে স্পর্দ্ধা করি নাই। আমাদের বর্ত্তমান রাজধানী মহানগরী কলিকাতার জ্ঞানী ও সভ্যবৃন্দের মধ্যে অধুনা সঙ্গীতের যেরূপ চর্চ্চা ও সমাদর হইতেছে বোধ হয় অল্পকালের মধ্যেই বঙ্গভূমে

সঙ্গীতবিদ্যার পূর্ব্বশ্রী প্রকাশ পাইবে। এ স্থলে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র মোহন গোস্বামী ও রাজা সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর মহোদয়দ্বয়ের নাম উল্লেখ না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারা যায় না। উক্ত মহোদয়েরা যে অসামান্য শৌর্য্য সহকারে সঙ্গীতের পুনরুদ্দীপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সভ্য সমাজে প্রশংসা ভাজন হইতেছেন তাহা অনেকেই বিদিত আছেন।

প্রস্তাবিত সঙ্গীতবৃক্ষের শাখাত্রয় গীত, বাদ্য, নৃত্য পরস্পরে স্বর, সময় ও রূপ অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়।

প্রথম, গীত।

অর্থাৎ কণ্ঠবিনির্গতস্বরযুক্ত নানা রস ও ছন্দ বন্ধে প্রণীত যে কবিতা সকল রাগ রাগিণী পথে ধাবমান হয় তাহাকে গান অথবা গীত বলে।

দ্বিতীয়, বাদ্য।

অর্থাৎ নানা প্রকার যন্ত্র যাহা অঙ্গুলির দ্বারায় পীড়িত অথবা বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া মনোহর শব্দ উদ্ঘাটন করিয়া গীতের সহায়তা করে এবং কাল বিভাগ করে তাহাকে বাদ্য কহে। বাদ্য দুই প্রকার (১) স্বর-সহায়ী, (২) সময়-সহায়ী। বীণা, বংশী, সারঙ্গ, এসরাজ প্রভৃতি যন্ত্র যাহাতে সপ্তস্বরের আন্দোলন করিয়া রাগ-রাগিণীমার্গে ধাবিত গীতের ছায়া প্রদান করায় তাহাকে স্বরসহায়ী যন্ত্র কহে; আর মৃদঙ্গ, ঢোল, করতাল, মন্দিরা, খরতাল, প্রভৃতি যন্ত্র যাহাতে গীতকালীন অথবা বাদ্যকালীন সময়বিভাগ করে তাহাকে তাল বা সময়সহায়ী যন্ত্র কহে।

তৃতীয়, নৃত্য।

বাদ্য দ্বারায় যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে সময় বিভাগ হয় সেই সময়ে সময়ে অর্থাৎ তালে তালে পদ নিক্ষেপ ও সর্ব্বাঙ্গ চালনা

করিয়া মনোগত উল্লাস প্রকাশ করাকে নৃত্য কহে। নৃত্যটী মনুষ্য মাত্রেরই স্বভাব সিদ্ধ। তাহার চমৎকার উদারহণ শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র পণ্ডিতচূড়ামণি প্রণীত বিবিধার্থ-সংগ্রহ প্রস্তাবে উল্লিখিত আছে। শৈশব কালে মনে আহ্লাদের ক্ষমতা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই যে করতালি ও লম্ফ প্রদানে পদ নিক্ষেপ পূর্ব্বক বালকেরা নৃত্য করে তাহা শিশুচরিত্রে প্রত্যহই দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষের সঙ্গীত শাস্ত্রে নৃত্য দুই মহৎ শাখায় বিভক্ত আছে। ঐ শাখাদ্বয়কে তাণ্ডব ও লাস্ত কহে। তাণ্ডব অর্থে শিব অর্থাৎ পুরুষনৃত্য। লাস্ত অর্থে প্রকৃতি অর্থাৎ স্ত্রীনৃত্য। এই উভয় শাখায় যে বহু রূপ কৌশল আছে তাহার সন্দেহ নাই। আমরা আধুনিক ইউরোপদেশীয় নর্ত্তক নর্ত্তকাদের নৃত্য নৈপুণ্য দর্শন করিয়া চমৎকৃত হই তাহা বলা বাহুল্য। অতিবেগে ধাবিত অশ্ব পৃষ্ঠে দণ্ডায়মানা কামিনীদিগের তড়িৎ সদৃশ অঙ্গচাপল্য দর্শন করিয়া কাহার অন্তঃকরণে বীররসের আবির্ভাব না হয়? বলিতে কি আমাদিগের বর্ত্তমান রাজবংশীয় সভ্যকুলতিলক ইংলণ্ডবাসী মহোদয়েরা যখন সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে মোহিত হইয়া বিদ্যুল্লতাসদৃশী কামিনীগণের কমনীয় হস্তধারণ-পূর্ব্বক নৃত্য করেন তাহা দর্শন করিলে মনুষ্য মাত্রেরই মনে শোকের নাম মাত্র থাকে না; মদন রাজার একাধিপত্য হয়; আমোদের বাজার বসে ও উল্লাসের তুফান উঠে—তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ফলে নানারূপ নৃত্য কৌশল দর্শন করিলে অন্তঃকরণে যে নানাপ্রকার ভাবের উদয় হয় তাহার আর সংশয় নাই।

সঙ্গীতবৃক্ষের প্রথম অথবা প্রধান শাখা গীতবিদ্যা যে স্বর যোগে নানাপ্রকার রাগরাগিণী পথে প্রকাশ হয় তাহা এই স্থানে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে।

রাগ শব্দে মনের ভাব অথবা প্রাকৃতির শোভা বুঝায়। ভারতবর্ষে বৎসর ষড়ঋতুতে বিভক্ত আছে। এক এক ঋতু-

কালীন স্বভাবের বিশেষ বিশেষ মনোহর শোভা বর্ণ করিতে ছয় রাগের উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাচীন মতে চান্দ্রবর্ষ মার্গশীর্ষ হইতে আরম্ভ হয় বলিয়াই শরৎকাল হইতে ঋতু গণনা করার প্রথা ছিল এবং সেই রীতি অনুসারে আদি ছয় রাগ ছয় ঋতুতে ক্রমান্বয়ে নিরূপিত আছে—যথা :—শরতে—ভৈরব, হেমন্তে—মালব অথবা মালকোশ, শিশিরে—শ্রী. বসন্তে—হিণ্ডোল অথবা বসন্ত, গ্রীষ্মে—দীপক, এবং বর্ষায়—মেঘ। পরে দিবা. রাত্রিকে পঞ্চ ভাগ করিয়া অর্থাৎ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা, পূর্ব্বাহ্ন ও অপরাহ্ন কাল সকলের শোভাবর্ণনচ্ছলে পঞ্চ পঞ্চ রাগিণীর উৎপত্তি হইয়া ছয় রাগের সহিত ত্রিংশটী রাগিণীর পরিণয় হয় এবং দিবারাত্র পুনর্ব্বার অষ্ট প্রহরে ভাগ করিয়া এক এক রাগের আট আট পুত্ররূপে ৪৮ উপরাগের উৎপত্তি হয়। অনেক প্রাচীন গ্রন্থে সর্ব্বশুদ্ধ উপরোক্ত ৪৮টি রাগ রাগিণীর বিবরণ আছে এবং অনেকে বলেন যে প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের সঙ্গীত রাজ্যে অসংখ্য রাগ রাগিণী বিদ্যমান ছিল। এমন কি যখন দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে সুচারুনয়না গোপাঙ্গনাকে প্রেমতত্ত্ব উপদেশ করিতেন তখন তাঁহাকে সেই প্রেমাভিলাষিনী ১৬০০ শত গোপিনীবৃন্দ প্রত্যেকে এক এক বিশেষ রাগ রাগিণীতে স্বীয় স্বীয় প্রণয়ানুরাগের পরিচয় দিতেন। রাগ বিরোধের গ্রন্থকর্ত্তা সুবিখ্যাত সোম মহাশয় বলিয়াছেন যে, যেরূপ সমুদ্র জল বায়ু সহযোগে অনন্ত তরঙ্গরাশি বিস্তার করে সেইরূপ শব্দ তত্ত্বের প্রধান সপ্তস্বর-রাজ্য ও তাহাদের পরস্পরের মধ্যস্থিত ২২টী শ্রুতি অর্থাৎ খণ্ডস্বর অথবা স্বরকামিনী সকল শ্রেণী বদ্ধ করিয়া ত্রিগুণে প্রপূরিত করিলে অর্থাৎ উদারা, মুদারা, তারা প্রভৃতি তিন গ্রামে বিস্তারপূর্ব্বক বিশেষ স্বরের সংযোগ ও বিয়োগ করিলে পরস্পরে ক্রমশঃ অসংখ্য রাগ তরঙ্গ উদ্ভব হইতে পারে তাহা অসম্ভব নয়। তবে যন্ত্র বা কণ্ঠস্বর উপলক্ষে উপরি উক্ত ৮৪টীর অতিরিক্ত রাগ রাগিণীর আলোচনা করা

সুকঠিন ও আয়াসসাধ্য বিবেচনায় সচরাচর সঙ্গীত গ্রন্থে তাহাদের নাম উল্লেখ নাই।

এই স্থলে ঐ সপ্তস্বর সকলের মধ্যাস্থিত ২২ শ্রুতি অথবা স্বরকামিনী কোন কোন্ স্থানে অবস্থিতি করে তাহা জানা আবশ্যক।—

ষড়জ ও ঋষভের মধ্যে ৪ ঋষভ ও গান্ধারের মধ্যে ৩, গান্ধার ও মধ্যমের মধ্যে ২, মধ্যম ও পঞ্চমের মধ্যে ৪, পঞ্চম ও ধৈবতের মধ্যে ৪, ধৈবত ও নিষাদের মধ্যে ৩ এবং নিষাদ ও ষড়জের মধ্যে ২, মোট ২২টী খণ্ডস্বর বর্ত্তমান আছে। তাহাদিগকে কোমল, অতি কোমল, কোমলতর ও কোমলতম বলিয়া উল্লেখ করা হয়। হিন্দু সঙ্গীতবেত্তারা সকলে সুকবি ছিলেন সুতরাং তাঁহাদের কাব্যনৈপুণ্য দর্শন করাইবার জন্য স্বরপরিবারদের নায়ক-নায়িকা রূপে বর্ণন করিয়াছেন।

উক্ত ২২টী খণ্ডস্বরগুলিকে স্বরকামিনী অথবা অপ্সরারূপে গণনা করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের এক এক নাম রাখিয়াছেন, যথা—পঞ্চমের ৪টী মহিষীর নাম নলিনী, চপলা, লোলা ও সরভঙ্গা। ধৈবতের শান্তা প্রভৃতি ৩টী ভার্য্যা আছে এবং আর আর স্বরপত্নীদিগের রমণীর নাম সংস্কৃত সঙ্গীতগ্রন্থমাত্রে উল্লিখিত আছে। শব্দদেশের ভিন্ন গ্রামে যখন কোন এক বিশেষ স্বরনায়ক বিশেষ নায়িকা সহযোগে আধিপত্য করেন এবং অপর স্বরপরিবারেরা তাহার অনুচর এবং বৈরিদলে শ্রেণী-ভুক্ত হন, তখন এক বিশেষ রাগ বা রাগবধূর মূর্ত্তি প্রকাশ হয়। কোন বিশেষ রাগ বা রাগিণীতে যে কয়টি স্বরের ব্যবহার হয় তাহাদের প্রত্যেকের প্রয়োগের স্থান ও পরিমাণ বিবেচনায় তাহারা ভিন্ন ভিন্ন উপাধি গ্রহণ করে—গ্রহ, বাদী, সম্বাদী, নৈয্যা ইত্যাদি। গীত বা রাগের আরম্ভে যে স্বরের প্রয়োগ হয় তাহাকে গ্রহ কহে এবং সমাপ্তিকালীন স্বরকে নৈক্ষ্য ও যাহার বহুল প্রয়োগ হয় তাহাকে বাদী অথবা অংশ কহে। ফলে

রাগ বা রাগিণীর বাদী স্বরকে রাজা, সম্বাদীকে মন্ত্রি ও অপর সকলকে অনুচর বলিয়া গণনা করা হয় এবং যে বিশেষ স্বর রাগ বিশেষে ত্যাগ করিতে হয় তাহাকে বিবাদী অথবা বৈরী কহে। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতগ্রন্থ নারায়ণ হইতে উহার একটি প্রমাণ বচন নিম্নে লিখিত হইল।

> গ্রহস্বরঃ স ইত্যুক্তো যো গীতাদৌ সমর্পিতঃ
> নৈব্যা স্বরশ্চ স প্রোক্তো যো গীতাদি সমাপ্তিকঃ।
> যো ব্যক্তি ব্যঞ্জক গানে যস্য মধ্য নগামিনো
> যস্য যস্যত্র বহুলম্ বাদী অংশাপি নৃপোত্তম॥

এক্ষণে কোন স্বর স্বামিত্ব স্বীকার করিলে এবং অপর স্বরেরা কেহ তাহার গ্রহ, কেহ অমাত্য, কেহ অনুচর পদ বিশেষে নিয়োজিত হইলে, কেহবা বৈরীরূপে ত্যক্ত হইলে কোনও বিশেষ রাগ বা রাগিণীর মূর্ত্তি উদয় হয়। ভারতবর্ষের কবিত্বাকাশে প্রাচীন কালে কি আশ্চর্য্য সূর্য্যই উদিত হইয়াছিল যাহার আলোকে রাগ রাগিণার অদ্ভুত দেবমূর্ত্তি সকল সঙ্গীতবেত্তাদের হৃদয় দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া গ্রন্থ বিশেষে বর্ণিত হইয়াছে।

জোন্স মহাশয় বলেন যে রাগপরিবারদের শিল্পনৈপুণ্যসম্পন্ন পট সকল সঙ্গীতগ্রন্থ নারায়ণে দৃষ্টি গোচর হয়। দামোদর, রত্নমালা চন্দ্রিকা এবং মহাত্মা নারদ প্রণীত সঙ্গীতগ্রন্থ হইতে বচন সঙ্কলিত করিয়া চিত্রিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে রাগ-পরিবারদের চমৎকার মূর্ত্তি সকল সুবিস্তার বর্ণিত আছে, সে সমুদয় উল্লেখ করা শ্রমসাধ্য বিবেচনা করিয়া একটি মাত্র বচন নিম্নে লিখিত হইল।

> লীলা বিহারেণ বনান্তরালে
> চিন্বন্ প্রসূনানি বধূসহায়ঃ।
> বিলাসতি বিনোদতি দিব্যমূর্ত্তিঃ
> শ্রীরাগ অথ প্রার্থিতা পৃথিব্যাম্॥

অস্যার্থঃ—পৃথিবীতে সুবিখ্যাত শ্রীরাগ যিনি উপবনের অন্তরালে নিজ কামিনীগণসহ নব মুকুল ও কুসুম চয়ন করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন তাঁহার মনোহর দেবমূর্ত্তি দৃষ্ট হইতেছে।

কথিত আছে রাগ রাগিণী সকল অসামান্য শক্তিসম্পন্ন এক এক দেব দেবী। তাঁহাদের প্রভাবে অলৌকিক ব্যাপার সমস্ত সম্পাদন হইতে পারে। জনশ্রুতি আছে যে যখন যবনকুলতিলক সম্রাট আকবর সঙ্গীতচূড়ামণি তানসেনকে গ্রীষ্মঋতুর শোভা বর্ণনস্থলে দীপক রাগের আলাপ করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন তখন গায়কবীর তানসেন্ দীপকের প্রভাব দর্শন করাইতে এতাধিক দৃঢ়ব্রত হইয়াছিলেন যে তত্র লোক সকল সাক্ষাৎ বৈশ্বানর দেবানলের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভয়ে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। উপযুক্ত গল্পটি কত দূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিচার করিবেন। শব্দ ও অনলের সহিত পরস্পরের কি সম্পর্ক তাহা আমরা জ্ঞাত নহি, পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা বলিতে পারেন। তবে দুই পদার্থের পরস্পর ঘর্ষণ হইলে অগ্নির উৎপত্তি হয় অনেকে দৃষ্টি করিয়াছেন; এবং বনে বায়ুর বহনে শুষ্ক বৃক্ষে বৃক্ষে ঘর্ষণ সহকারে দাবাগ্নি উদ্ভব হইয়া বন দাহন করে তাহাও অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। সেই রূপ যদি দীর্ঘকাল স্বরঝটিকার প্রবল বহনে কণ্ঠ, তালু, জিহ্বামূল প্রভৃতি স্থান সকল বায়ুর পরমাণুর সহিত বিপুল ঘর্ষণে হুতাশন প্রজ্জ্বলিত করিতে পারে তাহাই বা কি প্রকারে অসম্ভব বলা যাইবে। অথবা তানসেন দীর্ঘকাল অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া সাতিশয় ক্ষীণ হইয়াছিলেন সুতরাং কলেবর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন তাহাই বা অযুক্তি কি? শুনিতে পাওয়া যায় তানসেনের দুইটী কন্যা পিতার বিপদের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ব্যাকুল চিত্তে মেঘরাগের আলাপ করিতে করিতে পিতার নিকটে ধাবিত হইয়াছিলেন এবং অনল হইতে পিতৃ-জীবন রক্ষা করিতে এত অধিক ব্যগ্রতা পূর্ব্বক বর্ষার আহ্বান করিয়াছিলেন যে মুষলধারে বৃষ্টি

হইয়া তত্রস্থ ভূমি প্লাবিত করিয়াছিল। এ স্থলে বিচার্য্য এই যে, কণ্ঠ-বিনির্গত বায়ু-প্রবাহের সঞ্চালনে দূরস্থ মেঘ সকল আকর্ষিত হইয়া বৃষ্টি হইয়াছিল, কি সেই পিতৃশোকে বিহ্বলা অনাথা বালিকাদ্বয়ের খেদযুক্ত বিলাপধ্বনি তত্রস্থ লোকের নয়নমেঘ হইতে বারি আকর্ষণ করিয়া বর্ষণ করিয়াছিল, এতদুভয় যুক্তির মধ্যে পাঠক মহাশয়দিগের যাহা অভিরুচি হয় তাহা গ্রহণ করিবেন। আমাদের বক্তব্য মাত্র এই যে, রাগরাগিণীদের প্রভাবে যদিচ কোন বাহ্য অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করা অসম্ভব বোধ হয় তথাপি তদ্দ্বারা নানাপ্রকার অদ্ভুত আন্তরিক অবস্থার উৎপত্তি হইতে পারে তাহার আর সন্দেহ নাই।

এক্ষণে আদি ছয় রাগ ও তাহাদের পঞ্চ পঞ্চ কামিনী একুনে ৩৬টী রাগরাগিণীর নাম উল্লেখ করা যাইতেছে এবং ঐ সকল রাগরাগিণী কোন্ কোন্ স্বর অবলম্বন করিয়া প্রকাশ প্রাপ্ত হয়েন তাহাও লিখিত হইতেছে।

স্বর সকলের সাঙ্কেতিক নাম নিম্নে লিখিত হইল :—

ষড়্জ	ঋষভ	গান্ধার	মধ্যম	পঞ্চম	ধৈবত	নিষাদ
সা	ঋ	গা	ম	প	ধা	নি

যে বিশেষ রাগ বা রাগিণীতে যে কোন বিশেষ স্বর বিবাদী অর্থাৎ বৈরীরূপে ত্যক্ত হইবে তাহার স্থানে ০ শূন্য দৃষ্ট হইবেক।

সুবিখ্যাত সোমের প্রণীত রাগবিবোধ হইতে নিম্ন লিখিত রাগপরিবারের নাম উদ্ধৃত হইল।

১। রাগ ভৈরব	ধা	নি	সা	ঋ	গা	ম	প	
তাহার পঞ্চ ভার্য্যা								
রাগিণী বরাডী	সা	ঋ	গা	ম	প	ধা	নি	
,, মধ্যমাদি	ম	প	০	নি	সা	০	গা	
,, ভৈরবী	সা	ঋ	গা	ম	প	ধা	নি	
,, সৈন্ধবী	সা	ঋ	০	ম	প	ধা	০	
,, বাঙ্গালী	সা	ঋ	গা	ম	প	ধা	নি	

২।	রাগ মালব	নি	সা	ঋ	গা	ম	প	ধা
	তাহার ভার্য্যা							
	রাগিণী টোড়ি	গা	ম	প	ধা	নি	সা	ঋ
	,, গাড়ী	নি	সা	ঋ	০	ম	প	০
	,, গণ্ডাক্রী	সা	ঋ	গ	ম	প	০	নি
	,, ষষ্ঠাবতী				রাগবিরোধে নাই			
	,, কাকুব্বা					ঐ		ঐ
৩।	রাগ শ্রীরাগ	নি	সা	ঋ	গা	ম	প	ধা
	তাহার ভার্য্যা							
	রাগিণী মলয়াশ্রী	সা	০	গা	ম	প	০	নি
	,, মারভী	গা	ম	প	০	নি	সা	০
	,, ধ্যানশ্রী	সা	০	গা	ম	প	০	নি
	,, বাসন্তী	সা	ঋ	গা	ম	০	ধা	নি
	,, আশয়ারী	ম	প	ধা	নি	সা	ঋ	গা
৪।	রাগ হিন্দোল	ম	০	ধা	নি	সা	০	গা
	তাহার ভার্য্যা							
	রাগিণী রামক্রী	সা	ঋ	গা	ম	প	ধা	নি
	,, দেশাক্ষী	গা	ম	প	ধা	০	সা	ঋ
	,, ললিত	সা	ঋ	গ	ম	০	ধা	নি
	,, বিলাবলী	ধা	নি	সা	০	গা	ম	০
	,, পট্টমঞ্জরী				রাগবিরোধে নাই			
৫।	রাগ দীপক				ঐ		ঐ	
	তাহার ভার্য্যা							
	রাগিণী দেশী	ঋ	০	ম	প	ধা	নি	সা
	,, কাম্বোদী	সা	ঋ	গা	ম	প	ধা	০
	,, নেতা	সা	ঋ	গা	ম	প	ধা	নি
	,, কেদারা	নি	সা	ঋ	গা	ম	প	ধা
	,, কর্ণাটী	নি	সা	০	গা	ম	প	০

৬। রাগ মেঘ রাগবিরোধে নাই
তাহার ভার্য্যা

রাগিণী টেঙ্কা	সা	ঋ	গা	ম	প	ধা	নি
,, মল্লারী	ধা	০	সা	ঋ	০	ম	প
,, গুর্জ্জরী	ঋ	গা	ম	০	ধা	নি	সা
,, ভূপালী	গা	০	প	ধা	০	সা	ঋ
,, দেশাক্রী	সা	ঋ	গা	ম	প	ধা	নি

প্রাচীন সঙ্গীতবেত্তাদের মধ্যে রাগরাগিণী বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন মত ছিল দৃষ্ট হয়। সঙ্গীতপারগ মিজা খাঁ প্রণীত গ্রন্থ হইতে উপরি উক্ত ৩৬টী রাগিণীর প্রণালী যাহা জোন্স মহাশয় উদ্ধার করিয়াছেন তাহা এ স্থলে লেখা যাইতেছে। তাহাতে রাগ বিশেষের স্থানে স্থানে স্বরের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। মিজা খাঁ বলেন যে, তিনি স্বকপোলকল্পিত কোন রাগিণীর স্বরপ্রণালী প্রকাশ করেন নাই, যাহা যাহা লিখিয়াছেন তৎসমুদায় প্রাচীন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সার সংগ্রহ হইয়াছে।

প্রথম

রাগ ভৈরব	ধা	নি	সা	০	গা	ম	০
রাগিণী বরাড়ী	সা	ঋ	গা	ম	প	ধা	নি
,, ভৈরবী	ম	প	ধা	নি	সা	ঋ	গা
,, মধ্যমাদি	ম	প	ধা	নি	সা	ঋ	গা
,, বাঙ্গালী	সা	ঋ	গা	ম	প	ধা	নি
,, সৈন্ধবী	সা	ঋ	গা	ম	প	ধা	নি

দ্বিতীয়

রাগ মালব	সা	ঋ	গা	ম	প	ধা	নি
রাগিণী টোড়ী	সা	ঋ	গা	ম	প	ধা	নি
,, গাড়ী	সা	০	গা	ম	০	ধা	নি
,, গুণ্ডাক্রী	নি	সা	০	গা	ম	প	০
,, বঠাবতী	ধা	নি	সা	ঋ	গ	ম	০
,, কাকুভা	ধা	নি	সা	ঋ	গা	ম	প

তৃতীয়

রাগ শ্রীরাগ	সা	ঋ	গা	ম	প	ধা	নি
রাগিণী মলয়শ্রী	স	ঋ	গা	ম	প	ধা	নি
,, মারুভী	সা	০	গা	ম	প	ধা	নি
,, ধ্যানশ্রী	সা	প	ধা	নি	ঋ	গা	০
,, বাসন্তী	সা	ঋ	গা	ম	প	ধা	নি
,, আশাবারী	ধা	নি	সা	০	০	ম	প

চতুর্থ

রাগ হিন্দোল	সা	০	গা	ম	প	০	নি
রাগিণী রামক্রী	সা	০	গা	ম	প	০	নি
,, দেশাক্ষী	গা	ম	প	ধা	নি	সা	০
,, ললিত	ধা	নি	সা	০	গা	ম	০
,, বিলাবলী	ধা	নি	সা	ঋ	গা	ম	প
,, পটমঞ্জরী	প	ধা	নি	সা	ঋ	গা	ম

পঞ্চম

রাগ দীপক	সা	ঋ	গা	ম	প	ধা	নি
রাগিণী দেশী	ঋ	গা	ম	০	ধা	নি	সা
,, কাম্বোদী	ধা	নি	সা	ঋ	গা	ম	প
,, নেতা	সা	নি	ধা	প	ম	গা	ঋ
,, কেদারী	নি	সা	০	গা	ম	প	০
,, কর্ণাটী	নি	সা	ঋ	গা	ম	প	ধা

ষষ্ঠ

রাগ মেঘ	ধা	নি	সা	ঋ	গা	০	০
রাগিণী টঙ্কা	সা	ঋ	গা	ম	প	ধা	নি
,, মল্লারী	ধা	নি	০	ঋ	গা	ম	০
,, গুর্জ্জরী	ঋ	গা	ম	প	ধা	নি	সা
,, ভূপালী	সা	গা	ম	ধা	নি	প	ঋ
,, দেশাক্রী	সা	ঋ	গা	ম	প	ধা	নি

কালীনাথ মতে এক এক রাগের ছয় ছয় ভার্য্যা ও আট আট পুত্র সর্ব্বশুদ্ধ ৯০টী রাগরাগিণী বিদ্যমান আছে এবং ভরত মতে উপরি উক্ত ৪৮টী রাগ পুত্রদের এক এক পত্নী আছে তাহাতে রাগ পরিবারে একশত আটত্রিশ সংখ্যা হয়। ফলতঃ যে সময়ে ভারতবর্ষে সঙ্গীত বিদ্যার অতিশয় চর্চ্চা ছিল তখন ভিন্ন রাজ্যের ভিন্ন পাঠশালার মতে নূতন রাগ সকল রচিত হইত এবং সেই সেই রাজধানীর নাম অনুযায়ী তাহাদের নামকরণ হইত। মুলতান রাগের নাম শ্রবণ করিলে বোধ হয় উক্ত রাগটী মুলতান নগরের প্রাচীন সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সম্পত্তি। কখন কখন রচয়িতার নামে রাগের উপাধি হইত। সারেং রাগটি বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ সারঙ্গদেবের রচিত অনুভব হয়। কখন বা কোন বিশেষ ঘটনা দ্বারা কোন রাগ বিশেষ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। বাগেশ্রী অথবা বাঘশ্রী অনেকে বলিয়া থাকেন মহাশিক্ষিতপশু ব্যাঘ্র প্রভৃতিকে মোহিত করিতে পারে। বোধ হয় কোন কালে শ্রীরাগের পরিবারের মধ্যে কোন বিশেষ রাগিণীর আলাপ সময়ে মৃগ, সর্প এবং অপরাপর জন্তুদের ন্যায় ব্যাঘ্রও বশীভূত হইয়া থাকিবে এবং সেই ঘটনা অবধি সেই রাগটী বাঘশ্রী আখ্যা পাইয়াছে। যখন ভারতবর্ষে উপরি উক্ত রীতি অনুসারে রাগরাগিণীর নামকরণের প্রথা ছিল এবং যখন সঙ্গীতবেত্তারা নিজ নিজ পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য নূতন নূতন রাগরাগিণীর রচনা করিতে নিযুক্ত থাকিতেন তখন যে ক্রমশঃ রাগরাগিণীর বহু সংখ্যা হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি? আক্ষেপের বিষয় এই যে হিন্দু আধিপত্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতমাতার পূর্ব্বধন সকল অন্ধকার কূপে পতিত হইয়াছে। যবন অধিকার কালেও প্রাচীন সঙ্গীতের কিছু কিছু আদর ছিল। সম্রাট আক্‌বর ও মহম্মদ সা প্রভৃতি কেহ কেহ হিন্দু সঙ্গীতের সমাদর করিতেন। ব্রজ বাওরা, গোপাল নায়ক, তানসেন প্রভৃতি সঙ্গীতনিপুণ বড় বড় গায়কেরা রাজ আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতেন

এবং সংস্কৃত গ্রন্থসকল যবন ভাষায় অনুবাদিত হইত শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান কালে ভারতসঙ্গীতদীপ একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়াছে। সাধারণের উপকারার্থ কোন রাজকীয় সঙ্গীত পাঠশালা স্থাপিত নাই। রাজকোষ হইতে কোন সাহায্য প্রদান করা হয় না, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকল প্রায় লোপ হইয়াছে। আর যে কয়েক খানির নাম শুনিতে পাওয়া যায় তাহাও দুষ্প্রাপ্য। সুবিজ্ঞ অধ্যাপকের সংখ্যাও অতি অল্প। যাঁহারা আছেন তাঁহারা বিনা বেতনে শিক্ষা প্রদান করেন না। সঙ্গীত-বিদ্যার্থীর মধ্যে অনেকে ক্ষমতাহীন,—গুরু সন্তোষ করিতে অসমর্থ; এবং শিক্ষা দিবারও সুপ্রণালী নাই। সুতরাং সঙ্গীত বিদ্যার যে পূর্ব্বশ্রী ভ্রষ্ট হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? ভারতমাতার স্বাধীনতা যে পথে গমন করিয়াছে সঙ্গীতবিদ্যাও যে সেই পথগামিনী হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। এক্ষণে দেশহিতৈষী বিদ্যানুরাগী সভ্যমহাশয়দিগের নিকট প্রার্থনা এই যে তাঁহারা মাতৃভূমির পূর্ব্ব গৌরব পুনরুদ্দীপন করা অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া সঙ্গীতবিদ্যালয় সংস্থাপনে অগ্রসর হউন। প্রাচীন সঙ্গীতগ্রন্থ সকলের নাম যাহা শুনিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ রাগবিবোধ, রাগমালা, রাগদর্পণ, নারায়ণ, রত্নাকর, সভাবিনোদ প্রভৃতির অন্বেষণ করিয়া বঙ্গভাষায় অনুবাদকরণের উপায় করুন। শিক্ষাপ্রদান করিবার সুনিয়ম সকল সংস্থাপিত হউক। অধ্যয়ন করিবার সুলভ উপায় করিতে চেষ্টিত হউন। তাহা হইলেই সঙ্গীতের যথার্থ পুরস্কার করা হইবে এবং অল্প কালের মধ্যেই ভারতের চিরউর্ব্বরাভূমির শুষ্ক সঙ্গীততরু পুনঃ মুঞ্জরিত হইবে ও পূর্ব্বশ্রী ধারণ করিতে থাকিবে। বঙ্গভূমির ধনাঢ্য হিন্দুসমাজ আর কতকাল মাতৃদুর্দ্দশা দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন। পৃথিবীর আধুনিক অন্য অন্য সভ্য জাতিদের স্বদেশগৌরবাকাঙ্ক্ষা দর্শনে কি তাঁহাদের মনে ধিক্কার হয় না,—ভারতভূমির অমূল্যধন সঙ্গীত-রত্ন তাচ্ছিল্য তস্করে অপহরণ করিতেছে—তাঁহারা দেখিয়াও

দেখিতেছেন না। অত্র দেশবাসীদের সঙ্গীতের পুনরুদ্দীপনে একাগ্রতা দেখিলে বিধানপ্রতিপালক, প্রজারঞ্জক ব্রিটিশরাজ উৎসাহ প্রদান করিতে উদ্যত হইবেন এবং কালেতে যে রাজপ্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতবিদ্যালয় ভারতবর্ষের নগরে দৃষ্ট হইবে এমন ভরসা আছে।

এক্ষণে আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষে যে কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রের সচরাচর নাম শুনা যায় তাহাদের উল্লেখ করা উচিত। বাদ্যযন্ত্র শব্দ অর্থে কাষ্ঠ, ধাতু, চর্ম্ম, মৃত্তিকা প্রভৃতি পদার্থে নির্ম্মিত বস্তু বুঝায়, যাহা হস্ত বা বায়ুর আঘাতে বা সঞ্চালনে শব্দায়মান করা যায়। কোন্ কোন্ সময়ে কোন্ কোন্ যন্ত্র সকল প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল এবং কোন্ কোন্ মহাত্মা তাহাদের প্রকাশ করেন এবং তাহাদের প্রকাশ হইবার বিশেষ ঘটনাই বা কি তৎসমুদয় বর্ণন করা আমাদের ক্ষমতার বাহির; তবে মাতৃভূমির গৌরবকীর্ত্তন ছলে তাহাদের যথাজ্ঞাত নাম সকল লিখিতে বাধ্য হইলাম।

পুরাতন যন্ত্রের মধ্যে বীণা ও বংশীর নাম শ্রেষ্ঠরূপে গণনা করা হয়। তাহার মধ্যে কে প্রাচীনতর তাহা বলিতে পারি না। পুরাণ-অগ্রগণ্য ভারতে উভয়েরই নাম উল্লেখ আছে। সমুদ্রমন্থনে যে আশ্চর্য্য বংশ উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার প্রধান অংশ মুরলীরূপে জগতে উৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণ করে শোভিত হইয়াছিল শ্রবণ করা যায়; এবং দেবর্ষি নারদ, যিনি পরম ভাগবতদিগের অগ্রণী ছিলেন, যিনি জ্ঞানযোগ তপোবলে পরম পবিত্র পুরুষার্থ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি ভাগবত উপাসনার শ্রেয় উপযোগী সঙ্গীতবিদ্যার সমাদর করিতে বাগ্দেবীর করকমলস্থিত বীণাযন্ত্রের অনুরূপ প্রকাশ করেন। ফলে ঋষি প্রণীত পুরাণ সকলে শিঙ্গা, ডম্বরু, দুন্দভি প্রভৃতি পুরাতন বাদ্য যন্ত্রের যত নাম শ্রবণ করা যায় তাহার কোন্‌টী কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা বর্ণনা সুকঠিন। আমরা তাহাদিগকে নিম্নে লিখিত শ্রেণীবদ্ধ করিয়া উল্লেখ করিলাম।

স্বর সংযোগী যন্ত্র সকল।

যাহা ফুৎকার অর্থাৎ বায়ু সঞ্চালন দ্বারা বাদিত হয়:—

বংশী	ভেরি	রোসন চৌকি
শিঙ্গা	শঙ্খ	তুম্‌ড়ি
তুরি	সানাই	বেণু অথবা ভোড়ং
		মোট ৯টি

যাহা অঙ্গুলির পীড়নে অথবা কজ্জুর ঘর্ষণে বাদিত হয়।

বীণা	সারঙ্গ	মুচং
রবাব	স্বর শিঙ্গার	জল তরঙ্গ
সরদ	সারিন্দা	এক তারা
সেতার	তাউস	
এসরাজ	তানপুরা	মোট ১৩টী

বিহলা বা ভায়লিন ইংরাজী যন্ত্র বলিয়া ত্যক্ত হইলেও এই শ্রেণী ভুক্ত হইতে পারে।

সময়স্থায়ী যন্ত্র সকল।

কাষ্ঠ, চর্ম্ম ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত।		ধাতু নির্ম্মিত।
মৃদঙ্গ বা পাখওয়াজ	কাড়া	
তবলা	দারা	ঘণ্টা
খোল	খঞ্জনি	কাঁসর
ঢোলক (ক্ষুদ্র ও বৃহৎ)	ডমরু	কাঁসি
জোড়্ খাই	গোপীযন্ত্র যন্ত্র	মন্দিরা
রণঢক্কা বা ঢাক	মাদল	কর্ত্তাল
নাগরা	দামামা	খরতাল
নহবদ	দগড়া	
তাষগ	দুন্দভি	মোট ৬টী
জগঝম্প		
	মোট ১৯টী	

উপরি উক্ত বাদ্যযন্ত্র সকলের মধ্যে কেহ কেহ রণবাদ্য, কেহ কেহ মাঙ্গল্য বা উৎসববাদ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। তুরি, ভেরি, দুন্দভি, ঢক্কা প্রভৃতি প্রাচীনকালে রণক্ষেত্রে বাদিত হইত, তাহাদিগকে রণবাদ্য বলা যাইতে পারে। শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, সানাই, ঢোল, দামামা নহবৎ প্রভৃতি মঙ্গল ও উৎসব উভয় কর্ম্মে বাদ্যমান হয়। আধুনিক ইউরোপদেশীয় যে বিবিধ বাদ্য-যন্ত্র সকল দৃষ্ট হয়, তাহাদের স্বরপরিপাট্য শ্রবণে ও শিল্পনৈপুণ্য দর্শনে চমৎকৃত হইতে হয়। পিয়ানো, হারমনিয়ম, একরডিয়ন, অরগিন প্রভৃতি উৎকৃষ্ট যন্ত্র সকলের বাদ্য শ্রবণ করিলে কি অসীম প্রীতিই লাভ হয়। সঙ্গীতানুরাগী মহোদয়েরা বিদেশীয় যন্ত্র সকলের নির্ম্মাণ কৌশল দৃষ্টি করিয়া ভারতভূমির বাদ্যযন্ত্র সকলের উন্নতিসাধন ও নির্ম্মাণের সদুপায় করিতে সুচেষ্টিত হইবেন প্রার্থনা করি। বর্ত্তমান নাট্যশালার ঐক্যতানবাদ্য-সম্প্রদায়ে হারমোনিয়ম প্রভৃতি ইউরোপীয় যন্ত্র সকলের ব্যবহার হইতেছে; তাহা দেখিয়া হর্ষ ও বিষাদ দুই উপস্থিত হয়। যখন আমাদের ইউরোপীয় যন্ত্রের সুস্বর কর্ণগোচর হয় তখন সাতিশয় আহ্লাদ হয় বটে কিন্তু যখন মাতৃভূমির লঘুতা, স্বদেশ-জাত যন্ত্রে অনাদর মনে উদয় হয় তখন আর অন্তঃকরণে দুঃখের সীমা থাকে না। বিচার করিয়া দেখিলে পর ধনে আঢ্যতা করার কোন গৌরব নাই। ইংলণ্ড দেশের সুনির্ম্মিত যন্ত্র সকল বাজাইতে শিখিলে ভারতভূমির সঙ্গীত বিস্তার কি উন্নতি হইল? তবে ইউরোপীয় যন্ত্র সকলের গঠন কৌশল অধ্যয়ন করিয়া কোন নূতন যন্ত্রের প্রকাশ অথবা প্রাচীন যন্ত্র সকলের উন্নতি সাধন হয় তাহাতে ক্ষতি নাই।

স্বরলিপির সহজ পদ্ধতি স্থাপন করা আবশ্যক। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে স্বর সকল লিপিবদ্ধ করিবার উপায় ছিল। জয়দেবের গীত গোবিন্দ ও প্রাচীন সঙ্গীতগ্রন্থে তাহার সঙ্কেতিক চিহ্ন সকল অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। স্বর বিশেষের কম্পন বা হ্রস্ব দীর্ঘ

করিবার প্রয়োজন হইলে বিশেষ বিশেষ চিহ্ন সকল অঙ্কিত হইত এবং ঐ সকল চিহ্ন উপলক্ষ করিয়া গীত সকল যে রাগ বিশেষে লিপিবদ্ধ করা যাইবে তাহার বাধা কি? বর্ত্তমানে প্রাচীন স্বরলিপি অর্থাৎ সাঙ্কেতিক চিহ্ন সকল অনেকের বুঝিবার পক্ষে যদি সুকঠিন হয় তবে নূতন চিহ্ন সকল মুদ্রিত করিলেই গীতাদি লিখনের উপায় হইবে। ইউরোপীয় সঙ্গীতগ্রন্থ সকল হইতে চিহ্ন সকলের ভূরি ভূরি আদর্শ প্রাপ্ত হইতে পারা যায়।

বিদ্যোৎসাহী স্বদেশহিতৈষী রাজা সৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় বহু ব্যয় ও শ্রমস্বীকার করিয়া এক সুবিস্তার সঙ্গীতগ্রন্থ বঙ্গভাষায় বিরচণ করিতেছেন। তাহা অল্পকাল মধ্যেই সাধারণের গোচর হইয়া ঠাকুর মহোদয়ের যশোরাশি দিগদিগন্তে বিস্তার করিবে এবং বঙ্গভূমিতে তাঁহার চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে বিরাজমান করিবে তাহার সন্দেহ নাই। উক্ত গ্রন্থরত্ন যাবতীয় প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত ও অনুবাদিত হইতেছে। তাহাতে সঙ্গীতের বিশুদ্ধ বিবরণ রাগরাগিণী বিষয়ক উপদেশ ও শিক্ষা প্রদানের সুনিয়ম এবং স্বর লিপির উৎকৃষ্ট পদ্ধতি প্রভৃতি থাকিবে। সংস্কৃত মতে আমাদের তিন সপ্তক ব্যবহার প্রচলিত আছে, যথা উদারা, মুদারা এবং তারা। সা ঋ গা ম প ধা নি এই সাতটি স্বর একত্র থাকিলে তাহার সপ্তক সংজ্ঞা হয়। এই সপ্তক তিনটি জানাইবার জন্য এইরূপ তিনটি সরল রেখা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—

সঙ্গীত অধ্যয়নের যাবতীয় উপকরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে—এরূপ একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ যে সঙ্গীত বিদ্যার অনুশীলনে কতদূর

উপযোগী হইবে তাহা বর্ণনাতীত এবং তাহাতে সঙ্গীত বিদ্যার্থী-দিগের যে মহৎ উপকার সম্পাদিত হইবে তাহা বলা বাহুল্য। এক্ষণে সঙ্গীত-অনুরাগী মহোদয়েরা ত্বরায় বিদ্যালয় স্থাপনের উপায় করিলেই আমরা চিরবাধিত হইব।

আহা! আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষে কবে সেই শুভদিনের উদয় হইবে, যখন প্রধান প্রধান বিদ্যালয় মাত্রে সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করিবার উপায় থাকিবে। বিশুদ্ধ সঙ্গীত অধ্যয়ন করা সভ্যমাত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকলের মধ্যে পরিগণিত হইয়া বালক বালিকারা পাঠদ্দশায় সাহিত্য, কাব্য, জ্যোতিষ, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতির আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্গীতের চর্চ্চা করিতে থাকিবে। শাস্ত্র অনভিজ্ঞ আধুনিক কালওয়াৎ প্রভুদের প্রতারণা একেবারে উঠিয়া যাইবে এবং অমৃতরসসিক্ত বামাস্বরের গীত শ্রবণের স্পৃহা লোকের নিজ পরিবার দ্বারা পরিপূর্ণ হইবে। সঙ্গীতশ্রবণের অনুরোধে কাহাকে আর বেশ্যা প্রভৃতির নীচ সেবা করিতে হইবে না।

যে দিন ভারতমাতার সঙ্গীততরু পুনর্জ্জীবিত হইয়া স্বর্গলোক-প্রিয় পারিজাতকুসুমনিচয়ে শোভিত হইবে, তাহাদের অপরিসীম সৌরভে যে দিন সমস্ত পৃথিবী আমোদিত করিবে, যে দিন সেই ত্রিভুবনমোহন সৌরভে মোহিত হইয়া ইটালী, ফ্রান্স, জরমনি প্রভৃতি দেশবাসী সঙ্গীতানুরাগী অলিকুল ভারতসঙ্গীত-তরুমূলে আকর্ষিত হইবে, সেই দিন ভারতবাসীরা যে কি অপার আনন্দনীরে মগ্ন হইবেন তাহা ব্যক্ত করিতে লেখনী সমর্থ হইতেছে না।

শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মা।

গ্রন্থকারের জীবনী

কলিকাতার নিকটস্থ বালিগঞ্জ আহিরিপুকুর স্থানে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ৺ গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন। অতি বালককালেই তিনি মাতৃহীন হন, সুতরাং বাল্যকালে তিনি তাঁহার আত্মীয়দিগের অতি স্নেহের পাত্র ছিলেন। বড় বাজারের শিবঠাকুরের কন্যা তাঁহার পিতামহী ও হাবড়ার অন্তর্গত বাঁকড়া গ্রামবাসী জমিদার রামমোহন মিশ্র তাঁহার মাতামহ ছিলেন। এ কারণ বাল্যকালে এই দুই স্থানেই অধিক দিন থাকিতেন। তাঁহার পিতামহ ৺ চৈতন্যচরণ চট্টোপাধ্যায় গভর্ণর জেনারলের বডি-গার্ডের প্রধান কেরাণি কর্ম্মচারি ছিলেন এবং ঐ কার্য্য-সূত্রে তাঁহাকে অশ্বারোহণ ও অস্ত্র চালনা অবগত হইতে হইয়াছিল। পিতামহ বালক গঙ্গাধরকে অশ্বারোহণ করিতে শিখান এবং পিতামহের অনুকরণে তিনিও জীবদ্দশায় বন্দুক ছুঁড়িতেন। ৺ গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়ের পিতা ৺ চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃত শাস্ত্র আলোচনায় কালাতিবাহিত করিতেন এবং তাঁহার প্রথম পুত্র গঙ্গাধরকে প্রথমে কোন চতুষ্পাঠিতে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে দেন। পরে ইংরাজী লেখা পড়া শিক্ষার অনুরোধে ভবানীপুর লণ্ডন মিসনরি স্কুলে দেন। সেই সময় খৃষ্টীয়ান মিসনরিগণের প্রাদুর্ভাবে তিনি ভীত হইয়া, স্বীয় পুত্রকে অতি শীঘ্রই স্কুল ছাড়াইলেন ও বিবাহাদি দিয়া সংসারী করিলেন। সংসারের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থ উপার্জ্জনের আবশ্যক আসিল, সুতরাং তাঁহাকে অতি অল্প বয়সেই অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইল। নিজ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি একাউণ্ট বিদ্যায় এরূপ বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন যে অর্থ উপার্জ্জন ও লোক সমাজে পরিচিত হইতে তাঁহার আর বিশেষ কষ্ট করিতে হইল না। বিষয় কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্গীতবিদ্যার আলোচনায় তিনি বিশেষ যত্নবান্

ছিলেন ও ভবানীপুরের সীতার বনবাস নাটক অভিনয় সূত্রে তাঁহাকে একজন প্রধান সহযোগী হইতে হইয়াছিল। সামাজিকতা, সুরসিকতা, ও সঙ্গীত অনুরক্তি তাঁহাকে অল্পদিনের মধ্যেই গুণগ্রাহী ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের পরিচিত করিয়াছিল, এবং ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের জ্ঞানগর্ভ উপদেশেই তিনি ভবিষ্যতে আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন ও জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে নিজ অগ্রজের ন্যায় মান্য করিতেন। কলিকাতায় যখন হিন্দুমেলার প্রথম কল্পনা হয় ও সঙ্গীতপ্রবর ৺ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর স্বর-লিপির প্রথম প্রচার হয় তখন গীত রচনা ও ঐ গীত উক্ত গোস্বামী মহাশয়ের স্বর লিপিতে বদ্ধ করায় পারিতোষিক দেওয়া হইবে প্রকাশ হইলে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারই তাঁহাকে ঐ বিষয়ে চেষ্টিত হইতে উত্তেজনা করেন ও ঐ শাস্ত্র বিষয়ে সার উইলিয়াম জোন্স মহাশয়ের যে সকল পুস্তক তাঁহার লাইব্রেরিতে ছিল তাহাও তিনি পাঠ করিতে দেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের চেষ্টা নিষ্ফল হয় নাই। হিন্দুমেলার উপর্য্যুপরি তিন বারই তিনি পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের নিকট সর্ব্বদা থাকায় ক্রমশঃই তাঁহার জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতে লাগিল ও ডাক্তার মহাশয়ের মনে কোন ভাব উদয় হইলে তৎক্ষণাৎ গীতে সেই ভাব সকল সম্পূর্ণ বিকাশ করিতে পারায় ডাক্তারও পরম প্রীতিলাভ করিতেন। ঘোর তিমির রজনীতে নভোমণ্ডলে অগণন তারারাশি দেখিয়া জগৎ স্রষ্টার মহিমা বিষয়ক গান রচনা করিতে বলায় "রজনী" গীত রচিত হইয়াছিল। "নেচার" সংবাদ পত্রে প্রকাশিত ভিসুভিয়স পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত শ্রবণে "প্রফেসার পালমিরি" গীত লিখিত হয়। দার্জিলিং পর্ব্বতে গিয়া হিমালয়ের উচ্চ শিখরে তুষার আবরণের উপর সূর্য্যরশ্মির ছটা, ও তাহার অতি সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া নিদ্রিত বন্ধুকে জাগাইয়া বলিয়াছিলেন "এখন কি ঘুমাইবার সময়, দেখ ঐ দেখ কি সুন্দর দৃশ্য"। তাহার

সুফল "হিমালয়" গীত। জগতে কত প্রকার ভালবাসা হইতে পারে ইহা বুঝাইয়া দেওয়ায় "প্রেম" গীত রচিত হয়। কোন পল্লীগ্রামে যাইতে যাইতে, কোন সরলা কামিনীর চিত্র বর্ণনায় "কোন কামিনীর উদ্দেশে" গীত, এবং সামান্য ছাগীর শিশু শাবকের প্রতি স্নেহ প্রকাশে "পরকাল" গীত এত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে পরস্পরের একরূপ প্রতিজ্ঞা হয় যে যাহার অগ্রে মৃত্যু হইবে তাহার মৃত্যুশয্যায় অপর যিনি জীবিত থাকিবেন তিনি ঐ গানটি শুনাইবেন। কার্য্যে তাহাই হইয়াছিল। গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়ের অগ্রে মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুর ক্ষণকাল পূর্ব্বে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে ডাকাইয়া তিনি বলেন—"দাদা, আজ প্রতিজ্ঞা পালন করুন, আজ আমি গৃহত্যাগ করিতেছি, অতএব আপনি সেই পরকালের গানটী আমাকে শুনান"। ফলে, গীতহারের প্রত্যেক গানেই ডাক্তার মহাশয়ের উপদেশ এত সন্নিহিত আছে, যে উপহার-গীতে গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন—

"তোমারী ছড়ান জ্ঞান প্রসূনে, কুড়ায়ে সঞ্চয় করিয়ে যতনে,
হার তার গীতেরি-গাঁথনে করিলাম রচন"।

ইং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ২১ নবেম্বর বুধবার রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে কলিকাতায় সংবাদ পত্রে যাহা প্রকাশ হইয়াছিল পরে লিখিত হইল। বন্ধুর বিয়োগে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় সর্ব্বদা আক্ষেপ করিয়া বলিতেন যে তাঁহার কোন ভাব উদয় হইলে তাহা গীতাকারে পরিণত করার অভাব বড়ই অনুভব করেন। এই কারণে তিনি স্বয়ং জীবনের শেষ দশায় কতক-গুলি গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার সরকার তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস যে কয়েকটী গীতে লিখিয়াছেন তাহাও নিম্নে দেওয়া গেল।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র শর্ম্মা।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের রচিত গীত।

No name can be given to God but He is not unknown and unknowable.

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কি ব'লে তোমারে ডাকিব। (ভাবি তাই)
আদি নাই অন্ত নাই, কি নাম তোমারে দিব। (বল)
সাকার কি নিরাকার তুমি, কেমনে তা জানিব আমি ;—
এই মাত্র কেবল বলা যায়,—
সাকার জড় জগত, নিরাকার মন তব সৃজিত ; সর্ব্বরূপের আধার তুমি কিরূপে ধ্যান করিব। (তোমায়)

এ সব বিচার, এ ভাবনা, আমাদের কেবল কল্পনা ;—
নানাজনে, নানারূপে পূজেছে তোমায় ;—
তুমি কি তা তুমিই জান, আমরা মূঢ় অজ্ঞান ; আমাদের দয়া ক'রে যা বলাবে তাই বলিব।

(তোমাকে) চিনি না, জানি না, জানিতেও পারি না, এ বিষম কথা বলা নাহি যায় ;—যখন যে দিকে চাই (তোমার) প্রেম মহিমা দেখিতে পাই, "জানিয়াছি, জানিনাই" এই কথা কি বলিব ?

ভগ্নঘরে ক'রে বাস, এখন এই অভিলাষ, থাকে যেন রতি মতি তব চরণে ;—শেষ কটা দিন এই ভবে, কাটে যেন দাস ভাবে, দেহ ছেড়ে যাবার দিনে ক'রো যাহা ইচ্ছা তব॥ (১)

Resignation, the true worship of God.

আশাবরী—মধ্যমান।

যা মনে করি আমার, তা সকলি তোমার ; কি দিয়ে তবে পূজিব তোমায়।

আত্ম সমর্পণ করি, লও হে (নাথ) দয়া করি ; তোমার ধন তুমি লও, কাজ নাই আমার তায়।

এইমাত্র ভিক্ষা করি, যেন দিবা শর্ব্বরী, রাখিতে পারি মনে সদাই তোমায়।

স্মৃতি পথে থাকলে তুমি, ভাবনা কি আর করি আমি ; সকল ভাবনা ঘুচে যাবে, মুক্তি পাব তব কৃপায় ॥ (২)

Reflections in old age on a misspent life.

ললিত—আড়াঠেকা।

জীবন ফুরায়ে এলো, তবু ভ্রম ঘুচিল না।
আলো থাকতে দেখতে পেলে না, আঁধারে কি করবে বল না।
জ্ঞানচর্চ্চা অনেক হ'ল, আসল জ্ঞান না জন্মিল ;
পাপেতে নিবৃত্তি, ধর্ম্মে প্রবৃত্তি, (ঈশ্বরে ভক্তি) ভুলেও হ'ল না ;
মানব জনম বৃথা গেল, একবার ভাবিলে না,
এখন আর আছে কি উপায়, (সেই) জগৎ পিতার কৃপা বিনা।
তিনি হে কৃপাসিন্ধু, দয়াময় দীনবন্ধু ;
ডাক তাঁরে, প্রাণভরে, হয়ে তন্মনা,
ত'রে যাবে অনায়াসে, মুক্তি পাবে অবশেষে,
স্থির থাক সেই আশে, ক'রোনা কোন ভাবনা ॥ (৩)

Reflections on the approach of Death.

ললিত—আড়াঠেকা।

ভয় ক'রো না রে মন, দেখে শমন আগমন,
শত্রু নয় সে পরম বন্ধু, তারে কর আলিঙ্গন।
এসেছে প্রভুর আজ্ঞায়, লয়ে যাইতে তোমায়,
করিতে তোমার সব দুঃখ জ্বালা বিমোচন।
বাঁধা আছ ভূমণ্ডলে, কঠিন মায়া-শৃঙ্খলে,
এসেছে সে কাটিতে, ঐ দারুণ বন্ধন।
দেহ পিঞ্জরের দ্বার, করিয়ে উন্মোচন,
দিতে তোমায় সুখময় অনন্ত জীবন।
পাইয়া নূতন জীবন, দেখিবে তুমি তখন,
যে সব দুঃখ পেয়েছিলে, যায় নাই বিফলে,
সে সব দুঃখ হয়ে আছে, নিত্য সুখের কারণ,
(কৃপাময়ের শাসন) নহে কভু, নহে কভু অনর্থক পীড়ন॥ (৪)

Career of a sinner, who at last repents.

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

প্রতিক্ষণে করিতেছি তোমার নিয়ম লঙ্ঘন,
অনিত্য সুখ লালসায় ঘুরিতেছি অনুক্ষণ।
ইন্দ্রিয়গণ সহকারে বিবেক বিসর্জ্জন দিয়ে,
হইয়াছি দিশাহারা পেয়ে পাপের প্রলোভন।
পাপের প্রবাহ অতি ভয়ানক বেগবতী, কুল কিনারা নাহি
দেখি, স্রোতে ভেসে যাই।
সম্মুখে সাগর ভীষণ, অপার সীমা বিহীন,—
(যার) তরঙ্গে খায় হাবুডুবু, আমার মত পাপীজন।
তাদের দুর্দ্দশা কে পারে বর্ণিতে, বাঁচাও হে বাঁচাও, এই প্রার্থনা,
এ বিপত্তি হতে বাঁচাও, সন্তানে ক'রো না হেলন।
শক্তি দাও করিতে তোমার নিয়ম পালন॥ (৫)

Heavens declare the glory of God.

রাগিণী কেদারা—তাল আড়াঠেকা।

দেখ দেখ চেয়ে দেখ গগন মণ্ডলে।
কি শোভা করেছে সেথা গ্রহ তারা দলে॥
(যেন) প্রকৃতি সাজায়ে রেখেছে জ্যোতির্ম্ময় পুষ্পদলে,
দিতে পুষ্পাঞ্জলি বিধাতার চরণ কমলে॥
দূরবিন সহকারে বিজ্ঞানের বলে,
(দেখ) অদ্ভুত রূপ তাদের জ্ঞান চক্ষু মেলে।
দেখিবে তবে এই অসীম বিশ্বরাজ্য,
চালাইছেন বিশ্বনাথ কি কৌশলে॥
ছড়ায়ে ধূলি এক মুষ্টি, তিনি করিয়াছেন সৃষ্টি,
অগণ্য নিখিল ব্রহ্মাণ্ড, ধূলা খেলার ছলে।
সঙ্কর ও মহাপ্রলয় করিতে নিবারণ,
বন্ধন করেছেন তাদের নিয়ম শৃঙ্খলে,—
নিয়ম পালনে তারা ভ্রমিতেছে অনুক্ষণ,
অপার মহিমা তাঁর গাইতেছে সবে মিলে॥ (৬)

A sick man's prayer for remission of his sufferings.

পাহাড়ী—কাওয়ালী।

সয় না রোগের যাতনা আর সয় না,
কোথায়, নাথ, তোমার অসীম করুণা।
কৃপাদৃষ্টি থাক্‌লে তোমার, থাকে না ত (কোন) যাতনা,
দিয়ে এ বিশ্বাস, ক'র না নিরাশ, (এক বার) স্নেহ নয়নে চাওনা।
কোপদৃষ্টি ফিরাইয়ে লও, আর বাঁচি না বাঁচি না।
সকলি খাদ, অধিক পোড়ালে কিছুই থাকবে না।

জানি প্রভু, যা কর তুমি, তা সবে হয় মঙ্গল সাধনা,
তবু কাতর হয়ে আমি করিয়াছি যে প্রার্থনা।
তা'তে যদি হয়ে থাকি তব কাছে অপরাধী,
নিজ গুণে দয়াময় করহে মার্জ্জনা।
কারে দুঃখ জানাই, প্রভু, তোমা বিনা,
তুমি ছাড়া কে আছে বুঝিতে মনের বেদনা,
কে আছে আর শান্তিদাতা দেখিতে পাইনা
(তাই কেঁদে ডাকি তোমায় ঘুচাতে জ্বালা যন্ত্রণা) ॥ (৭)

সহধর্ম্মিণীর আরোগ্যার্থ প্রার্থনা।

রাগিণী সিন্ধু— তাল একতালা।

মায়াবশে কাতর হয়ে ডাকি হে তোমায়,
এক জনে দিয়ে প্রাণ বাঁচাও আর জনায়।
অপার কৃপায়, করেছ মিলন,
পুনরায় সেই কৃপা কর বরিষণ।
যে কটা দিন ইচ্ছা তব রাখিতে এ ভবে,
রেখ পিতা আমাদের দোঁহে সম ভাবে।
কিন্তু আর এক ভিক্ষা, মাগি তোমার ঠাঁই।
জীবন মৃত্যু হয় না যেন, ভুলিয়ে তোমায় ॥ (৮)

ম. ল. স।

দৈনিক ও সমাচার চন্দ্রিকা।

১০ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, সন ১৩০১ সাল।

"শোক সংবাদ ঃ—তারাবাই, একেই কি বলে বাঙ্গালি সাহেব, গীতহার, প্রভৃতি প্রণেতা এবং সুগায়ক ও সামাজিক শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় বহুদিন কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর আপিসে একটী উচ্চ পদে কার্য্য করিয়া পেনশন লইয়াছিলেন। দৃষ্টিশক্তির হানি হইয়াছিল বটে কিন্তু জ্ঞানশক্তির বৃদ্ধিই হইয়াছিল। বয়স হইয়াছিল প্রায় ৬০ বৎসর। বৃহস্পতিবারে ইহলোক ছাড়িয়া গিয়াছেন। পত্নী বিয়োগ হইয়াছিল অনেক পূর্ব্বেই। কৃপাময়ী কালী পুত্র পৌত্রদিগের মঙ্গল করুন। গঙ্গাধর নির্ব্বিরোধ লোক ছিলেন। এরূপ মিষ্টভাষী, সুরসিক এবং বন্ধুপ্রিয় লোক প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না।"

THE HINDOO PATRIOT.

Saturday, November 24th, 1894.

"Obituary :—We much regret to announce the death of Babu Gungadhar Chatterjea, late of Accountants' Department, Calcutta Municipal Office, which took place on Thursday morning last. The deceased who had retired on a well-earned pension was in indifferent health for some time and was nearly sixty years of age at his death. He was much liked and respected by those who knew him for his genial and amiable manners and for the excellent qualities of his heart. To the outside public he was best known and will be always remembered as the author of several Bengali works of merit. He was a born worshipper of the Muses and his songs which are

chiefly spiritual and patriotic were much appreciated. They were published in a collected form some time ago under the name of *Gitahar* and were fittingly dedicated to Dr. Mahendralal Sircar to whom the lamented deceased was much attached. He subsequently composed a large number of songs much liked by those who had an opportunity of hearing them sung. One of these was specially composed in honor of Lord Ripon on the memorable occasion of his departure from this country and His Lordship caused his Private Secretary to write an appreciative letter to the composer. Babu Gungadhar's labours were not in the field of music alone though music no doubt was his stronghold, and it was for his musical compositions that twice medals were awarded to him by the Hindu *mela* authorities. He was also a dramatic writer of note and his *Akai Ki Bolé Bangali Sahib* or "Is this a Bangali Sahib ?" which had a tremendous run in the Bengal Theatre when it was put on the stage and created a *furore* still fresh in people's minds. He composed another dramatic work *Tarabai* dealing with one of the most stirring chapters of Rajput history which also had a considerable run and is a work of high merit. To the bereaved family of the deceased we offer our sincere condolence. A remarkable coincidence about his death was that it took place exactly under the same astral influence as his birth."

REIS AND RAYYET.

November 24th, 1894.

"We are sorry to record the death of Babu Gungadhar Chatterjee which took place in the exact hour of midnight Wednesday last, the 21st instant. He had just completed his 59th year. He was not a man distinguished for wealth or social position. He was all his life a clerk and accountant. He had latterly served the Calcutta Municipality for over two and twenty years as assistant accountant, in which capacity he had earned the good opinions of his superiors, and from which he had to retire in 1891 on account of failing eye-sight. But though without any conventional distinction, he was a remarkable man in his way. He had a fine intelligence and wonderful memory which amply made up for the deficiency of his early education. He will be remembered for his songs. He could grasp and master a subject from slight hints. Like all true poets he had a keen appreciation of the beauties and grandeur of creation. His songs, descriptive of morning, mid-day, evening, night, the seasons, lightening, etc., are some of the most beautiful and elevating that have been composed in the Bengali language, the capabilities of which for the expression of high thoughts and exalted sentiments he may be said to have improved. Piety and patriotism breathe through every line he has written."

সূচী পত্র।

প্রথম দাম।

স্বভাব বর্ণন।

দ্বিতীয় দাম।

স্বদেশানুরাগ।

সূচী পত্র।

তৃতীয় দাম।

বিজ্ঞান-অনুশীলন।

সূচী পত্র।

চতুর্থ দাম।

মহৎ লোকের গুণকীর্ত্তন।

পঞ্চম দাম।

বিবেক ও পারমাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিষয়।

সূচী পত্র।

ষষ্ঠ দাম।

ঈশ্বর তত্ত্ব ভজন।

সূচী পত্র।

দেবী মাহাত্ম্য। শ্যামাবিষয়।

সূচী পত্র।

সপ্তম দাম।

বিবিধ বিষয়ক।

সূচী পত্র।

সূচী পত্র।

গীতহার।

প্রথম দাম

প্রভাত।

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

নয়ন জুড়াও মন, হেরে' প্রভাত শোভন।
প্রফুল্লাননা প্রকৃতি, হেরি' তরুণ তপন॥

ফুল কুল বিকসিত, সৌরভে করে মোহিত,
মৃদু মন্দ সঞ্চালিত, সুশীতল সমীরণ॥

আকাশে মেঘের গায়, সুবর্ণ ভূষণ প্রায়,
অরুণ কিরণ হায়, কি শোভা ধরে—
যতেক বিহগগণে, দিনমণি দরশনে,
করিয়ে মধুর গান, উল্লাসে করে ভ্রমণ॥

যতেক রাখালগণে, গাভী মেষাদি চারণে,
প্রান্তরে মাঠে কাননে, করিছে গমন—
কৃষক বৃষের সনে, ক্ষেত্র ভূমি করষণে,
যায় আনন্দিত মনে, হল করিয়া ধারণ॥

স্বভাব কি মনোলোভা, ধরিয়ে অপূর্ব্ব শোভা,
রচনা কৌশল যাঁর, দেয় পরিচয়—

মানসকুসুম ল'য়ে, প্রেম-চন্দন মাখায়ে,
চরণ কমলে তাঁ'র, আনন্দে কর' অর্পণ ॥

মধ্যাহ্ন।

রাগিণী মুলতানী—তাল চৌতাল।

মধ্যাহ্নে পূর্ণ জগৎ' হইল আলোকে,
পুঞ্জ পুঞ্জ করে দিবাকর, জ্যোতিঃ বিস্তার।

মহাবেগে আলোক হিল্লোল,
ভেদ করিয়ে মরুত মণ্ডল,
পরশে ভূতল সহ করে' ঘরষণ—
অনল তাপ উঠে তাহায়, সন্তাপে সংসার ॥

আতপে তাপিত হয়ে প্রাণিগণ,
শীতল ছায়াতে করে অবস্থান,
লুকায় গুহায় তমো, জাবনেরি ভয়ে—
সাগর তড়াগ যত জলাশয়,
হেরে প্রভাকরে সভয় হৃদয়,
কর রূপে করে দান বাষ্প নীহার ॥

ত্রিশিরা স্ফাটিকে ভানুর কিরণ,
হেরিয়ে বিজ্ঞানপ্রিয় জ্ঞানিগণ,
সোপান করিল লয়ে সপ্ত বরণ—

তাহার আশ্রয়ে করিয়ে দর্শন,
ভানুর দেহের অপূর্ব্ব গঠন,
নিরূপণ ক'রে তারা ক'র'ছে প্রচার ॥

যা' হ'তে হয়েছে আলোর সৃজন,
তাঁর কাছে চাহ জ্ঞান আলো মন,
প্রেমের স্ফটিক তাহে কর'হে যোজন—
হৃদয়-মন্দিরে পাবে দরশন,
মহাপ্রভাময় তাঁহার চরণ,
কিরণে বরিষে যার কৈবল্য অপার ॥

সন্ধ্যা।

রাগিণী পূরবী—তাল চৌতাল।

শেষ ভাগ হতে দিবার, তেজ ক্ষীণ হ'লো প্রভার,
হেরি সন্ধ্যা সমাগত, হ'লো ভানু অদর্শন।

রবির বিরহে হইয়ে দুঃখিত, কমল-কুসুম হইল মুদিত,
প্রফুল্লিত কুমুদিনী বিধুর উদয়ে—
দিবসেরই গ্রীষ্মতাপ ঘুচাইতে,
হিমজলরেণু মাখিয়ে অঙ্গেতে,
মৃদু মন্থর গমনে, বহে সন্ধ্যা সমীরণ ॥

পবন বহনে তরুবরগণ, শাখারূপ কর করিয়ে চালন,
ইঙ্গিতে বিহঙ্গ দলে করে আবাহন—

সঙ্কেত বুঝিয়া যত পক্ষিচয়,
নিজ নিজ নীড়ে দ্রুত গতি ধায়,
সুমধুর কলরবে, পূরিল তা'রা গগন ॥

দেখিতে দেখিতে শ্যামল বরণে,
তমোরাশি আসি, পূরিল গগনে,
হইল অবনীতল অন্ধকারময়—
ভাস্করের ভয়ে যত তারাগণ,
তস্করের প্রায় আছিল গোপন,
সন্ধ্যার হয়ে ভূষণ, দেয় তারা দরশন ॥

দিবা-নিশি দু'য়ে করিয়ে মিলন,
যে করিল মন সন্ধ্যার সৃজন,
চিন্তরে হৃদয়ে তাঁর শ্রীপদ কমল—
ভক্তি সুধা তাহে কররে সিঞ্চন,
সফল হইবে জনম জীবন,
জীবনেরি সায়ংকালে, ঘুচিবে পাপ-জ্বলন ॥

রজনী।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

মধুর যামিনী শোভা হেরিয়ে নয়ন।
রসনা বাসনা করে গাইতে প্রকৃতি গুণ ॥

তিমির নীল অম্বর, আচ্ছাদিত কলেবর,
অগণন তারাহার, হয়েছে অঙ্গ ভূষণ ॥

গ্রহ উপগ্রহগণ, নূপুরে যেন রতন,
ভ্রমণ কম্পনে তারা, বাজিছে মধুর—
হেরি ও রূপ মাধুরী, সাগরাদি যত বারি,
চিত্র লইবারে বুঝি, পেতেছে হৃদি দর্পণ ॥

সুখ চন্দ্রমার আলো, জগত করে উজ্জ্বল,
সুধার কিরণ ঢালি, ধুইছে ধরায়—
হেরি সে কৌমুদিরাশি, উল্লাসি জগতবাসী,
মাতিছে তাহে বিলাসি, যুবক যুবতীগণ ॥

শৃগালাদি নিশাচর, আনন্দে করে বিহার,
প্রকৃতির স্তুতি করে নিজ নিজ রবে—
যত তরুলতাগণে, যামিনার দরশনে,
পল্লব চালনে সবে, করে চামর ব্যজন ॥

দিবসেরি শ্রম দূর, করিবারে কি মধুর,
বিশ্রাম সুখদায়িনী, হয় যামিনী—
নিয়ম কৌশলে যাঁর, সৃজন হয়েছে তার,
তাঁহার চরণে কর, প্রেমাঞ্জলি অর্পণ ॥

শরৎ।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

শরতে স্বভাব শোভা, দর্শন করিয়ে, নয়ন জুড়ায়।
তৃণের মনোহর, বসনেতে কলেবর, ভূমাতা লুকায়॥
বিবিধ কুসুমরাশি, উদ্যানে, বনে শোভা পায়—
সৌরভরেণু চয়ন করিয়ে, বহে সমীরণ, প্রাণ জুড়ায়॥
(আকাশ নিরমল, তাহে সব তারাদল, জ্বলিছে কি হায়)
শীতল কিরণ ধারা, বসিয়ে নিশানাথ—
আলোকে করে ভূতল উজ্জ্বল, জ্যোতি স্রোতে যেন জগতে ধুয়ায়॥
যে জন শরৎ ঋতু, সৃজিয়ে জীবগণে, সুখ দেয়—
তাঁহারি গুণ অপার মহিমা, প্রেম রাগ তানে সদা মন গাও॥

হেমন্ত।

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

হইতে শরত শেষ, হেমন্ত এলো ভূতলে।
শীত আসিছে বলিয়ে, সম্বাদ দেয় সকলে॥
নিশির শিশির বাণ, নলিনীর বধে প্রাণ,
শোকে ভানু ম্রিয়মাণ, অগ্নি কোণে পড়ে ঢ’লে

দেখিয়ে দিবার হ্রাস, নিশার বাড়ে উল্লাস,
আলোকেরে উপহাস, করয়ে আঁধার—
হিমের ধূম-বসন, আচ্ছাদিল তারাগণ,
লাজে সুধাংশু বদন, ঢাকিল যেন অঞ্চলে ॥

তরুলতা শীর্ণকায়, ফুলকুল মৃত প্রায়,
নীরব মনোব্যথায়, রহে পিকবর—
মধু বিনা মধুকর, হয় তাপিত অন্তর,
মন দুখে ের জর, অদৃশ্য হয় সকলে ॥

হেরি উচ্চের পতন, নীচ প্রাণী হৃষ্টমন,
কাকের বাড়ে লাবণ্য, হেমন্ত কালেতে—
আনন্দ শ্যামা পোকার, পাখা উঠে পিপীলার,
নীহার মুকুতাহার, তৃণগণ পরে গলে ॥

হেমন্ত যাঁর আজ্ঞায়, শস্যে ধরণী পূরায়,
পাকায়ে ধান্য জীবেরে করে অন্নদান—
প্রেম রাগ তানে তাঁর, গাও গুণ অনিবার,
মনরে মন তোমার, সঁপো তাঁর পদতলে ॥

শীত।

রাগিণী রামকেলি—তাল কাওয়ালি।

শীতের প্রতাপ নয়ন! কর দরশন—
স্বভাব কি ভীষণ, রূপ করে ধারণ, ত্রাসিত অন্তরে
সর্ব্বজন ॥

বরফ সমান হয় হিমবারি, পরশে অঙ্গ অবশ হয়
সবারি,
শীতল পবন, বহে অনুক্ষণ, থর থর কাঁপে তায়
প্রাণিগণ ॥

শীতের প্রতাপে রবি তেজোহীন, ভয়ে সঙ্কুচিত
ছোট হয় দিন,
জননী কোলেতে, সদাই থাকিতে, বালক বালিকা
সযতন ॥

কুয়াসাজালে দিকে আচ্ছাদিল, নবোদিত ভানু
কিরণ ঢাকিল,
দূরদৃষ্টি হ্রাস, চূতমুকুল নাশ, শীর্ণ হয় সব তরুগণ ॥

কার্পাস রেসম পসম বসনে, সবে তনু ঢাকে শীত
নিবারণে,
নরনারী জনে, শয্যায় শয়নে, শীতের ভয় করে ভঞ্জন ॥

কপি কমলালেবু বেদানা আঙ্গুর, শিম কড়াইসুঁটি
মধুর খেজূর,
খাই শীতকালে, যাঁর কৃপা বলে, তাঁর গুণগানে
মজ মন ॥

বসন্ত।

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালি।

হেরিয়ে শোভা বসন্ত ঋতুর নয়ন জুড়ায়।
ঋতুরাজ কিবা মোহন ভূষায়, সুচারু ভূষিত করে ভূমাতায়,
বন-উপবন, উদ্যান-কানন, মরি কি শোভিত, কুসুম শোভায়॥

জড় সড় শীতে হয়ে প্রাণিগণ, ছিল যেন সবে শৃঙ্খলে বন্ধন,
বসন্ত আসিয়ে কৃপালু হৃদয়ে, প্রাণী সকলের বন্ধন ঘুচায়॥

আধ আধ শীতে গ্রীষ্ম মিলন, আহা মরি কিবা জুড়ায় জীবন,
মলয় পবন, হইছে বহন, উল্লাসত চিত সব জীব তায়॥

তরুলতাগণ নব পল্লবিত, নানা জাতি ফুল হ'লো বিকসিত,
সৌরভে মোহিত, করিছে জগত, ঝাঁকে ঝাঁকে অলি মধুপানে ধায়॥

কুহু কুহু রবে পিক করে গান, শ্রবণ জুড়ায় সে মধুর তান,

যুবক যুবতী, ভুঞ্জে সুখরতি, বিরহী তাপিত মন্মথ
জ্বালায়॥

বসন্তে মদনে করি উদ্দীপন, যে করে কৌশলে
প্রাণীর সৃজন,
প্রকৃতি পুরুষে, সুখ রতি রসে, যে মজায় মজ মন
তাঁ'রি পায়॥

গ্রীষ্ম।

রাগিণী টোরি—তাল কাওয়ালি।

ভীষণ প্রতাপ নয়ন। হেররে গ্রীষ্ম ঋতুর—
উগ্র কিবা মূরতি, ধারণ করে প্রকৃতি,
দর্শনে ভীত সর্ব্বজন॥

অগ্নি ধারা প্রায়, প্রখর আতপ,
বরিষণ করয়ে তপন—
শোষণ তাহে করে ধরাতল, জলাশয় নির্জীবন॥

মরুভূমিময়ে, বালুকা উত্তাপে, অনিল অনল সম
হয়—
প্রবল বেগে, বহে চারি দিকে, জীবগণে করে
দাহন॥

নীরস নিস্তেজ, তরুলতাগণ, তৃষাতুর হয় প্রাণী
সবে—
কাতর স্বরে, ডাকে জলধরে, চাতকিনী করি
রোদন ॥
ভানুর কিরণ, লাগিয়ে বালিতে, জলভ্রম হয়
দূরেতে—
তৃষিত যত, হয় প্রতারিত, মরীচিকা করি দর্শন ॥
পশু পক্ষী নর, তাপিত অন্তর, কলেবর সিক্ত স্বেদ
জলে—
শীতল জল, হিমছায়াতল, বিনা নাহি রয় জীবন ॥
গ্রীষ্ম ঋতুর, সৃজন করিয়ে, চূত ফলে সুধা সঞ্চারে
যে—
তাঁহারি প্রেম, সুধাসিন্ধুনীর, পানে হও মন মগন ॥

বর্ষা।

রাগিণী মল্লার—তাল কাওয়ালি।

হের বরিষা ঋতুর শোভন। নয়ন—
মনোহর রূপ কিবা, প্রকৃতি করে ধারণ ॥
নভোমণ্ডলে কিবা, জলদের জাল,
কজ্জল রূপ ধরি, বিস্তারে বিশাল—
চমকে চপলা দাম, আহা মরি কি সুঠাম,
হাসিছে শ্যামাঙ্গী যেন, প্রকাশ করি দশন

ঘন ঘন ঘন করে, গভীর গর্জ্জন,
ভীষণ নিনাদে তার, পূরিল গগন—
করি রব সন সন, বহিছে বেগে পবন,
ঝর ঝর রবে হয়, বারি ধারা বরিষণ ॥

পূরে সব জলাশয়, রসিল ভূতল,
স্রোতস্বতী বেগবতী, হইল সকল—
কুলু কুলু রব করি, পড়িছে সাগরোপরি,
পতি সহ সতী যেন, করে প্রেম আলিঙ্গন ॥

হরিত বরণে কিবা তরুলতাগণ,
মনোহর রূপ ধরি জুড়ায় নয়ন,
পবনেরি হিল্লোলে, ধান্য তৃণ হেলে দোলে,
মরকত জলে যেন তরঙ্গমালা ভূষণ ॥

ময়ূর ময়ূরী কিবা পর্ব্বত উপরি,
আনন্দে নাচিছে সবে কলাপ বিস্তারি,
চাতক তৃষা মিটায়, ভেকগণে গীত গায়,
স্মরিয়ে মঙ্গলময় বরষার বরিষণ ॥

বরষায় শস্যবত করি ভূমাতারে,
যে করে আহার দান সকল জীবেরে,
ভকতি তানেতে তাঁর, গাও গুণ অনিবার,
তাঁ'র প্রেমসুধাপানে, মজ'রে চাতক মন ॥

অসীম বিশ্বরাজ্য বিষয়ক চিন্তা।

রাগিণী পরজ—তাল আড়া।

কে পারে বলনা মন করিতে এই,
অসীম বিশ্বরাজ্যের পরিসীমা ॥

কত যে তারা তপন, কত ধূমকেতু,
গ্রহগণ শশী সহিত, ভ্রমিছে, কে পারে গণিতে।

পলকে আলো ভ্রমণ, করি লক্ষ ক্রোশ,
নাহি পায় শেষ দেখিতে, বিশ্বেরি, যুগ যুগ যুগেতে॥

প্রপঞ্চ হতে সৃজন, করি জড় ভূত,
তাহাতে জীবন চেতনা, দিল যে, মন তাঁরে জানিতে॥

এই যে মহান বিস্তৃত, জগত কল্পনা,
যে করিল তাঁর অপার মহিমা, কেবা পারে গাইতে॥

হিমালয়।

রাগিণী মুলতানী—তাল চৌতাল ধ্রুপদ।

তুমি হে অচল-রাজ হিমগিরি।
ভারত উত্তরে করিছ বিরাজ মহাকায় বিস্তারি॥
তোমারি বিপুল বপুর সমান,
ধরা মাঝে আর না হয় দরশন,

ব্যাপিয়ে রয়েছে কত যে যোজন, বর্ণিতে না পারি ॥

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহীরুহগণ,
ঘেরিয়ে রয়েছে তোমার চরণ,
কটিদেশ সুশোভিত কানন বসনে
নানা জাতি তরুলতা গুল্ম তৃণ,
ফল মূল কন্দ বিবিধ প্রসূন,
শোভিছে হইয়ে অপূর্ব্ব ভূষণ, অঙ্গেতে তোমারি ॥

তোমারি উন্নত শিখর নিকর,
ভেদ করিয়ে মেঘ উচ্চতর,
গগনেরি মানদণ্ড রূপে শোভা পায়
নির্ম্মল ধবল উজ্জ্বল তুষার,
মুকুট মণ্ডিত মস্তকে তোমার,
অরুণ কিরণে ঝকিছে অপার, হেম ছটা তারি ॥

আতপ উত্তাপে তুষার গলিয়ে,
সানুদেশ হ'তে পড়িছে বহিয়ে,
নির্ঝর প্রপাত কত ঝর ঝর রবে—
তাহাতে উদ্ভবা কত স্রোতস্বতী, জাহ্নবী,
যমুনা সিন্ধু ঐরাবতী,
ধাইছে সাগরে হ'য়ে বেগবতী, কল নিনাদি বারি ॥

তোমারি উজ্জ্বল উচ্চ শৃঙ্গদল,
হেরিলে মানস হয় নিরমল,
পুরাকালে ঋষিকুল যোগিমুনিগণ—

তোমারি পবিত্র আশ্রম ভবনে,
বাস করিত তপ আচরণে,
উজ্জ্বল করিত ভারত ভুবনে, জ্ঞান আলো প্রচারি ॥
মনোহর তব কৈলাস কানন,
শোভন করয়ে নয়ন মোহন
প্রকৃতি সুন্দরী স্বয়ং অবতীর্ণা তায়—
কুসুম ভূষণে হইয়ে রঞ্জিত,
আনন্দে নয়ন করিয়ে মুদিত,
রহেছেন বুঝি ধ্যানে নিরত বিশ্ব বিধাতারি ॥
দেখাও দেখাও ওহে হিমগিরি,
কোথায় তোমার অলকাপুরী,
গন্ধর্ব্ব কিন্নরী কোথা অপ্সরা সুন্দরী—
দেখিব দেখিব ভরিয়া নয়ন,
কোথা হরগৌরী শান্তিনিকেতন,
পূজিব দোহারি যুগল চরণ দিয়ে ভক্তি বারি ॥
যাঁহার অনন্ত মহিমা প্রভায়,
অখিল জগত বিশ্বদীপ্তি পায়,
তাঁহারি ভজনে শিক্ষা দেহ হিমাচল—
তোমারি সমান অচল হইয়ে,
আজীবন কাল নির্ম্মল হৃদয়ে
ধ্যান করিব প্রেমেতে মজিয়ে চরণ তাঁহারি ॥

হরিদ্বার।

রাগিণী মূলতানী—তাল কাওয়ালী।

হরিদ্বারে গঙ্গাস্নানে জুড়ায় জীবন।
পর্ব্বত কানন শোভা হেরে মোহিত নয়ন॥

নিরমল নীল জল নিনাদে কল কল,
নির্ভয়ে বিচরে নারে মীন দলে দল,
পরপারে গিরি শিরে, চণ্ডীর মন্দির হেরে,
গভীর ধরম ভাবে মানস হয় মগন॥

ব্রহ্মকুণ্ড কুশাবর্ত্ত পুণ্যতীর্থ কত,
কনখলে দক্ষেশ্বর শিব বিরাজিত,
হৃষীকেশ তপোবন যোগ আশ্রম ভবন,
গিরি গুহায় মন্দিরে বাস করে সাধুগণ॥

দুরগম লছমন ঝোলা অতিক্রমে,
যায় সবে কেদারনাথ বদ্রিকা আশ্রমে,
সোমাদ্রি শিখর হ'তে গঙ্গোত্রি গোমুখি পথে,
পতিত পাবনী গঙ্গা ভূতলে হয় পতন॥

বঙ্গোপসাগরে ঝটিকা।

সহস্রাধিক যাত্রীর সহিত "সার্ জন লরেন্স" নামক বাষ্পীয় পোতের জলমগ্ন হওন।

রাগিণী মল্লার অথবা মুলতানী—তাল কাওয়ালী।

বঙ্গ উপসাগরে ঝটিকা ভীষণ
উঠিয়া বিপুল বেগে সাগরে করে মন্থন॥

তুলিল তরঙ্গমালা পর্ব্বত সমান,
পরস্পরে প্রতিঘাতে গরজে মহান,
তাহাতে ধবল রাশি, উঠে ফেণা রাশি রাশি,
সচল অচলে যেন তুষারেরি আবরণ॥

ঘোর রবে ঘূর্ণবায়ু সাগরে আছাড়ে,
গর্জ্জিয়ে অনন্ত ঢেউ হুহুঙ্কার ছাড়ে,
উভয়েরি ঘোরতর রব মিলে ভয়ঙ্কর,
ভীমনাদে দিক্ পূরে বধির হয় শ্রবণ॥

প্রবল বেগ বলেতে মরুত মাতিয়ে,
তূলাসম ফেণারাশি দেয় উড়াইয়ে,
সাগরে নভোমণ্ডলে, একাকার ফেণাজালে,
আকাশে পাথারে মিলে, হইল এক বরণ॥

এমন সঙ্কটে হইয়ে অসাবধান,
লরেন্সেরি কর্ণধার দুঃসাহসী অজ্ঞান,
বিজ্ঞানেরি বারণ, না মানি করে নিধন,
অকাল মরণে কত শত তীর্থযাত্রিগণ॥

হায়! কি বিষম দুখ হৃদয় বিদরে,
বঙ্গেরি অবলা নারী হায় কি হাহাকারে,
কাতর ঘোর রোদনে, ফাটায়ে দূর গগনে,
ত্যজিল সাগরজলে কত যাতনায় জীবন ॥

হায় কি অপার স্নেহ জননী অন্তরে,
বাঁচাতে সন্তান-প্রাণ প্রাণপণ করে,
সম্মুখ বিপদ হতে সন্তানেরে উদ্ধারিতে,
হৃদয় মাঝারে তারে আঁটিয়া করে বন্ধন ॥

কত পরিবার শোকে করে হাহাকার,
শূন্য গৃহ মরুভূমি হইল কাহার,
কেহ পিতা মাতা শোকে করাঘাত করে বুকে,
কেহবা জায়ার শোকে কাতরে করে রোদন ॥

হিন্দুর ধরম তৃষা এত বলবান,
যাইতে দুর্গম তীর্থে তুচ্ছ করে প্রাণ।
কবে সর্ব্বত্র সমান জানি ব্রহ্ম বিদ্যমান,
তীর্থ দরশনে আর রহিবে না প্রয়োজন ॥

জগন্নাথ জগবন্ধু অনাথেরি ত্রাণ,
তোমার লাগিয়ে যারা হারাইল প্রাণ,
দিবে কি করুণা করে, সেই ভকতগণেরে,
নিত্য সুখময় তব শ্রীচরণ দরশন ॥

দ্বিতীয় দাম।

স্বদেশানুরাগ।

কন্‌গ্রেস।

অর্থাৎ ভারতীয় উন্নতি সাধনে ভারতবাসীদিগের প্রতি উক্তি।
রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালি।

শুনিবে কি কথা ভাই সবে দু'টা বলিহে আদরে।

ভারতবাসী যাতে গৌরব পায়,
প্রাণপণে তারি কর উপায়,
ভারত মাতার হীনতা মোচনে,
প্রাণে প্রাণে বাঁধ সবে ঐক্য ডোরে॥

হিন্দুস্থানবাসী হিন্দু মুসলমান,
দেশেরি মঙ্গলে মিলে হও এক প্রাণ,—
জড় লৌহেরি পরমাণুগণ,
আকর্ষণে বাঁধে যেমন পরস্পরে॥

শৌর্য্যবান হও বীর্য্য বিস্তার,
দেশ জুড়ে কর জ্ঞান প্রচার,
বিদ্যারি প্রভাবে, ভীরুতা হরিবে,
বীর তেজ পাবে সবে জ্ঞান জোরে॥

কৃষিকার্য্য আর শিল্প বিদ্যার,
উন্নতি সাধনে হও তৎপর,
বাণিজ্যে, বিজ্ঞানে, ভূগর্ভধনার্জ্জনে,
নিপুণতা লভ' সবে যত্ন করে॥

ব্যায়াম সাধিয়ে হও বলবান,
অভ্যাস কর অস্ত্র সন্ধান,
সমরে শার্দ্দূল বধিয়ে বিপুল,
সাহস বাড়াও বনে মৃগয়া করে ॥

আত্মনির্ভর রূপ অমূল্য রতন,
উপার্জ্জনে তারি কর যতন,
দারিদ্র্য, দীনতা, পর অধীনতা,
ঘুচিবে সকল দুখ আত্ম নির্ভরে ॥

হিন্দুস্থান সম ধনেরি আকর,
ধরাতলে নাহি দেশ অপর,
জন্মিয়ে সে দেশে, ঘুমাও অলসে,
হায় তব ধন লয়ে যায় পরে ॥

উদ্দীপনা।

সম্রাট আকবরের আক্রমণ হইতে হিন্দু স্বাধীনতা রক্ষা
করিবার জন্য হিন্দু জাতির প্রতি উদয়পুরের
রাজকুলতিলক রাণা প্রতাপ সিংহের
আক্ষেপ উক্তি।

রাগিণী টোড়ি—তাল কাওয়ালি।

জাগ' জাগ' প্রিয় দেশবাসিগণ।
বিস্তীর্ণ ভারতে যথা আছ যে জন,
কর স্বদেশেরি দুখেরি মোচন ॥

জননী ভারত, কাঁদি অবিরত,
কহিছে সন্তানগণে বিনয় করিয়ে কত,
ঘুচাও যাতনা দাসাত্ব পীড়ন ॥

গত স্বাধীনতা মান, হত ধন জ্ঞান,
কীর্ত্তি গৌরব দীপ হয়েছে নির্ব্বাণ,
শোকেতে ম্রিয়মাণ ভারত আনন ॥

জনম ভূমির দুর্দ্দশা নয়নে,
আর্য্য বংশ হয়ে হের'হে কেমনে,
পূর্ব্ব পুরুষগণে হয় কি স্মরণ ?

হায় কি পাপের ফলে ভারতে এখন,
বল বীর্য্য হীন হলো হিন্দুগণ,
ঐক্যেরি বন্ধন কে করিল ছেদন ॥

হিন্দুর গৌরব জানকী উদ্ধারিতে,
আর কি ল'বে পুন জনম ভারতে,
শৌর্য্য বীর্য্য রূপ শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥

পুন কি ভারতে দুষ্টেরি দমন,
যদুনাথ করি জনম গ্রহণ,
অত্যাচারী কংসে করিবে নিধন ?

দুর্য্যোধন রূপ অপহারী খলে,
প্রহারিতে গদা মহা বাহুবলে,
আর কি হিন্দুকুলে হবে ভীমসেন ?

ধীরতায় বীরতায় উজ্জ্বল ভারত,
করিতে হবে কি পুন হিন্দুকুলে জাত,
গঙ্গাদেবী সুত ভীষ্ম মহাজন ?
যে একতা রূপ শক্তির সাধনে,
দলিল দানব দলে দেব দেবীগণে,
তাহারি পূজনে ধাও হিন্দুগণ ॥

পুরুষার্থ উপার্জ্জনে স্বদেশবাসিগণের প্রতি উক্তি।

রাগিণী মল্লার—তাল কাওয়ালি।

প্রিয় ভারত জাত ভ্রাতৃগণ।
সঘনে যতনে কর বীরত্ব সাধন ॥

হিন্দুর নাম বিস্তার মহীতলে,
করিতে হও অগ্রসর—
স্বাধীনতা ধন মান প্রতাপ বর্দ্ধনে,
স্বধর্ম্ম রক্ষণে আর সত্যের পালনে,
কু-আচার দমনে, দেশহিত সাধনে,
করহে পণ জীবন ॥
দেশ বিদেশ ভ্রমণ পরায়ণ,
হইয়ে হের নৃ-সমাজে—

শৌর্য্য বীর্য্যবল, সমর কৌশল,
যতরূপ বিদ্যা ধরে ধরাতল,
জননী ভারতে, আনিয়ে সকলের,
করহে বীজ বপন

শার্দ্দূল প্রায় বিশাল বলাকর হও হে,
ব্যায়াম সাধিয়ে—
ভ্রমরূপ তমো নাশ জ্ঞান আলো জ্বেলে,
শ্রম কৃপাণে ছেদ' আলস্য শৃঙ্খলে,
ভয় নাশ কর, সাহস গুরুতর, বর্দ্ধনে কর যতন॥

লক্ষ্মণ রাম বীরেশ ভীমার্জ্জুন রণজিৎ,
প্রতাপ শিবজী—
ভারতের বীরগণে স্মরণ করিয়ে,
বীর ধর্ম্মেতে ব্রতী হও বীরগণে,
প্রিয় জন্মভূমির গৌরব সাধনেতে,
করোনা ভয় মরণ॥

ব্রিটেনীজাত বিক্রম বিশারদ
পণ্ডিত সভ্য জাতিরে—
সভ্যতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়ে,
কৃতজ্ঞতা মান উপহার দিয়ে,
সভ্যতা সুনীতি বীরত্ব প্রভৃতির,
উপদেশ কর গ্রহণ॥

বীরত্ব উপার্জ্জনের চেষ্টায় স্বদেশবাসী-দিগের প্রতি উক্তি।

রাগিণী পূরবী—তাল কাওয়ালী।

ভাই সবে সাধ' বীর হইতে।
বুদ্ধি বল সাহস বাড়াইতে॥

ব্যায়াম সাধনে, ঘোটক আরোহণে,
শিক্ষা কর কেহ মৃগয়া করিতে॥

জ্ঞান উপার্জ্জনে, প্রবেশ' হে কাননে,
উঠ উচ্চতর ভূধর শৃঙ্গেতে॥

সাগর তরিতে, সুনাবিক হইতে,
শিখ কেহ কেহ আকাশে ভ্রমিতে॥

সমর বিজ্ঞান, করহে অধ্যয়ন,
আত্মরক্ষা ধর্ম্ম রক্ষণ করিতে॥

বঙ্গবাসী জন, সাহস উপার্জ্জন,
কর সবে ভীরুবাদ ঘুচাইতে॥

গ'

রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গগন পর্য্যটন।

রাগিণী লুম-ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

করহে প্রিয় বঙ্গবাসী মঙ্গলাচরণ।
রামচন্দ্র চট্টেরি বীরত্ব করি দর্শন॥

অতুল সাহসে করিয়ে ভর,
উঠিল ব্যোমযান উপর,
সুদূর গগন প্রান্তে করিতে পর্য্যটন॥

স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে,
শৌর্য্যে বীর্য্যে পুরুষার্থে,
করে যেই আকিঞ্চন ধন্য ধন্য সেজন॥

আকাশ ভ্রমণে, সাগর তরণে,
দুর্গম পর্ব্বত চূড়া আরোহণে,
বঙ্গেরি যুবকগণে হও সবে নিপুণ॥

বাঙ্গালি এখন পাইবে মান,
উড়িবে কীর্ত্তির নিশান,
ভীরুতা কলঙ্ক তায় হইল হে ভঞ্জন॥

কীর্ত্তির সদনে ভয় বিসর্জ্জন,
করিবে বঙ্গীয় যুবক যখন,
আর্য্যেরি গৌরবতপন তখন, উদিবে বঙ্গে পুন॥

হিন্দু-সঙ্গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালি।

প্রিয় দেশবাসী প্রিয় ভ্রাতৃগণ।
হিন্দু সঙ্গীতেরি পুন কর উন্নতি সাধন ॥

ভারতের অমূল্য ধন হিন্দু সঙ্গীত রতন,
তাচ্ছিল্য করে হরণ, ক্ষোভানলে দহে মন ॥

প্রিয় ভারত সঙ্গীত, মনোহর সুললিত,
শ্রবণে জুড়ায় চিত, জগতে করে মোহন ॥

সঙ্গীত মোহন গুণে, বশ করে সর্ব্বজনে,
নানা রস উদ্ভাবনে, অঘটন করে ঘটন ॥

শোকীর সন্তাপ হরে, দয়ালু করে নিষ্ঠুরে,
ভীরুর অন্তরে বীরতেজ, করে উদ্দীপন ॥

বঙ্গের সাহিত্যকানন।

রাগিণী বাহার—তাল খেমটা।

("আয় আয় মকর গঙ্গাজল" গানের সুর)

হেরে জুড়ায় নয়ন।
বঙ্গেরি সাহিত্য কাব্যকুসুম কানন ॥

ফুটিল মধু কমল, কি শোভা কি পরিমল,
হেম পারিজাত ফুল করে মনোমোহন—
করে মনোমোহন গো এরা মানস রঞ্জন,
রূপে গুণে আলো করে সাহিত্য কানন ॥

বঙ্কিম গোলাপফুলে, হেরে আঁখি যায় ভুলে,
সুবাস যার উথলে তোষে সর্ব্বজন—
তোষে সর্ব্বজন গো তোসে বাঙ্গালার মন,
সুরভি আঘ্রাণে করে মানস মোহন ॥

অপরাজিতার প্রায়, দীনবন্ধু নীলিমায়,
কি শোভা ধরেছে হায় নালেরি বরণ—
নীলেরি বরণ গো তার নীলদর্পণ,
হেরে লাজে মরে কত নীলকরগণ ॥

অক্ষয় চম্পক ফুটে, অক্ষয় সুবাস ছুটে,
সকলের কাছে লুটে আদর যতন—
আদর যতন প্রেম প্রিয় সম্ভাষণ,
কে না করে চম্পকেরে গাঢ় আলিঙ্গন ॥

বঙ্গেরি কাব্যকাননে, আর যে কত সুজনে,
সুগন্ধ কুসুম সনে, হয় গো তুলন—
হয় গো তুলন তারা ফুলেরি মতন,
হেরি আহ্লাদেতে করি মঙ্গলাচরণ ॥

স্বাধীনতা।

সখীর প্রতি বেদনোরের রাজদুহিতা

তারা বাইয়ের উক্তি।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

সখি ধন্য সে জন।
স্বজাতি গৌরব যেই করে উদ্দীপন॥

স্বদেশেরি অপমান, ঘুচাতে যে সঁপে প্রাণ,
মানবে সেই প্রধান পুরুষ রতন॥

স্বাধীনতা মহাধন, হারাইয়ে যেইজন,
শোকে সুখভোগ—সাধ করে বিসর্জ্জন—
ধন্য সে নরেরি সার, প্রাণাবধি পণ যার,
করিতে পুনরুদ্ধার সেই হারা ধন॥

দ্বারকানাথ মিত্রের শোকে বঙ্গভূমির বিলাপ।

রাগিণী মুলতানী—তাল আড়া।

বিনা'য়ে বঙ্গজননী কাঁদিছে কাতর স্বরে।
দ্বারকানাথেরি শোকে, ব্যাকুল হয়ে অন্তরে॥

কেন নির্দ্দয় শমন, বাংলার গৌরবতপন,
অকালে ঢাকিলি আসি, মৃত্যু মেঘাচ্ছন্ন করে ॥

হায় !
কে আর তেমন করি, বিচার আসনোপরি,
বসিবে উজ্জ্বল করি, সত্যেরি সন্ধানে—
নির্ভয়ে তেমন আর, কে করিবে সুবিচার,
মাপিয়ে সত্যেরি ভার, ন্যায়ভূলা ধরি করে ॥

হায় !
সৌহার্দ্য উদার গুণে, আদরেরি সম্ভাষণে,
কে আর বান্ধবগণে তুষিবে তেমনি—
জ্বালিয়ে বুদ্ধির আলো, দেশেরি মুখ উজ্জ্বল,
কে আর তেমন বল, করিবে বঙ্গ ভিতরে ॥

৺রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর।

রাগিণী গৌরী—তাল একতালা।

হিন্দু হিতৈষী কে আর, দেশের মাঝার।
কৃষ্ণদাস বিনা আর, কে ছিল বাংলার ॥

হরিশ আসন করিয়ে উজ্জ্বল,
সতত সাধিল দেশেরি মঙ্গল,
বিদ্যা বুদ্ধি বল, বিচার কৌশল,
মরি কি গভীর তার,
সে বিনা বাংলার ॥

রাজ অত্যাচার, কুবিধি প্রচার,
যাহাতে অনিষ্ট হয় গো প্রজার,
নিবারণ তার করিল যাহার
অমোঘ লেখনী ধার
লেখনী কৃপাণ ধার ॥

হিন্দুর ধরম মান স্বাধীনতা,
জাতি ব্যবহার সুনীতি সুপ্রথা,
রক্ষণ করিতে অন্তরেতে সদা,
জাগিত যতন যার,
সে বিনা বাংলার ॥

ব্রটেনির প্রতি ভারতভূমির উক্তি।

রাগিণী কালেংড়া—তাল আড়া।

ছিলো গো ব্রিটেনি আমার সে কালে একদিন
ভেবোনা হেরে আমায় চির এম্নি হীন—
প্রাচীনা হয়েছি এবে, শোকে হয়েছি মলিন ॥

তোমারি শৈশব কাল উদয়েরি আগে,
রূপে আলো করে ছিলাম ধরা পূর্ব্ব ভাগে—
সে রূপ সৌন্দর্য্য রাশি, দেখিত সকলে আসি,
মিসর গ্রীস বাসী, সুসভ্য প্রাচীন ॥

ছিল গো সন্তান মোর, সবে মহাজন,
কবি বীর চূড়ামনি, জ্ঞানী সাধুগণ—

সৌভাগ্য সুখ আগার, নানা রতন ভাণ্ডার,
ছিলেম গো মহী মাঝার, হইয়ে স্বাধীন ॥

সৌভাগ্য তপন যবে গেল অস্তাচল,
গৃহ বিবাদ রোগেতে, হলেম গো দুর্ব্বল—
আসিল সুযোগ পেয়ে নিষ্ঠুর যবন ধেয়ে,
লইল সব লুটিয়ে, করিল শ্রীহীন ॥

ধন্য গো ব্রিটেনি ভূমি অবনী মাঝার,
যবন পীড়ন জ্বালা নিভালে আমার—
বাড়ো যশে পুণ্যে জ্ঞানে, ধনে রণে সুখে মানে,
চাহি এ অধিনী পানে, দিও গো সুদিন ॥

তৃতীয় দাম

বিজ্ঞান-অনুশীলন।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান শিক্ষালয়।

রাগিণী পরোজ—তাল আড়া।

বিজ্ঞান সাধনে হও আগুয়ান।
উৎসাহ যতনে প্রিয় ভারত সন্তান ॥

জন্মভূমি সমুজ্জ্বল, মনুষ্য নাম সফল,
হয় তার করে যেই, জ্ঞান অনুষ্ঠান ॥

পুরাকালে ঋষিগণ, ভাস্করাদি মহাজন,
জ্ঞানালোকে করে ছিল দীপ্ত হিন্দুস্থান ॥

শৌর্য্য বুদ্ধি ধন বল, একত্রে লয়ে সকল,
কর মাতা প্রকৃতির নিয়ম সন্ধান ॥

হিন্দুর যশঃ সৌরভে, ধরা আমোদিত হবে,
ভারত জননী পুন, পাইবেন মান ॥

ফাদার লাফোঁ।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

চল ভাই সবে, বিজ্ঞান আলয়ে যাই,
জ্ঞান মন্দিরে যাই।
জ্ঞান সুধাপানে, জ্ঞান পিপাসা মিটাই ॥
বিস্তারে বিজ্ঞান জ্যোতি, পাদ্রি লাফোঁ মহামতি,
তাহার কিরণে মন, আঁধার ঘুচাই ॥

স্বভাব গূঢ় নিয়ম, প্রকাশে তার মরম,
হেরি যার কারিকুরি, বলিহারি যাই—
পদার্থ শক্তির সনে, পরস্পরের মিলনে,
হয় কত লীলা ভেবে শেষ নাহি পাই ॥

অনন্ত আকাশময়, বিবিধ ভূত-নিচয়,
যে করিল সঞ্চয় অদ্ভুত বলে—
আকর্ষণেরি বন্ধনে বাঁধি পরমাণুগণে,
বিশ্বছবি যে আঁকিল তাঁর গুণ গাই ॥

তড়িৎ।

রাগিণী মল্লার—তাল কাওয়ালী।

কি অপরূপ রূপ সৌদামিনী।
ক্ষণপ্রভা অঙ্গআভা, নয়ন বিমোহিনী।—
(জলদনিবাসিনি ॥)

তেজোবতী বেগবতী, চপলা চঞ্চলা অতি,
মনের অধিক দ্রুত গামিনী—
হয়ে তুমি স্রোতস্বতী, জীবদেহে কর স্থিতি,
তুমি গো অদ্ভুত শক্তি, জীবের জীবনী ॥

তুমি বরষার মূল, পাল' তুমি জীবকুল,
জগত জনের হিতসাধিনী—
পলকে দিগ্‌দিগন্তে ধাও তুমি তার-পথে,
হয়ে জনসমাজের বারতা বাহিনী ॥

বিজ্ঞান আলোকে হেরি, তব গুণ স্বভাবেরি,
মরম প্রকাশে যে জ্ঞানিগণে—

ধন্য সে সকল জন, পূজ্য এই ত্রিভুবন,
হলে গো যাদের তুমি, আজ্ঞার অধীনী ॥

করিয়ে কত যতন, মেলিয়ে জ্ঞান নয়ন,
হেরিয়ে তোমায় ভেক শরীরে—
জীবদেহে তব বাস, করি জগতে প্রকাশ,
হইল এ মর্ত্ত্যলোকে, অমর গাল্‌ভ্যানি ॥

তামা লোহা পিতলাদি যত ধাতু নীচ জাতি,
ধরে হেমকান্তি তব বলেতে—
তুমি গর্ব্ভে জাত যার, না জানি মহিমা তার,
আছে কি জগতে আর, তেমন কামিনী ॥

প্রোফেসর পাল্‌মিরি।*

রাগিণী টোড়ি—তাল কাওয়ালি।

অদ্ভুত বীরত্ব না যায় বর্ণনে।
ধীর গভীর পালমীর মহামনে,
প্রকাশ করিল বিজ্ঞান সাধনে ॥

---

* পাল্‌মিরি একজন ইটালীদেশীয় বিখ্যাত বিজ্ঞানবেত্তা। ইনি বিজ্ঞানবলে ভিসুভিয়স পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত হইবার এক বৎসর পূর্ব্বে উহা গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন; এবং সেই ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাতের সময় নিজের জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়া বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতি সাধান মানসে সেই পর্ব্বতোপরি অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

আগ্নেয় গিরিবর, ভিসুভিয়স পর,
রহিল অটল মনে সাহসে করি ভর,
দেখিতে ঘোরতর অনল প্লাবনে ॥

পর্ব্বত গহ্বর হতে ভয়ঙ্কর,
অগ্নি ধূমরাশি জ্বলন্ত প্রস্তর,
প্রলয় গরজনে ছুটিছে গগনে ॥

দ্রবীভূত ধাতু প্রস্তর নিকর,
অনলে গলিয়ে স্রোত বহে নিরন্তর,
দাহন করে তায় নগরে কাননে ॥

থর থর ঘন ঘন মেদিনী কাঁপিছে,
গিরি বিদীর্ণ করি অনল ঝাঁপিছে,
ফাটিছে ভূধর গভীর গরজনে ॥

কালান্তক রূপ অনল প্লাবনে,
হেরি ভয়াকুল হয় সর্ব্বজনে,
দূরে পলায়নে বাঁচায় জীবনে ॥

এমন ভীষণ সঙ্কটে যে জন,
মরণে অভয় মন, করে দরশন,
কোপন স্বভাবে, ধন্য সেই জনে ॥

বিজ্ঞান সাধনে এমন সাহস,
যবে হিন্দুজাতি করিবে প্রকাশ,
ভারত উজ্জ্বল হবে সেই দিনে ॥

শুক্রগ্রহে জলীয় বাষ্পের আবিষ্কার।

রাগিণী বেহাগ--তাল আড়া।

সাধিছে বিজ্ঞান বলে কি অদ্ভুত ব্যাপার।
শুক্রগ্রহে আছে বারি হইল প্রকাশ তার॥

আকাশের তারাগণ, কতদূর কিসে গঠন,
জ্ঞানবলে জ্ঞানিগণ, করিছে তার প্রচার॥

আলোর সপ্ত বরণে, হেরিলে দূরবীক্ষণে,
তাহে সূক্ষ্ম রেখামালা হয় দরশন—
বুঝিয়ে বিজ্ঞান বলে, সে রেখার মর্ম্ম কৌশলে,
কি আছে ভানুমণ্ডলে, করিছে তার আবিষ্কার॥

এবে হয় অনুমান, আছে জীব বাসস্থান,
ধরা ভিন্ন বিশ্ব মাঝে অনন্ত প্রকার—
হবে কি কস্মিন কালে, বিজ্ঞান সাধনবলে,
বিবিধ জগতবাসীর পরস্পরে সাক্ষাৎকার॥

চতুর্থ দাম।

মহৎ লোকের গুণকীর্ত্তন।

মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উপলক্ষে মঙ্গলাচরণ।

রাগিণী লুম—তাল কাওয়ালি।

গাও ভারত সন্তান সবে ধরি একতান।
ভারতেশ্বরী কল্যাণে মঙ্গল গান॥

সুরাজ আর এমন, দেখিনাই কারো কখন,
যে রাজ্যেতে নিরাপদে থাকে ধন প্রাণ॥

মরি কি রাজনীতি, করে কত উন্নতি,
(দেশে) শিক্ষার প্রবাহ্ ছুটে বিতরে বিজ্ঞান।
(সবে দেয় জ্ঞান)॥

বিজ্ঞানের বলে কত, দেবতা হয় বশীভূত,
চপলা বারতা বহে, বায়ু ব্যোমযান॥

বহ্নি বরুণ মিলে, জলে স্থলে যান চলে,
ভানুর কিরণ করে চিত্র নির্ম্মাণ॥

অর্দ্ধশত বৎসর সুরাজ শাসন যার,
উজলে ভারতোপর শশির সমান॥

ও যে
স্নেহে মাতৃ সমান করিছে প্রজা পালন,
চিরজীবী করুন তারে করুণা নিধান ॥

যুবরাজ প্রীন্স অব্‌ ওয়েল্‌সের আগমনে মঙ্গলাচরণ।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

জয় ভিক্‌টোরিয়া মহারাণী কুমার।
ইংলণ্ডের রাজমুকুট শোভিবে শিরে তোমার ॥

তব শুভ আগমনে, সুবিস্তীর্ণ হিন্দুস্থানে,
উৎসবে করিছে পূর্ণ, সকলে নিজ আগার ॥

ইংলণ্ডের শাসনাধীন, হয়েছে ভারত যে দিন,
সে অবধি কভু না হয়, রাজ দরশন—
মরি কি আজ শুভ দিন, অসীম আনন্দের দিন,
তব দরশনে ভাসে ভারত সুখে অপার ॥

পিতৃস্নেহেরি নয়নে, হের ভারতবাসিগণে,
তুমি হে হিন্দুস্থানের ভাবী সম্রাট—
রাখিও রাখিও মনে, বসবে যবে সিংহাসনে,
ভারতবাসিগণ সবে সন্তান তোমার ॥

প্রজারি সাধি মঙ্গল, ব্রিটেনের মুখ উজ্জ্বল,
করিও করিও দেশে সুখেরি বিস্তার—
আমরা বঙ্গ সন্তান, তব জয় করি গান,
হও দীর্ঘ আয়ুষ্মান কল্যাণে জগতপিতার ॥

লর্ড নর্থব্রুক।

দুর্ভিক্ষ নিবারণ করায় তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

রাগিণী মুলতানী—তাল আড়া।

ধন্য লর্ড নর্থব্রুক ধন্য তুমি দয়াবান।
অন্ন দান করি লোকের দুর্ভিক্ষে বাঁচালে প্রাণ ॥
ব্রিটেনের যশেরি আলো, করিলে হে সমুজ্জ্বল,
হইয়ে, প্রজাবৎসল, দয়া ধর্ম্ম ন্যায়বান ॥

মহাত্মা ক্যানিংয়ের পরে, না দেখি আর কাহারে,
ভারতের হিতকারি, তোমারি সমান—
আত্মসুখ তুচ্ছ করে, ভ্রমিলে দেশ ভিতরে,
ক্ষুধার্ত্ত প্রজাপুঞ্জেরে, করিতে আহার দান ॥

সব শান্তিপ্রিয় বঙ্গবাসী, কৃতজ্ঞতা নীরে ভাসি,
আনন্দে মুখ বিকাশি, করিতেছে গান—
হও দীর্ঘ আয়ুষ্মান, বাড়ুক তব যশ মান,
ঈশ্বর কৃপায় কর, চির সুখে অবস্থান ॥

লর্ড রিপন্।

সুরাজশাসন করায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

রাগিণী ভৈরব—তাল কাওয়ালি।

দীর্ঘজীবী হও, মন সুখে রও,
জয় জয় জয় লর্ড রিপন্।
হে ধার্ম্মিক মহাত্মা কৃপালু সুজন ॥

ধন্য ভারতেশ্বরী, প্রতিনিধি করি,
তোমায় দিলেন ভার ভারত শাসন।
তব সুরাজসাশনে, ভারতের এত দিনে,
উদিত হইল সুখ সৌভাগ্য তপন—
দুখ-নিশি পোহাইল, সুখ-সলিলে ভাসিল,
তোমারি কৃপায় ভারতবাসিগণ ॥

ব্রিটিস গৌরব-দীপ উদ্দীপন,
করিলে করি রদ, গাগিং আইন—
মহারাণীর কৃপাদেশে, উচ্চপদে এই দেশে,

উপযুক্ত দেশিগণ নিযুক্ত হইবে—
আজি সেই সুআদেশ-ফল পাইল রমেশ,
কল্লে তুমি সে আদেশ, প্রতিপালন ॥

ভারত শাসনে, হস্ত ক্ষেপণে,
ছিল অনধিকারী ভারত তনয়—
আজি তুমি কৃপা করি, কল্লে সবে অধিকারী,
স্বদেশ শাসন কার্য্য, কর্ত্তে আলোচন—
শিখাতে রাজ শাসন, করি সবে নিমন্ত্রণ,
করিলে অক্ষয় যশ কীর্ত্তি স্থাপন ॥

দুখিনী ভারতের, দুখ ঘুচাইতে,
মরি কি সদুপায় করিলে বিধান—
রাজ প্রয়োজনে যত, বিলাতি বস্তু আসিত,
সৈনিক বসন আদি বিবিধ প্রকার—
সে সবার এই দেশে, নির্ম্মাণেরি আদেশে
কল্লে শিল্পজীবীর উৎসাহ বর্দ্ধন।
তাহে রাখিলে এ দেশে, এ দেশেরি ধন ॥

শিল্প প্রসবিনী, বিজ্ঞান সাধনে,
পরম উৎসাহ করিলে প্রদান—
(ডাক্তার)
সরকারের স্থাপিত, ভারতে প্রতিষ্ঠিত,
বিজ্ঞান সাধনেরি মন্দির—

সুনির্ম্মাণেরি তরে, সাহায্য প্রদান করে,
করিলে তাহার বুনিয়াদ পত্তন ॥
হে স্বহস্তে করিলে তার ভিত্তি পত্তন ॥

তোমারি সুবিচারে, ভারত অন্তরে,
অচলা ভকতি হইল বর্দ্ধন—
তব দয়া সদ্‌গুণ, করিল দৃঢ় বন্ধন,
কৃতজ্ঞতাডোরে সব, ভারত সন্তান—
রূস জর্ম্মণি প্রভৃতি, না পারিবে কোন জাতি,
কাটিতে কভু সে দৃঢ় প্রেমবন্ধন ॥

লর্ড রিপনের বিদায়।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

কেমনে ধরিব প্রাণ, তোমারে দিয়ে বিদায়।
দুখিনী ভারত ভূমির, তুমি পরম সহায় ॥

তুমি ধর্ম্মপরায়ণ, দয়ালু লর্ড রিপন,
ভারত দুঃখ মোচনে, করিলে কত উপায় ॥

বড় আশা ছিল মনে, তব সুরাজ্যশাসনে,
ভারত দুখ-রজনী হবে অবসান—
না মিটিতে সেই আশা, ঘুচিল আশার বাসা,
ভাসায়ে নিরাশা নীরে, চলিলে হে নিজালয়।

নিরাপদে গিয়ে দেশে, আত্মীয় স্বজনে মিলে,
সুখেরি সলিলে ভেসে করহে বিশ্রাম—
বাড়' আয়ু যশে মানে, জগত হিত সাধনে,
ভগবান সন্নিধানে, ভারত সতত গায় ॥

ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়ার সম্পাদক মিষ্টর জেমস্ রুটলেজ।

রাগিণী পিলু—তাল পোস্তা।

করি বন্ধুর কাজ বাধিত করিলে,
ভারতে হে কিনিলে।
প্রিয় রুটলেজ তুমি, হৃদয়েতে রহিলে ॥

ধর্ম্মেরি সত্যেরি প্রেম ভাল দেখাইলে,
রাজ শাসনেরি দোষ, নির্ভয়ে প্রকাশিলে—
কুকা হন্তা কৌয়্যানেরে, বিধি হন্তা কর্সাইতেরে, বিচারেতে আনিলে ॥

ব্রিটেনীর গৌরব দীপ উদ্দীপন করিলে,
অবিচার কলঙ্ক তার তুমি হে ঘুচাইলে—
অক্ষয় যশের কীর্ত্তি হিন্দুস্থানে রাখিলে ॥

সম্পাদকেরি ধর্ম্ম ভাল আচরিলে,
পক্ষপাতে স্বার্থপরে কভু নাহি জানিলে-
কবে তোমারি মত হইবে হে সকলে ॥

নিরাপদে গিয়ে দেশে ভাস সুখ সলিলে,
ঈশ্বর রাখুন তোমায় চিরকাল মঙ্গলে—
রাখিও ভারতে মনে আপনারি বলে ॥

মহারাণী স্বর্ণময়ী।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়া।

দয়াময়ী স্বর্ণময়ী বঙ্গ মহিলে ! ওগো পুণ্যশীলে !
দানে দেশ কুল ভাল আলো করিলে ॥

সাধারণ উপকার, করিবারে অনিবার,
অমৃত বদান্য স্রোতে, বঙ্গ ব্যাপিলে ॥

অন্নদানে ক্ষুধাতুরে, বিদ্যাদানে জ্ঞানার্থীরে,
চিকিৎসা দানে রোগীরে, জীবন দিলে ॥

ধন্য তব স্বামিকুল, ধন্য তব পিতৃকুল,
কূল পায় গো অকূল, তুমি কূল দিলে ॥

তব যশ পুণ্যমান, ব্যাপিল গো হিন্দুস্থান,
অক্ষয় কীর্ত্তি সুনাম, ভাল রাখিলে ॥

ধর্ম্মেরি পুণ্যেরি বলে, থাক্‌বে গো সদা মঙ্গলে,
ভাস্‌বে পরকালে চির সুখ-সলিলে ॥

বঙ্গের ধনাঢ্যগণ, কবে গো তোমার মতন,
ভিজাবে জনম ভূমি, দান সলিলে ॥

পিতৃমাতৃ সন্তোষার্থে সিবিলিয়ান বিহারিলাল গুপ্তের হিন্দুরীতি অনুসারে বিবাহ করায় ধন্যবাদ।

রাগিণী সিন্ধু—তাল আড়া।

সংসারে ধন্য সেই।
পিতা মাতা গুরুজনে তোষে যেই ॥

জননীর স্নেহধার, পরিমাণ নাহি যার,
শুধিবারে সেই ধার, পারে কেই ॥

মায়ে কাঁদায়ে যে জন, করে ধর্ম্ম আস্ফালন,
তার ভজন পূজন বৃথাই ॥

পিতা মাতা উভয়েতে, ধর্ম্ম যুক্তি বিচারেতে,
প্রতিনিধি পৃথিবীতে, ঈশ্বরেরি ॥

পিতারি আজ্ঞা পালনে, বাড়ে যশে পুণ্যে মানে,
রামাবতার হিন্দুস্থানে, তাইতেই ॥

দিয়ে সুখে বিসর্জ্জন, তুষিয়ে পিতারি মন,
অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন, ভীষ্মেরি ॥

তুষিয়ে পিতা মাতায়, করি হিন্দু পরিণয়,
দিল গুপ্ত পরিচয়, মহত্বেরি ॥

ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর।

রাগিণী পিলু—তাল পোস্তা।

পর দুখ হেরি, যার কাঁদে প্রাণ।
সেইত মনুষ্য মাঝে, দেবতা সমান ॥

অনাথ দুর্ব্বল জনে, স্নেহ পূর্ণ নয়নে,
হেরিয়ে সঁপে যে প্রাণ, তার দুখ মোচনে,
সেইত মানব কুলে, পুরুষ প্রধান ॥

অধীনী কামিনী কুলে, ক্লেশ নিবারণে,
লিখিয়ে মহাত্মা মিল, প্রবন্ধ যতনে,
হইল পূজিত সেই, বিখ্যাত ধীমান ॥

হিন্দু কুলে কামিনীর, বৈধব্য যন্ত্রণা,
ঘুচাতে কাতর স্বরে, কাঁদিলেক যে জনা,
দয়ার বিস্তার সেই, সাগর মহান ॥

চিরপতি-বিরহিণী, কুলীন ললনার,
দুখ হেরি খেদবারি, বরিষে নয়নে যার,
নহে কি অন্তর তার, দেবতা সমান ॥

মহারাজা সার্ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর বাহাদুর।

রাগ ভৈরব—তাল কাওয়ালী।

যতীন্দ্র মোহন জ্যোতিতে মোহন,
করিছে নয়ন, বঙ্গবাসীর।
কিবা জুড়ায় নয়ন বঙ্গবাসীর ॥

প্রসন্ন আনন হেরে জুড়ায় প্রাণ,
ঘুচায় অসুখ তিমির।
হরে মনেরি অসুখ তিমির ॥

বিবিধ সদ্গুণ ভূষিত পণ্ডিত, শান্ত সুবুদ্ধি গভীর—
সজ্জনরঞ্জন প্রিয় দরশন, বিনয়ী রসিক সুধীর।
কিবা বিনয়ী রসিক সুধীর।

ভারত সঙ্গীত, পুনরুজ্জীবিত,
করিতে যতনরূপ নীর—
সিঞ্চি অকাতরে, বঙ্গভূমি পরে,
স্থাপিল যশের মন্দির।
কিবা অক্ষয় যশের মন্দির

দেশের হিতের লাগিয়ে তৎপর,
করে বিতরণ ধনরাশির—
ঠাকুর কুলের উজ্জ্বলকারী বঙ্গের গৌরব মিহির।
শ্রীবঙ্গের গৌরব মিহির॥

বিজয় নগরের মহারাজা।

রাগ ভৈরব—তাল কাওয়ালী।

জয় জয় মহারাজা পশুপতি আনন্দ,
গজপতিরাজ জয় রাজন্।
জয় বিজয় নগরপতি মহারাজন্॥

সজ্জনরঞ্জন প্রিয় দরশন,
বিনয়ী রসিক সুধীর সুজন।

অশেষ সদ্‌গুণ-ভূষিত পণ্ডিত,
বাগ্মি-শিরোমণি প্রিয়ভাষী মধুর—
দান-দয়া-ব্রতে রত পরহিতে
অনুপম বদান্যগুণ ভূষণ ॥

স্বদেশ মঙ্গল সাধনে তৎপর
জ্ঞান বিতরণে দান-স্রোত বহে—
বিদ্যারি সন্মানে দীন-দুখ মোচনে
অকাতর দানে মুক্ত ধন আগার—
নির্ম্মল-যশ-আলো ব্যাপি ধরাতল
করিল সমুজ্জল ভারত আনন ॥

তোমারি সৌজন্যগুণ মোহে জগতজন
গৌরবসৌরভে আমোদিত ধরা—
বাড়ি আয়ু ধনে মানে যশে পুণ্যে জ্ঞানে
পরম আনন্দে কর জীবন যাপন্—
কহে কবিবর দ্বিজ গঙ্গাধর
সাদরসম্ভাষ আশীর্ব্বচন ॥

সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাবাসে বঙ্গভূমির বিলাপ ও অভয় প্রদান।

রাগিণী মুলতানী —তাল আড়া।

ধন্য হে সুরেন্দ্রনাথ, বঙ্গেরি গৌরবধন।
অমর হইলে করি, ভারতে ঐক্য স্থাপন॥

দেশ-হিতৈষিতা গুণে, হিন্দুস্থানবাসিগণে,
স্বদেশ হিতসাধনে, করিলে একাগ্র মন॥

হে
রাজকর্ম্মচারিকৃত, অহিতাচরণ যত,
অবিচার, অনুচিত কার্য্য সমুদয়—
নিবারণ করিবারে, সাধারণেরি গোচরে,
নির্ভয় অন্তরে তুমি, করিলে সমালোচন॥

(তাহে)
হাইকোর্টের বিচারে, দিল তোমায় কারাগারে,
লঘুপাপে গুরুদণ্ড করিল তোমার—
তাহে কি ক্ষতি তোমার, সমস্ত ভারত যার,
দুঃখে দুঃখী হ'য়ে খেদে করে অশ্রু বরিষণ॥

(হে)
সিন্ধু হ'তে ব্রহ্মপুত্র, হিমাদ্রি হ'তে সমুদ্র,
বিস্তারিত আর্য্যাবর্ত্ত, অধিবাসিগণ—
সবে ধরি একতান, তব যশ করে গান,
তোমারি শুভ কল্যাণ, সকলে করে চিন্তন ॥

(হে)
স্বদেশ হিতসাধনে, দুঃখ দারিদ্র্য মোচনে,
উন্নতি সাধনে, কভু না করিহ ভয়—
আয়ু যশে পুণ্যে মানে, বাড় সুখে দিনে দিনে
পরমেশ সান্নিধানে, একান্ত কার মনন ॥

মহারাণী শরৎ সুন্দরী।

রাগিণী পিলু—তাল পোস্তা।

জিনি শারদ শশী শরৎ সুন্দরী।
আলো করে ছিল দেশ ধরম আচরি ॥

দয়া ধর্ম্মে ব্রহ্মচর্য্যে কি বীরত্ব আমরি!
পুণ্যেরি প্রতিমা সেই বদান্যেরি নির্ঝরী।
বঙ্গমহিলার মধ্যে সেই ত সুন্দরী ॥

নিরমল যশঃ-জ্যোতিঃ কিরণ বিস্তারি।
বঙ্গেরি উত্তর ভাগে আছিল আলো করি
পুঁটের ঈশ্বরী সেই শরৎ সুন্দরী ॥

পঞ্চম দাম।

বিবেক ও পারমার্থিকতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিষয়।

বৈরাগ্য।

রাগিণী পরোজ—তাল ঝাঁপতাল।

আর কেন মন রঙ্গ কর লয়ে সংসার ॥
দেহ দিন দিন, হইতেছে ক্ষীণ,
ইন্দ্রিয়-সুখ-আশা-ভঙ্গে, ক্ষোভ পাও অপার ॥

এখন ভাব বৃথা জনম যায়,
হরে' সময় কুসঙ্গে—
মমতা নাশ, ত্যজ পাপ বাসনা,
অনন্ত আত্মার প্রসঙ্গে, মজ মন সত্বর ॥

সংসার নদীপার।

রাগিণী পিলু—তাল খেম্‌টা।

সংসার নদী তরিতেরে, হও সাবধান।
করোনাক ভুলে পাপ চড়ায় লাগান॥

আয়ু পূর্ণ কোটালেতে, মৃত্যু অমার যোগেতে,
ডাকিবে দুরন্ত বান, তুলিয়ে তুফান।
রাখিলে চড়ায় তরি, ভেঙ্গে কর্‌বে খান খান॥

ধর্ম্মের গভীর জলে, ভাস্‌রে মন কুতূহলে,
সেথা বান নাহি খেলে, তরঙ্গ তুফান।
পাবে ভরসা কূল, হবে ভয় অবসান॥

ভগবৎ প্রেম ও মৈত্রী।

রাগিণী ভৈরবী—তাল পোস্তা।

যদি চাও মন ভগবৎ-প্রেমেতে মজিতে।
খুলেদেরে প্রেমদ্বার জগত মাঝেতে॥

তিনি আনন্দ আলয়, সর্ব্ব প্রাণার আশ্রয়,
ব্যাপ্ত চরাচরময় আত্মা রূপেতে॥

তাঁর প্রিয় কার্য্যে রত, হও মন অবিরত,
লিপ্ত রহরে সতত, তাঁর প্রাণী হিতে—
যশ আশা তেয়াগিয়ে, আপনারে ভুলিয়ে,
মজ তাঁর প্রীতি লাগিয়ে, পরহিত ব্রতে॥

ভাস্‌বে সে প্রেমে মজিলে, নিত্য সুখেরি সলিলে,
সবে তোমায় লবে কোলে, প্রেম আদরেতে,
বিতরি প্রেম রতন, শাক্য যীশু চৈতন্য,
অবতার বলিয়ে গণ্য হ'ল ভূতলেতে॥

স্পর্শিলে পরশ মণি, লোহা সোণা হয় অমনি,
প্রবাদ বচন শুনি, লোকেরি মুখেতে—
প্রেম মণি হৃদে যার, পরশেছে একবার,
রূপের কি হয় তার, তুলনা চাঁদেতে॥

ও আমার অবোধ মন, শুনরে হিত বচন,
জলাঞ্জলি দেওনা কেন, স্বার্থপরতাতে
সে প্রেম সিন্ধু সলিলে, ঝাঁপ দেরে কুতূহলে
অচিরে অতুল ফলে পাবি হাতে হাতে॥

ইন্দ্রিয় সংযম

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালী।

ইন্দ্রিয়গণ বল মন
লালন করিলে তব, হবে কি হিত সাধন॥

ঘ্রাণেন্দ্রিয়েরে তুষিতে, মরে অলি নলিনীতে,
লোভে মীন বঁড়সীতে, জীবন করে অর্পণ ॥

প্রিয় দরশন আশ, পতঙ্গেরে করে নাশ,
আলো ভালবেসে করে আলিঙ্গন হুতাশন ॥

শ্রবণে মধুর তান, মৃগকুল দেয় প্রাণ,
কাননে ব্যাধের বাণ আঘাতে হয় পতন ॥

অনঙ্গ কুহকবলে, ভুলায় মাতঙ্গ দলে,
দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে, করিণীকারণ ॥

দারুণ ইন্দ্রিয় রিপু, একেতেই নাশে বপু,
সকল প্রবল হলে, শুভ কি হয় কখন ॥

ওরে মন সাবধানে, অদম্য ইন্দ্রিয়গণে,
বিচার-পাশ বন্ধনে, কররে মন শাসন ॥

মৃত্যু।

রাগিণী সিন্ধু—তাল মধ্যমান অথবা কাওয়ালী

মৃত্যু যবে গ্রাস করিবে।
এ দেহেরি অভিমান, কোথায় রহিবে ॥

তোষ নানা উপহারে, সতত যতনে যারে,
সেই তনু রেণু রেণু প্রপঞ্চে মিশিবে ॥

সুকুমার কলেবর, বেশ ভূষা মনোহর,
সেই দিন ছারখার, সকলি হইবে ॥

ওরে মন দেহ গর্ব্ব, ত্বরিত কররে খর্ব্ব,
নিশ্চয় ত্যজিয়ে সর্ব্ব, জীবন যাইবে ॥

তুমি রে সৃজিত যাঁর, মজ মন প্রেমে তাঁর,
মরণ ভয় তোমার, আর না রহিবে ॥

পরকাল।

রাগ ভৈরব—তাল আড়া।

অপার স্নেহে নির্ম্মাণ, জননী অন্তর।
করিল যে, নহে কি তাঁর স্নেহেরি অন্তর ॥

পালিতে নিজ সন্তানে, শিখায় যে জীবগণে,
সে কি নিজ সন্তানে, করে অনাদর।
হয় হতাদর ॥

থাকিতে চির কল্যাণী, প্রকৃতি বিশ্ব জননী,
ফুরাইব কি অমনি, মরণেরি পর।
মরণেরি পর॥

নিত্য সুখেরি আশা, চির উন্নতি লালসা,
দিয়ে কাড়ি লবে কি সে, কিছু দিন পর।
দু'টো দিন পর॥

এত যে জ্ঞান পিপাসা, ধরম ভরসা আশা,
হবে কি সব ফরসা, ইহকাল পর।
জীবনেরি পর॥

এমন কভু কি হয়, মনেতে নাহিক লয়,
হয়েছে বিশ্ব উদয়, বিনা কারিকর।
বিনা কারিকর॥

মরণে আত্মার নাশ, হয় কি কভু বিশ্বাস,
যখন নাহিক নাশ, জড় পদার্থের।
সকলি অমর॥

পুণ্য মানে পরকাল, ভাবে তায় সুখেরি কাল,
পাপ তাহে জঞ্জাল, ভাবি করে ডর।
ব্যাকুল অন্তর॥

জীবেরি দেখি উন্নতি, নীচ হতে উচ্চে গতি,
গুটিপোকা প্রজাপতি, হয় কি সুন্দর—
মরি কি সুন্দর ॥

আছে উন্নতি সোপান, হয় হেন অনুমান,
যাহে মন ধাবমান, হবে এর পর।
হ'লে দেহান্তর।

কৃতজ্ঞতা।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়া।

যতন করিয়ে মন, মজ প্রেমে তাঁরি।
সকল সুখ বিধান, যে জন করে তোমারি

আঁখির সুখ সাধনে, বিচিত্র নানা বরণে,
অদ্ভুত জগত ছবি, চিত্রিত যাঁহারি ॥

পরিমল ফুল-দলে, সৃজিত যাঁর কৌশলে,
আঘ্রাণে অতুল সুখ, হয় নাসিকারি ॥

ফল মূল অগণন, নানারস আস্বাদন,
রসনা তোষণে হয়, কল্পনা যাঁহারি ॥

শ্রবণ মোহনকর, সৃজিল যে সপ্তস্বর,
বিহঙ্গ আর কোমল কামিনীকণ্ঠেরি

ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত যোগীর বিষয়ানন্দ তুচ্ছ।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

মজিয়ে বিষয় মদে, ভ্রমেতে ভ্রমণ। (কর)
সুবর্ণ ফেলি অন্তরে, অঞ্চল বন্ধন॥

ত্যজি নিত্য-সুখাকর, বিষয়ে সদা আদর,
সুধারাশি ত্যজি কর, গরল ভোজন॥

শুনরে হিত বচন, ত্যজ কুবাসনা মন,
বিশুদ্ধ প্রেমেতে, ভজ নিত্যানন্দময়—
ইন্দ্রিয় সম্ভোগানন্দ, তুচ্ছ হবে ব্রহ্মানন্দে,
ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ভোগ্য, যাঁহার রচন॥

সুনীর জলধি তীরে থাকিয়ে কেহ কি করে
জল প্রয়োজনে কূপ, তড়াগ খনন

বিষয় তৃষা তেমন, হয় তার নিবারণ,
পরমেশ-প্রেমনীরে ভাসে যেই জন ॥

অনুতাপ।

রাগিণী ভৈরবী—তাল চৌতাল ধ্রুপদ।

পালন না করিয়ে, তোমারি সুনিয়মাবলি,
পদে পদে করি ভোগ, রোগদণ্ড বিষম শাসন ॥

হতে বালক কাল পূর্ণ, যৌবন প্রতাপ বাড়িল,
মনপুর অন্ধকার করিল, পাপ কুমতি আসিয়ে ॥

লজ্জা ধর্ম্ম জ্ঞান আলো, গ্রাসিল মদন রাহু,
ক্রোধ হরিল বিবেক—
লোভ দম্ভ রিপু দল, জ্বালিল পাপেরি অনল,
তাহে ক্ষোভ বায়ু সহায়ে,
সদা মনেরে করিছে দাহন ॥

কাতর হয়ে তব চরণে, করিগো মিনতি এই,
কর মা অধমে ক্ষমা—
জ্ঞান সুমতি ধর্ম্ম বৃত্তি, কৃপাকরি দীপ্ত কর মা,
দেহি সত্যে দৃঢ় ভক্তি, ওমা প্রকৃতি জগত প্রসূতি।

সতর্কতা।

রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালী।

ওরে আর না মজিও চিত রে।
ওরে বিষয় আমোদে—
যাইছে জীবন অবিরত, পরমায়ু হরে কাল রে॥

সফল রে কর জীবন যতনে,
সঞ্চয় করিয়ে জ্ঞান পুণ্য ধনে,
শেষ নিকটে এলোরে॥

ত্যজিয়ে রে পর অহিত বাসনা,
সত্যেরি প্রেমেরি কররে সাধনা,
করুণা কর জীবেরে॥

বাসনা-নদী পার।

ময়ূর পঙ্খীর সুর—তাল খেমটা।

যায় মারা বাসনা জলে, মন তরি আমার
ভব কাণ্ডারি হে কর পার॥

হে লোভ মেঘে, কুমতি ঝড়, হইয়ে সঞ্চার
প্রবল ইন্দ্রিয় ঢেউ করিছে বিস্তার
তাহে তরি টলে বারে বার ॥

হে স্বার্থ রূপ পাষাণ চড়াতে, খাইয়ে আছাড়,
বাড়ে বাড়ে ছেড়ে গেল নৌকারি মাঝার,
পাপ জল উঠে, ছিদ্র দিয়ে তার ॥

হে ভাঙ্গিল বিচার হাল, ছিঁড়ে ধৈর্য্যপাল,
পাপরূপ পাকনা জলে ঘুরায় অনিবার,
তাহে ভগ্ন তরী বাঁচা ভার ॥

হে শোচনা কুম্ভীর, ক্ষোভ হাঙ্গর আকার,
ধরি তরী অঙ্গ তারা করিছে আহার,
হই সারা তাহে একেবার ॥

হে করুণা বাতাসে নাথ, করহে উদ্ধার
ক্ষমা-কূল দেও প্রভু চরণে তোমার
ভব কাণ্ডারি হে কর পার ॥

সংসার বিরক্তি।

রাগিণী মুলতানী বা বাগেশ্বরী—তাল আড়া।

বিষয়-বিষ-সলিল পিয়েরে চাতক চিত।
সংসার-জলধি তটে বসে আর থাক কত ॥

এত যে করি যতন, বিষয়-বারি কর পান,
আশা তৃষা নিবারণ, তবুত নহে কিঞ্চিত ॥

লাভেতে দেখি কেবল, ইন্দ্রিয় রোগ বাড়িল,
তাহে আবার ক্ষোভানল, দহে তোমায় অবিরত—
ছাড়রে বিষয় আশে, উড়রে জ্ঞান আকাশে,
পরমেশ-প্রেমনীর, পানেতে হওরে রত ॥

দিন যায়।

রাগিণী ইমন মিশ্রিত পুরাণা—তাল জলদ একতালা।

মন দিন ত অন্ত হয়। (বয়ে যায়)
ভাব একবার, কিরূপে হবে পার—
ভবের বারি, কূল নাই যারি, ভীষণ ভীষণ সমুদ্র সমান,
তাহে আবার ভয়ঙ্কর মৃত্যুরূপা ঘোর রজনী,
ঢাকিয়াছে তায় ॥

আসিছে ঐ নিকটে দেখনা কাল, তোমারি—
ওরে ভ্রান্ত চিত, চিন্ত তাহারি উপায় ॥

পথের সম্বল।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল আড়া।

বারেক ভাব মন, তাঁরে করিয়া যতন।
সৃষ্টি স্থিতি লয় করে পলকে যে জন ॥

বিষয় সুখ সম্ভোগে, নিদ্রা যাও নিরুদ্বেগে,
কুমতি বশেতে সদা, কররে ভ্রমণ ॥

জীবন যৌবন ধন, হরে কাল প্রতিক্ষণ,
দেখরে দেখরে মন, মেলিয়ে নয়ন ॥

তরিতে ভবেরি জল, করিলে কি সম্বল,
কি বলে জিনিবে বল, দুরন্ত শমন ॥

জীবনযাত্রা বাঁশবাজি।

রামপ্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ভবের বাঁশ বাজি ক'রে।
ও মন সাবধানেতে যাওরে ত'রে

পরমায়ু দড়ির উপর পা ফেলরে ধীরে ধীরে—
কর অঙ্গ চালন, লোক ব্যবহার,
বিচার বাঁশটা করে ধরে

কর্ত্তব্য কর্ম্মেতে নাচ' উৎসাহেতে বারে বারে—
যেন ধর্ম্ম কলস যায়না প'ড়ে, পাপ পিছলে
পাটা স'রে ॥

আত্মারামের দোহাই দিয়ে, বাজি কর ঘুরে ফিরে—
ও মন এড়াবি মরণ ভয়ে, ভেল্কি লাগবে শমনেরে ॥

গঙ্গাধর নিশ্চয় বলে দেখ্‌বিরে মন কুতূহলে—
নির্ব্বিঘ্নে দাড় পেরুলে (লোকে) বাহবা দিবে
গলাভরে ॥

ষষ্ঠদাম।

ঈশ্বর তত্ত্ব ভজন ঃ—অপরিজ্ঞাত ও অপরিজ্ঞেয়

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল কাওয়ালী।

কেমনে মন তাঁরে জানিবে।
কিরূপে অনন্তে চিন্তিবে—
নিরাকার নির্ব্বিকার উপমা নাহিক যাঁর,
মন বুদ্ধি ধ্যান জ্ঞান সর্ব্ব অগোচর যে ॥

অসীম অনন্ত বিশ্ব-সংসার যাঁর রচনা,
ক্ষুদ্র মানব হৃদয়ে হয় কি তাঁর ধারণা,
মহাপারাবার পারে, সাঁতারি কে যেতে পারে,
বাক্যাতীতে কে বাক্যেতে ব্যক্ত করিতে
পারিবে

ভক্তি ভাবে ডাক দয়াময় বিশ্ব পিতারে,
হৃদয়কমলাসন পাত তাঁর উদ্দেশে রে,
নিজ গুণে দীনবন্ধু, উথলিয়ে কৃপাসিন্ধু,
ভকত হৃদি কুটীরে আসি দরশন দিবে ॥

ভগবৎ-মহিমা।

রাগিণী ইমন কল্যাণ অথবা দুলতানী—তাল চৌতাল ধ্রুপদ।

বিনাশ-জনম-রহিত, একই অদ্বিতীয়,
বিশ্বরাজ্যে তুমি অধিপতি, ব্যাপি সংসার ॥

চন্দ্র সূর্য্য যত তারাদল, পৃথিবী আদি জগত সকল,
তব বিধি করে পালন—
করিতে লঙ্ঘন তব নিয়ম, সাধ্য আছে কার ॥

মাতৃ স্নেহে দয়াময়, পালহে জীবনিচয়,
অপার মহিমা তব কে গাইতে পারে—

অপরিসীম ক্ষমাগুণে, তারহে পতিত জনে,
কৃপা-সাগর প্রভু, নিত্য সত্য সার ॥

ভগবৎ-চিন্তা।

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালী। অথবা রাগিণী বাগেশ্বরী-
তাল আড়া।

ধ্যান কর হৃদাকাশে পরমাত্মধন;
চরিতার্থ হবে, হবে সফল জীবন ॥

যাঁর নাহি ক্ষয়োদয়, সদা পূর্ণানন্দময়,
একমাত্র সর্ব্বাশ্রয়, নিত্য নিরঞ্জন ॥

রবি শশী অগণন, যাঁর অদ্ভুত রচন,
জ্যোতির জ্যোতি যে জন, অতীতচিন্তন—
চির সর্ব্বশক্তিমান, চির ব্যাপী সর্ব্বস্থান,
বাহ্যান্তর সর্ব্বজান বিশ্বেরি যে জন ॥

জ্ঞানালোকে দীপ্তিকর, পাপতাপভ্রমহর,
যিনি নিত্য সুধাকর, পতিতপাবন ॥

ভগবৎ-স্তোত্র।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

জগদীশ নিরঞ্জন নিখিল বিশ্বাত্মন,
জগত কারণ, জ্যোতির্ম্ময় প্রভু জগপতে॥

ওহে অনন্তজগতপালনলয়সৃজন বিধাত—
করুণাময়, কৃপা করি দেহি বিমল জ্ঞান জ্ঞানহীনে॥

ওহে কৃপাল, সকল জীবগণের মনোরথ নিত্য—
পুরাও প্রভু, দেহি দৃঢ় প্রেম সতত তব চরণে॥

ঈশ্বরের ধ্যান।

রাগিণী কেদারা অথবা ছায়ানট—তাল আড়া অথবা
একতালা।

হৃদয় মন্দিরে তাঁরে ধ্যান কর মন।
অনাদি অনন্ত কাল, হয় যাঁহার আসন॥

অনন্ত আকাশময়, সতত জাজ্জ্বল্য রয়,
অপার মহিমা যাঁর, অদ্ভুত বিশ্বরচন॥

তিমিরমিহিরদ্বয়, যাহাতে উদ্ভব হয়,
প্রকৃতি পুরুষাকারে, সৃজন করে যে জন ॥

অসংখ্য সৌর জগতে, গাঁথি আকর্ষণ সূতে,
রতন ভূষণ প্রায়, অঙ্গে যে করে ধারণ ॥

করেতে ভূষণ যাঁর, নিত্য শোভে সুবিচার,
ক্ষমা শান্তি পুরস্কার, বিশ্বশাসন কারণ ॥

যিনি জ্ঞান সত্যময়, অপার করুণাময়,
পতিতপাবনে যাঁর সদা নিপুণ চরণ ॥

ভগবানের নিকট পাপীর প্রার্থনা

রাগিণী কালেংড়া—তাল আড়া।

পূরাও বাসনা এই করুণানিধান।
যেন কুবাসনা মম হয় অবসান ॥

কুমতির বশীভূত, হইয়ে অবোধ চিত,
নাহি মানে হিতাহিত, পাপে হয়ে ধাবমান ॥

তব পদে নিরবধি, হইতেছি অপরাধী,
কিসে হবে কৃপানিধি, অধমেরি পরিত্রাণ ॥

ভগবানের নিকট রোগীর প্রার্থনা

রাগিণী সিন্ধু কাফি—তাল ঝাঁপতাল।

রাখহে বিপদে নাথ করুণা বিতরি।
কাতর শরণাগত চরণে তোমারি॥
(দুঃসহ রোগ যাতনা সহিতে না পারি)॥

তুমি হে করুণাসিন্ধু, জগন্নাথ জগবন্ধু,
দীন হীনে কৃপাবিন্দু, দেহ দয়া করি॥

মানবেরি মঙ্গলে, সৃজিয়ে ঋষি-মণ্ডলে,
আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশিলে সর্ব্ব হিতকারি—
অশেষ মহা ঔষধি, সৃজিলে নাশিতে ব্যাধি,
তাই বৈদ্যনাথ উপাধি প্রভুহে তোমারি॥

তোমারি মঙ্গলময় নাম যে শরণ লয়,
না রহে বিপদ ভয় শঙ্কট তাহারি—
জয় জয় পরমেশ, জয় অনাদি মহেশ,
দয়াময় হৃষীকেশ, ভবেরি কাণ্ডারি॥

অধম দাস হৃদয়ে এসহে কৃপা করিয়ে,
শ্রীপাদপদ্ম হেরিয়ে, ভব জ্বালা নিবারি॥

স্বভাবকৃত ভগবানের স্তব গান।

রাগিণী ভৈরবী বা ভূপালী—তাল কাওয়ালী।

সংসার মাঝে যে কিছু হেরি।
স্থাবর জঙ্গম চরাচর, সবে মিলে ধরি তান লহরী,
গায় গুণ মহিমা তোমারি ॥

তোমারি স্নেহ পারাবারে ভাসিছে,
জগত অগণন নাচিয়ে ধাইছে,
সুর তরঙ্গে ছাইছে, গাইছে,
গুণ গরিমা তব মহিমারি ॥

ঝর ঝর ঝর স্বরে, নির্ঝর ঝরিছে,
কল কল নাদে কলনাদিনী নাদিছে,
বংশীর স্বনন, ধ্বনিছে পবন,
উত্তাল তরঙ্গ তুলে নাচে সিন্ধুবারি ॥

গুড় গুড় গুড় গুড় করি ঘন গভীর নিনাদ,
মধুর মৃদঙ্গ বোল বাজায় বারিদ,
ছাড়ে বিহঙ্গকুল, সঙ্গীত অতুল,
গুণ গুণ স্বরে করে গান ভ্রমরা ঝঙ্কারি ॥

তব কৃপাদেশে কুসুম বিকাশে,
ছড়াইয়ে রূপরাশি আঁখি পরিতোষে,
সুগন্ধ পরিমল ব্যাপি ধরাতল,
মোহে সকল জীব দেব নরনারী ॥

মোহন মূরতি ধরিয়ে প্রকৃতি,
গায় প্রেমরাগে তব অনন্ত গুণ স্তুতি,
জয় পরমেশ্বর, পরাৎপরতর,
জগত সৃজন-লয়-পালনকারী ॥

জয় বিশ্বেশ্বর করুণা-সাগর,
তব কল্পতরু পদে যাচে গঙ্গাধর,
দেহি কৃপা করি কবিত্ব-মাধুরী,
গাইতে মঙ্গলময় নাম তোমারি ॥

ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব।

রাগ ভৈরব—তাল একতালা।

নারায়ণ বিপদ-ভঞ্জন পাপ-মোচন আত্মারাম।
(হে পতিত-পাবন রাম রাম)
সৃজন পালন তারণ কারণ অনন্ত সুখেরি
নিত্যধাম ॥

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী হরি,
কেয়ূরকুণ্ডলবান কিরীটিহারী,
কমলাহৃদিবিহারী,
সরসিজাসন গরুড়বাহন,
বনমালা গলে সুচারু ভূষণ,
পীত-বসন কমল-নয়ন নবীন-নীরদশ্যাম শ্যাম ॥

অপার সাগর মহিমা তোমার,
কে গাইতে পারে জগত মাঝার,
কে বুঝে মরম তার—
সাগরেরি জল করিয়ে কল্লোল,
তোমারি মহিমা করিছে গান,
বায়ু হুঙ্কারিয়ে, জলদ গর্জ্জিয়ে,
করিছে কীর্ত্তন তোমারি নাম ॥

তোমারি জ্যোতির অতুল আভায়,
প্রভাকর-প্রভা দামিনীর আভা,
সব দীপ্তি পায়—
অনন্ত আকাশে রয়েছে ছড়ান,
রবি শশি তারা গ্রহ অগণন—
অদ্ভুত গঠন তোমারি রচন
অখিল জগত বিশ্বধাম ॥

অদ্ভুত কৌশল সংসার গঠনে,
জীবের সৃজনে গড়েছ মদনে,
তুমি আদি কারণ—
সুদর্শন কাল নিয়তিচক্র ধরিয়ে শ্রীকরকমলে,
শাসিছ, পালিছ, রক্ষিছ সকলে,
জীবেরে করিছ পূর্ণকাম ॥

জননীর স্নেহে, সতীর পতি-প্রেমে,
সৌগন্ধে, সৌন্দর্য্যে, সুধা আস্বাদনে,
হেরি তব করুণায়—
হে প্রেম মূরতি ভকতবৎসল কৃপাসিন্ধু মোক্ষধাম—
তারহে, নাথহে, ক্ষমহে, প্রভূহে,
অধমে সেবকে হইওনা বাম ॥
(প্রভূ গঙ্গাধরাধমে হইওনা বাম ॥)

শ্রীশ্রীশিবের ধ্যান।

রাগ ভৈরব—তাল কাওয়ালী।

রজত পর্ব্বত আভা বিনিন্দিত, অদ্ভুত শ্বেত কলেবর।
কিবা অদ্ভুত প্রশান্ত কলেবর ॥
বাস বাঘাম্বর, ত্রিশূল ডমরুকর, গঙ্গাধর বিশ্বেশ্বর।
হর গঙ্গাধর বিশ্বেশ্বর ॥

শ্বেত শিরে কিবা শোভে ঘন জটা,
যামিনী জড়িত যেন দিবাকর—
প্রভাকর জিনি প্রভা, বদনেরি লাগি আভা,
মলিন ললাটে শশধর,
হয় মলিন ললাটে শশধর ॥

ভসম অঙ্গোপরে, ফণা শোভে শিরে,
কল্লোলে জটা ভিতরে, কলনাদিনী—
হাড়মালা দোলে, নীলকণ্ঠ গলে,
নীলাকাশে ভাসে যেন তারাহার—
প্রসন্ন পঞ্চ আনন, শোভিত ত্রিনয়ন,
ভব ভয় ভঞ্জন মহেশ্বর,
হর নিখিল ভয় হরণকর ॥

বৃষভবাহন ভৈরব ভাবন, শ্মশাননিকেতন ভূতনাথ—
অপার মহিমা গুণ গায় অমরগণ,
যোগী ঋষি মুনি সবে একতানে—
জয় শিব শঙ্কর পরাৎপরতর,
দেবাদি-দেব মহেশ্বর ॥

ভকত অন্তর রূপ মনোহর রম্য কৈলাসপুরে,
বিরাজেন হর—
জিনি কোটি সৌদামিনী, বিরাজেন বিশ্ব-জননী,
শঙ্কর বাম উরুপর—

আশুতোষ কৃত্তিবাস ঘুচাও পাপেরি পাশ,
যাচে পাদ-পদ্মে তব গঙ্গাধর।

পরমেশ্বরের নানা রূপ কল্পনা।

রাগিণী বাগেশ্রীর—তাল আড়া

কেন মন সন্দেহ কর ভিন্ন ভিন্ন রূপ হেরি।
অনন্ত সে বিশ্বেশ্বর কে বুঝে মরম তাঁরি॥

নিরঞ্জন নির্ব্বিকার, নাহিক উপমা তাঁর,
নরেরি নিস্তার তরে, নানা রূপ কল্পনা তাঁরি॥

বিশ্ব পিতা মাতা তাঁকে বলি কেহ কেহ ডাকে,
কেহ কেহ বা তাঁহাকে, বলে জগন্নাথ হরি—
কেহ কেহ জ্যোতির্ম্ময়, মার্ত্তণ্ডের তেজোময়,
জ্বলন্ত জ্যোতি চিন্তিয়ে, উপাসনা করে তাঁরি॥

কেহ কেহ বা তাঁহাকে রহিম্ নামে ডাকে,
তাঁহারি প্রীতি সাধিতে, যীশু ক্ষমারূপধারী—
তাঁহারি কৃপা আদেশে, বুদ্ধ ধরাতলে এসে,
বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রকাশে, অহিংসা ধর্ম্ম প্রচারি॥

বুঝ সার মরম মন, মোটে সেই একজন,
নানা দেশে নানা জন, নানা রূপে পূজে তাঁরে—
চিন্ত সেই সারাৎসার, অসীম বিশ্ব সংসার,
অতুল মহা মনোরি কল্পনা উদ্ভব যাঁরি ॥

ভজন।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালী।

কর সেই নাম গান।
প্রেম রাগে ধরি তান, যে নাম জপিয়ে যোগী
লভয়ে নির্ব্বাণ,
যে নাম স্মরিয়ে পাপী পায় পরিত্রাণ ॥

নামের মহিমা যাঁর, ভবসিন্ধু করে পার,
দুস্তারে নিস্তার করে, অকূলেরে কূল দান ॥

যে নাম সংসারে, মহা শুভঙ্করী,
স্রোত বহে যাহে অমৃত লহরী—
উদর ভরি, পরাণ ভরি, পিয়ো মন সেই বারি,
জুড়াইবে মন প্রাণ ॥

ও যে
অনাথেরি নাথ দীনবন্ধু, অগতির গতি কৃপাসিন্ধু,
পাপ মোচন বিপদ ভঞ্জন, করুণা নিধান ॥

গায়ত্রী।

রাগিণী বাগেশ্বরী—তাল আড়া।

ভকতি ভাবেতে তাঁরে ধ্যান কর মন।
অসীম সংসার হয়, যাঁর সৃজন ॥

অসংখ্য তপনগণে, সাজায়ে জ্যোতি-ভূষণে,
যে করে বিশ্ব ভুবনে, আলো তাপ বরিষণ—
সে মহাজ্যোতি আকর, পরমেশ পরাৎপর,
চিন্তিয়া হৃদি মাঝারে, পূজ তাঁহারি চরণ ॥

চিন্তা শক্তি বুদ্ধি বৃত্তি, ন্যায় অন্যায় বিচার শকতি,
দয়া ক্ষমা প্রেম ভক্তি, যে নরে করে অর্পণ—
সেই পরম দেবতা, জগতেরি ধাতা পাতা,
সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা, অখিল বিশ্ব-জীবন ॥

হরিনাম।

রাগ ভৈরবী—তাল একতালা।

অচ্যুত অনন্তদেব বাসুদেব শ্রীহরি।
শ্রীকৃষ্ণ করুণাসিন্ধু, কেশব কংস-অরি॥

হরে মুরারে মধুকৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে,
কালীয়দমনকারী—
যোগীশ্বর যজ্ঞেশ্বর, দামোদর পীতাম্বর,
গদাধর চক্রধর বিষ্ণু শ্রীধর গিরিধারী॥

মীন, কূর্ম্ম, বরা, নৃসিংহ, বামন,
ভৃগুপতি, রাম, হলধর, বুদ্ধ, কল্কি শরীরধারী—
মধুসূদন বিপদ ভঞ্জন, জনার্দ্দন জলশায়িন,
পরমাত্মন নারায়ণ, জীবের তারণকারী॥

জগন্নাথ সত্যহংস রমানাথ ত্রিবিক্রম,
রাধানাথ গোপিনাথ,
মাধব পদ্মনাভ—
বিশ্বম্ভর মদনমোহন, হৃষীকেশ পতিত পাবন,
পুণ্ডরাকাক্ষ গরুড়বাহন, ভবসাগর কাণ্ডারী॥

যশোদাদুলাল দেবকীনন্দন, মুরলীধারী কেশিমর্দ্দন,
শ্যাম সুন্দর বনমালী—
যাদব শ্রীপতি দ্বারকানাথ, বৈকুণ্ঠনাথ গোলকনাথ,
মথুরানাথ গোকুলচন্দ্র, বিপিন-রাস-বিহারী ॥

ব্রহ্মণ্যদেব ভকতবৎসল, পুরুষোত্তম দীন-দয়াল
বিশ্বপাল প্রজাপতি—
কৃপা বিতরণে তার অভাজনে,
যাচে গঙ্গাধর তব শ্রীচরণে
ঘুচাও করমপাশ দয়াময় শমন-দমনকারি।
প্রভু নরকবারণকারী ॥

তারকনাথের স্তব।

রাগ ভৈরবী—তাল কাওয়ালী।

জয় জয় জয় তারকেশ্বর।
জয় মৃত্যুঞ্জয় প্রভু রোগ নিবার ॥

জয় ভবানীপতি জয় অগতির গতি,
জয় দেব পশুপতি শশিশেখর—
পাপীর পাপ হরিতে রোগীরে আরোগ্য দিতে,
অনাদি লিঙ্গ রূপেতে বিরাজ কর ॥

রোগী আতুর কত পীড়ায় হয়ে পীড়িত
তোমারি শরণাগত হইছে নিত্য—
তুমি সে সকল জনে কৃপাকণা বিতরণে,—
স্বপনে ঔষধ দানে আরোগ্য কর ॥

তোমার করিতে স্তুতি কাহার আছে শকতি,
তুমি অখিলের পতি বিশ্বেশ্বর—
আমি অতি মূঢ়মতি না জানি তোমার স্তুতি,
নিজগুণে দাসের প্রতি করুণা কর ॥

জয় শিব শঙ্কর করুণা-সাগর,
রোগ শোক তাপ পাপ অজ্ঞান হর—
আশুতোষ তারকনাথ কলুষ অরি করি নিপাত,
কর কৃপা, যাচে গঙ্গাধর ॥

শ্রীশ্রীজগন্নাথের স্তব।

রাগিণী সিন্ধু কাফি—তাল ঝাঁপতাল।

জগবন্ধু কৃপা করি দেখা দাও আমারে।
এস কৃপানিধে আমার হৃদয় কুটীরে ॥

তুমি হে জগতপিতা, জগতেরি ধাতা পাতা,
পাপী পতিতেরি ত্রাতা, এ ভব সংসারে ॥

তোমারি মঙ্গলময়, নাম যে শরণ লয়
পাপপাশ মোচন হয়, তাহার অচিরে—
তুমি দয়াময় হরি ভবার্ণবেরি কাণ্ডারী,
দিবে কি শ্রীপদতরি, যেতে ভবপারে ॥

জয় জয় বিশ্বতাত কৃপাসিন্ধু জগন্নাথ,
কলুষ অরি নিপাত, রক্ষ এ দাসেরে—
কাতরে তব চরণে যাচে এ অধম জনে
কর কৃপা বিতরণে, ত্রাণ গঙ্গাধরে।

দেবীমাহাত্ম্য----শ্যামা বিষয়

পতিতপাবনী বিনে।

রাগিণী টোড়ি—তাল কাওয়ালী।

পতিতপাবনী বিনে কে পাপী তারিবে।
পতিতে তারিবে পাপী উদ্ধারিবে,
করম-বন্ধ-পাশ আর কে ঘুচাইবে ॥

দয়াময়ী বিনে কে করুণ নয়নে,
চাহিয়ে করিবে দয়া দীন হীন জনে,
দারিদ্র্য দীনতা ক্লেশ নিবারিবে ॥

জননী বিনে কে শৈশবে সন্তানেরে,
পোষণ করিবে সদা মায়েরি আদরে,
স্নেহপূর্ণ অন্তরে লালিবে পালিবে ॥

ক্ষেমঙ্করী বিনে চির অপরাধীরে,
দোষে দণ্ড পরিহরি ক্ষমিতে কে পারে,
অনুতাপানল আর কে নিভাইবে ॥

কালাপদ বিনে মহাকালহৃদয়ে,
মুক্তি প্রদায়ক যন্ত্র আর কি আছয়ে,
ত্রাণ নির্ব্বাণ প্রদান করিতে জীবে ॥

অভয়া এ ভয়াতুরে।

রাগ ভৈরব—তাল আড়া

অভয়া এ ভয়াতুরে কবে মা দিবি অভয়।
নির্ভয় করিবি কবে শ্রীপদে দিয়ে আশ্রয় ॥

দুঃসহ রোগতাড়না স্বজন-শোক-যাতনা
কবে আর সহিতে হবেনা, রবে না মরণ ভয়—
পাপপরিতাপানলে সতত অন্তর জলে
কবে সে দারুণানলে নিভাবি হয়ে সদয় ॥

জননীর স্নেহময় গড়ি কোমল হৃদয়
মরি কি অপার করুণার দিয়েছ মা পরিচয়—
কবে করুণ নয়নে চাহি এ দীনের পানে
অকাতরে বরষিবি স্নেহনীর সুধাময় ॥

পাপ-তাপ-বিনাশিনী কর্ম্ম-বন্ধন-ছেদিনী
তুমি গো শান্তি রূপিণী শান্তি দেও মা বিশ্বময়-
কেঁদে গঙ্গাধর বলে পুড়ি অনুতাপানলে
কবে মা শান্তির জলে জুড়াবি পোড়া হৃদয় ॥

তারা আশ্রয় আমায়।

রাগিণী গারা ভৈরবী—তাল আড়া।

তারা আশ্রয় আমায়
দেহি মা কৃপা করিয়ে তব রাঙ্গা পায় ॥

পড়িয়ে ভব তুফানে ডুবি অতল জীবনে
তোমারি শ্রীপদ বিনে দেখিনে উপায়—
আগমে নিগমে শুনি তুমি দীনতারিণী
দীনের দুঃখ তোমা বই আর জানাব কাহায় ॥

কাহার নাহিক দোষ, ভুগি স্বকরম দোষ
কুমতির হ'য়ে বশ পড়েছি এ দায়—
গঙ্গাধরের দুঃখ শুনে হাসিবে জগত জনে
গুটি পোকা স্ববন্ধনে পরাণ হারায় ॥

শ্যামা চরণ কমল।

রাগিণী পরোজ বাহার—তাল কাওয়ালী।

শ্যামা চরণ কমল মধু পান।
কর পরাণ ভরিয়ে মন মধুকর রে,
অনায়াসে কেটে যাবে ভবেরি ঘোর তুফান ॥

দেখ রে নয়ন ভরে সদাশিব হৃদি পরে,
সে পদ কি শোভা ধরে দিতে রে জীবে নির্ব্বাণ
সে পদ মহিমাগুণে মৃত্যুঞ্জয় না মরে প্রাণে,
সমুদ্র মন্থনে করি দারুণ গরল পান ॥

তারা-পদ-প্রেমসুরা পানে হওরে মাতোয়ারা,
ছোঁবেনা তোরে রে যম্‌রা' ত্যজিবি যবে পরাণ—
সে মধুপানে মাতিয়ে, ভকতি ভাষায় গাঁথিয়ে,
গাওরে কালী বলিয়ে প্রেম-রাগে ধরি তান ॥

শ্রীশ্রীকালীর ধ্যান।

রাগ ভৈরবী—তাল একতালা।

জলদ বরণা বিগত বসনা শব-শিব-হৃদি-বাসিনী,
কালী মহাকাল-হৃদি-বাসিনী।
লোল-রসনা সুচারু দশনা আরক্ত-বরণা ত্রিনয়নী
গলে মুণ্ডমালা-বিভূষণী ॥

অর্দ্ধচন্দ্র-খণ্ডে শোভিত কপাল,
সুনাসা, বিমুক্ত সুকেশ বিশাল,
শিশুশবদ্বয়ে কর্ণকুণ্ডল ঃ—
উরুনিতম্ব কটিদেশোপর
শব করশ্রেণী শোভিত সুন্দর,
পীনোন্নতস্তনা রক্তোজ্জ্বলাননা
ঘোররবা অট্টহাসিনী ॥
অঙ্গে রুধিরধারা বিভূষণী ॥

অনন্ত-শকতিধারি চারি ভূজ,
রক্তোৎপল জিনি চারি করাম্বুজ,
ভূষিত চারি আয়ুধে —
দক্ষ'করে বর অভয়দায়িনী,
বামে ছিন্ন মুণ্ড কৃপাণ ধারিণী,
ভব সাগরের অপূর্ব্ব তরণী চরণকমল দুখানি ॥
মায়ের শ্রীপদকমল দুখানি ॥

যৌবন-সমুদ্র লাবণ্য-তরঙ্গে
সৌন্দর্য্য তেজ উথলে সর্ব্বাঙ্গে,
সর্ব্ব-শক্তি মূর্ত্তিমতী···
বিরাট অঙ্গেতে রতন ভূষণ
শোভিছে জ্বলিছে তারা অগণন,
পদনখে জ্বলে ভানুর কিরণ ওষ্ঠাধরে খেলে দামিনী ॥
মায়ের অট্টহাসে খেলে দামিনী ॥

মূল প্রকৃতি কুলকুণ্ডলিনী পরম শিব-সঙ্গ-বিলাসিনী
ব্রহ্মরূপা সনাতনী—
পরম-ঈশ্বরী বিশ্ব-প্রসবিনী সৃজন পালন প্রলয়কারিণী,
মশান শ্মশানালয়-বিহারিণী গঙ্গাধরধ্যেয় বন্দিনী ॥
কালী গঙ্গাধর ত্রাণ কারিণী ॥

শ্রীশ্রীকালীর স্তব।

রাগিণী লুম ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

কালিকা জগতমাতা শোক-দুঃখ নাশিনী।
বিশেষত কলিযুগে মহা-পাপ-বিনাশিনী॥

করুণাময়ী কৈবল্য-দায়িনী
শোক-তাপ-শান্তি কারিণী।
রোগ-বিপদ-ভয় নাশিনী, পাপী পতিত-পাবনী॥

ধরিত্রী সলিল সমীর গগন,
রবি, শশী, তারা, গ্রহ অগণন—
কালীময় সকল ভুবন, সকলি কালী কল্যাণী॥

অনন্ত নীল আকাশব্যাপিনী
অনন্ত বিরাট মুরতি ধারিণী,
অসংখ্য জগত প্রসবকারিণী, সর্ব্বলোক জননী॥

অনন্ত অলঙ্ঘ্য তব বিধিবলে
এ বিশ্বসংসার চলে সুশৃঙ্খলে,
সুর নর জীব প্রাণী সকলে, জীবন প্রদায়িনী॥

নিত্যানন্দময়ী ব্রহ্মসনাতনী
আদ্যাশক্তি শুদ্ধা জ্ঞান রূপিণী,
বাঞ্ছাকল্পলতা সর্ব্বার্থ-সাধনী, চতুর্ব্বর্গদায়িনী॥

শাসিতে পালিতে রক্ষিতে সংসার,
চারি-কর-পদ্মে আয়ুধ তোমার,
শাস্তি সুবিচার ক্ষমা পুরস্কার, শোভে বিশ্ব-পালিনী ॥

অজ্ঞান পাতক রিপু দুরাশয়,
পাপেরি বন্ধন দানব দুর্জ্জয়,
ভকতে তারিতে নাশ সমুদয়, ভবার্ণবতারিণী।
কালী নরকনিবারিণী ॥

তোমার অনন্ত মহিমা অপার,
কে গাইতে পারে জগত মাঝার,
স্তব্ধ ব্রহ্মা বিষ্ণু দেব মহেশ্বর,
তব গুণগানে হার মানি ॥

না জানি তোমার ভজন সাধন,
আমি মূঢ়মতি অতি অভাজন,
নিজ গুণে কর শমন দমন, কালভয় নিবারিণী ॥

তোমার শ্রীপদে আত্মা মন প্রাণ,
ভকতি পূর্ব্বক করি সম্প্রদান,
দিয়ো গঙ্গাধরে পদাশ্রয়ে স্থান, কৃপা করি জননী ॥

শ্রীশ্রীদুর্গা নাম

রাগ ভৈরব—তাল আড়া।

দুর্গা দুর্গা দুর্গা নাম জপ মন ভকতি করি।
নরেরি নিস্তার বীজমন্ত্র দুর্গা পঞ্চাক্ষরি ॥

শিবেরি বচন শুনি, দুর্গা জগতজননী।
ব্রহ্মরূপা সনাতনী, আদ্যা পরম ঈশ্বরী ॥

দুর্গমে সঙ্কটে ভয়ে, রোগে বিপদ সময়ে,
যে ডাকে দুর্গা বলিয়ে, তার আপদ নাশে শঙ্করী-
দুর্গা কলুষ-নাশিনী, কর্ম্ম-বন্ধন ছেদিনী,
জীবন্-মুক্তি প্রদায়িনী, দয়াময়ী শুভকরী ॥

দুর্গে তব শ্রীচরণে, চিত প্রাণ সমর্পণে,
দুর্গে তব গুণগানে শ্রবণে মনন করি—
দুর্গে তব পদে মতি, রাখ মা করি মিনতি,
দে মা অচলা ভকতি, শ্রীপাদপদ্মে তোমারি ॥

দুর্গা ভক্তি পরায়ণ, হইয়ে যেন জীবন,
করিতে পারি যাপন, শ্রীপদে কামনা করি—
যেন দুর্গা নাম জপে, যেন মা তব আলাপে
তোমারি প্রসঙ্গতপে, যায় জনম্ শিবসুন্দরী ॥

জয় দুর্গে জয় জননী, সচ্চিদানন্দরূপিণী,
শান্তিমুক্তি বিধায়িনী ভবসিন্ধু পারকরী—
গঙ্গাধর তব চরণে, যাচে কাতর বচনে,
রক্ষ সঙ্কটে সন্তানে, করুণাকণা বিতরি ॥

বেদনোর রাজদুহিতা তারা কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তব।

(তারাবাই হইতে উদ্ধৃত)

রাগিণী ছায়ানট—তাল একতালা।

শত্রু নিধনে বৈরিদলনে দেবী দুর্গে শক্তি দে।
সর্ব্বশক্তিমতী তুমি, আদ্যাশক্তি চণ্ডিকে ॥

চণ্ড মুণ্ড শুম্ভ দৈত্য, নিশুম্ভের ঘাতিকে,
মর্দ্দ মর্দ্দ শত্রুসঙ্ঘ, দুষ্টাচারি নাশকে ॥

সিংহ পৃষ্ঠে অধিষ্ঠাত্রি, অট্ট অট্ট হাসিকে,
আততায়ী শত্রু নাশ, করতে দুর্গে শক্তি দে ॥

বার বার নমস্কার, করি তোমায় অম্বিকে,
দেশরক্ষা ধর্ম্মরক্ষা কর গো মা কালিকে ॥

তীর্থবাস।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

মন হবি কোন্ তীর্থবাসী, অবনি মাঝারে ;
প্রয়াগে কি, কাশীতে কি, মানসসরোবরে ॥

অযোধ্যা মথুরা মায়া অবন্তি দ্বারিকা গয়া,
কুরুক্ষেত্র নাথ দ্বারা, বদরিকাশ্রমে—
গঙ্গাসাগর সঙ্গমে, কাঞ্চি পুরুষোত্তমে
শ্রীবৃন্দাবনধামে কি, কনখলে হরিদ্বারে ॥

অমরনাথে কেদারনাথে, তারকনাথে চন্দ্রনাথে
পশুপতিনাথে বৈদ্যনাথে, সেতুবন্ধ রামেশ্বরে—
কালীঘাটে কামাখ্যাপীঠে, বিন্ধ্যবাসিনীর মঠে
চণ্ডীপীঠে কি হিংলাটে, জ্বালামুখী পুরে ॥

ঘোষপাড়ায় কুলেরপাটে রামতীর্থে চিত্রকূটে,
মাহেশ বল্লভপুর খড়দহে অম্বিকা অগ্রদ্বীপে—
ত্রিবেণী কি হংসেশ্বরী কেন্দুলী কল্যাণেশ্বরী,
বাল্সি বগ্ড়ি ললিত্ গিরি সীতাকুণ্ডে মুঙ্গেরে

নৈমিষারণ্য কাননে হৃষীকেশ তপোবনে,
নাসিকে দক্ষিণারণ্যে অগস্ত্য আশ্রমে—

বিন্ধ্যাচলে কি গির্ণারে ইলোরা গিরিগহ্বরে,
তীর্থ পুঞ্জে কাশ্মিরে হিমালয় শিখরে ॥

শত্রুঞ্জয়ে পার্শ্বনাথে পুষ্করে আবু পর্ব্বতে,
ধূমনারে কি বারুলিতে পাতাল পার্ণীশ্বরে—
পূর্ব্ব পশ্চিম ঘাটেতে রত্নগিরি কি সোমনাথে,
ভুবনেশ্বরে ওঙ্কারে তাঞ্জোরে ত্রিবাঙ্কুরে ॥

মক্কা মদিনা কার্‌বালা যরূজিলাম জর্ডানে,
তিব্বতের লাসায় কি রোমে, মস্কো আস্ত্রাকানে.
মিসরে কি মার্কীনে চীনে কি শ্যামে জাপানে,
ব্রহ্মদেশে কি সিংহলে কোন তীর্থে যাইবিরে ॥

শুনরে অবোধ মন গঙ্গাধরেরি বচন,
তীর্থেশ্বর যে জন সে ব্যাপা বিশ্বময়ে
যথায় তথা থাকিবি নয়ন মূদে দেখিবি,
হৃদি পদ্মাসনে সেই পরাৎপরে ॥

সমাপ্ত দাম।

বিবিধ বিষয়ক।

এ সংসার সুখের কি দুঃখের ?

রাগণী বাগেশ্বরী—তাল আড়া।

বুঝিতে না পারি এ সংসার কি সুখ আলয়,
হরিষ কি বিষাদে পূর্ণ সুধা কি গরলময় ॥

কেন সুখে উল্লসিত কেন দুঃখেতে পীড়িত,
ক্ষণে ক্ষণে হয় চিত না হয় তার নির্ণয় ॥

সৌন্দর্য্যেরি দরশনে, যবে জুড়াই নয়নে,
যবে কুসুম আঘ্রাণে, তুষি নাসিকায়—
যবে সুধা আস্বাদন, রসনায় করে তোষণ,
বলে কি সে তখন, সংসার গরলময় ॥

যবে প্রণয়িনী সনে, প্রিয়-প্রেম সম্ভাষণে,
ভাসি সুখেরি জীবনে জীবন জুড়াই—
যবে জননী কোলেতে, থাকি পরম সুখেতে,
তখন এ সংসারেতে, দুঃখ কি সম্ভব হয় ॥

যবে দুর্নিবার রোগে দুঃসহ যাতনা ভোগে,
স্বজন বিয়োগ-শোকে, প্রাণ জ্বলে যায়—
যবে মড়কে আকালে, নাশ করে নরকুলে,
তখন কেহ কি বলে, সংসার সুখ আলয় ॥

কেন হিংসা অপ্রণয়, প্রেমে করে পরাজয়,
কেন পাপ উদয় হয়, ধর্ম্মে করি ক্ষয়—
কেন সুখ-শশধরে, দুঃখ-রাহু গ্রাস করে,
যে গড়িল এ সংসারে না বুঝি তার অভিপ্রায় ॥

প্রেম।

রাগিণী পিলু—তাল পোস্তা।

সরল অন্তরে প্রেম সাধ সহ যতন।
জগত হিতার্থে প্রেম হইয়াছে সৃজন ॥

নানা মনোহর রূপ প্রেম করি ধারণ।
জগত জনেরি প্রীতি সদা করে সাধন ॥

ভক্তি তোষে গুরুজনে, স্নেহ শিশু-মোহন।
সখ্যতা তোষে সমানে, প্রেম প্রিয়াতোষণ,
ক্ষমা অপরাধী তোষে দয়া দীনরঞ্জন ॥

দেশহিতৈষিতা করে দেশবাসী মোহন,
বীরপ্রেমে উজ্জ্বল হয় মাতৃ-ভূমিবদন,
সত্য-প্রেম সাধনেতে ধর্ম্ম হয় স্থাপন ॥

পতি-প্রেম সাধনেতে, সতীত্ব উপাৰ্জ্জন,
করিয়ে রমণী করে, চির কীর্ত্তিস্থাপন,
সতী সীতা সাবিত্রীতে, দেখ উদাহরণ ॥

বিদ্যার প্রেমেতে প্রেমী হয় যেই সুজন,
আলো করে দেশ কুল, লভে জ্ঞান রতন,
সার্থক জনম তার, সফল জীবন ॥

বিশুদ্ধ প্রেমেতে তুষ্ট, সে প্রেমিক রতন,
বিশ্ববন্ধু বলি যাঁরে বেদে করে কীর্ত্তন,
ভাল হতে ভালবাস ভেবে তাঁর চরণ ॥

দয়া ও দান।

রাগিণী সিন্ধু কাফি—তাল ঝাঁপতাল।

ধন্য সে দয়া যাহার বিরাজে অন্তরে।
অকাতরে করে দান যে পরোপকারে ॥

দানেতে পুণ্য সঞ্চয় দানেতে পাতকক্ষয়,
দানে চিরযশোভাগী করয়ে দাতারে,
তার সাক্ষ্য দাতাকর্ণ ভারত মাঝারে ॥

কাতর বিপন্ন জনে হেরি করুণ নয়নে,
যে তার দুঃখ মোচনে আকিঞ্চন করে—
ধন্য সে নরেরি সার, বদান্য-গুণ যাহার,
দীনের দারিদ্র্যভার, অভাব নিবারে ॥

পরিণয়।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালী।

মরি কি সুখের নীরে,
করিয়ে পরিণয়, ভাসে নর নারী।
দম্পতির চিত প্রেমে পুলকিত,
হয় উভয়ে প্রীত, উভয়ে হেরে।

তুষিতে উভয়ের মন, উভয়েরি আকিঞ্চন,
বেশ ভূষা ভালবাসা-বাসি দুজনে—
প্রেম আলাপনে, প্রিয় সম্ভাষণে,
যায় দুজনে সুখ-স্বরগ-পুরে॥

পবিত্র প্রেমেরি বলে, আনন্দে এ ধরাতলে,
দম্পতি জীবন, দিন করয়ে যাপন—
সুখ উপার্জ্জনে, দুখেরি মোচনে,
সাহায্য করে দুজনে পরস্পরে।

মরি কি বিধাতার কৌশল চমৎকার,
সংসার গঠনে হয়, বিবাহ বন্ধন—
প্রকৃতি পুরুষে, চির সুখ আশে,
বাঁধে পরস্পরে, প্রণয় ডোরে॥

ঔষধ এবং চিকিৎসক।

রাগ ভৈরব—তাল পোস্তা

সেইত সত্য ঔষধি শাস্ত্রেরি লিখন।
যাহে রোগ শান্তি ক'রে বাঁচায় জীবন॥

সে বৈদ্যেরি প্রধান, যার চিকিৎসা বিধান,
ব্যাধি নাশ করি করে, আরোগ্য প্রদান,
মাতৃ স্নেহে করে যেই, রোগীরে যতন,
সেইত ভিষকশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রেরি লিখন।

যত চিকিৎসার বিধি, আছে নাশিতে ব্যাধি,
এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্ব্বেদ আদি,
ও যে ব্যাধি নাশিবারে করে সব অধ্যয়ন,
চিকিৎসক-শিরোমণি সেই মহাজন।

কর্‌তে রোগ নিবারণ, দিতে রোগীরে জীবন,
সকল উপায় যে করে অবলম্বন—
ভিষককুলের সেই হয় আভরণ।
সেইত ভিষকশ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর বচন॥

কোন কামিনীর উদ্দেশে।

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালী অথবা আড়া।

আর কি হেরিব সেই নয়নরঞ্জিনী।
অকলঙ্কশশী-জিনি চিত-বিমোহিনী॥

সরলা নবযুবতী, সুশীলা লাবণ্যবতী,
মরি কি শান্তপ্রকৃতি, মরালগামিনী।

মধুমাখা সরমেরি, ঘোমটা বসনে ঘেরি,
আবরি রেখেছে তারি মুখসরোজিনী॥

প্রফুল্ল নয়ন তার, বিমল প্রেম আধার,
বহে তাহে অনিবার, সুধাতরঙ্গিণী।

প্রসন্ন মুখ-কমলে, অমিয়-সিন্ধু উথলে,
নাহি জানে কোন ছলে, মধুর হাসিনী॥

হায় কেন ইন্দ্রিয়গণ, হলোনা সবে নয়ন,
করিবারে দরশন, সে মনোহারিণী।

ধন্য সেই বিধাতার, সৃজিত হয় যাঁহার
রূপ গুণ একাধার, কুসুম কামিনী॥

প্রিয়বস্তুর অভাব।

রাগণী পিলু বারোয়াঁ—তাল ঠুংরি।

পতি বিনা সতীর কে প্রাণ জুড়াবে,
মন কে ভুলাবে।

জলধর বিনা, দারুণ পিপাসা,
চাতকের আর কে মিটাবে ॥

আলো বিনা কে আঁধার হরিবে,
জগত শোভা কে দেখাবে।

সত্য বিনা ধর্ম্ম, কেমনে রহিবে,
দয়া বিনে দীনে কে বাঁচাবে ॥

বিরহী জনের, বিরহ বেদনা,
প্রিয় সঙ্গ বিনা কে ঘুচাবে।

যার প্রিয় যে, সে বিনা তাহার,
মনের সাধ কে পূরাবে ॥

সরলয়োঃ সখি সৌখ্যমনাবিলম্।

রাগিণী পিলু—তাল খেম্‌টা।

সরলে সরলে পিরীতি রহে চিরদিন।
কুটিলে কুটিলে প্রেম হওয়া স্থকঠিন॥

যদি সরলে কুটিলে, প্রেম-মিলনেতে মিলে,
অচিরে পার্থক্যজলে ভাসে দুই জন—
কুটিল ধনুর সনে সরল শরমিলনে
ছাড়া ছাড়ি হয় দুজনে পরশনক্ষণ।

কহে গঙ্গাধর আদরে রসিক প্রেমিক বরে
দিওনা মন কাহারে (আগে) না জেনে তার মন॥

সখিগণের নিকট শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের পরিচয়।

রাগিণী মূলতানী—তাল আড়া।

দিব কি সজনী তার, পিরীতেরি পরিচয়।
গভীর প্রেম-সিন্ধুর, আধার তার হৃদয়॥

আঁখিতে মিলিলে আঁখি, তিরপ্তি না হয় দেখি,
নাহি পালটে সে আঁখি, সদা অনিমিষে রয়।

মম বসনে বসন করাইতে পরশন,
ধুইবারে সে বসন একই রজকে দেয়—
আমি নাহিলে নদীতে, সে নাহে মোর পাশেতে,
মম অঙ্গ ধোয়া স্রোতে আহ্লাদে কেলি করয়॥

মম অঙ্গ সমীরণ, যে দিকে বহে যে দিন,
সে দিকেতে সে, সে দিন কত ছলেতে বেড়ায়—
শুনিলে বচন মোর পুলকে সে হয় ভোর,
পুনঃ পুনঃ শুনিবারে শ্রবণ পাতিয়ে রয়।

আদরে তুষিতে মন করে যে কত যতন
অন্তর খুলিয়ে মোরে মন প্রাণ সমর্পয়—
সুচারু প্রিয়দর্শন রমণী-মনোমোহন,
আছে কি আর তেমন সুখ-সিন্ধু রসময়॥

মদনের প্রতি কুলকামিনীর উক্তি।

রাগিণী সোহিনী বাহার—তাল আড়া।

কেন হে মদন তনু দহিছ আমারি।
নহি হর, তব বৈরি, আমি কুলনারী॥

নহে মোর শিরে জটা, এ যে কবরী আঁটা,
তাহে ফুলহার ছটা, নহে গঙ্গাবারি।

এ নহে ললাট' পর নিরমল শশধর,
এ যে মণি অলঙ্কার, কিরণ তাহারি॥

যুগল ভ্রূ মাঝারে কাজলেরি বিন্দু হেরে,
ত্রিনয়ন ভ্রমে কি মোরে বল শূলধারী।

নীল কণ্ঠ নয় আমার, এ যে মরকত হার,
নীল আভা লাগি তার নীল রং কণ্ঠেরি॥

নহে মোর ফণী গলে, এ যে মণিহার দোলে,
নহে ভস্ম অঙ্গোপরে, এ যে গন্ধবারি।

এ নহে ডমরু করে এ কেলিকমল করে,
নাহি পরি বাঘছালে, এ যে পাট সাড়ি॥

অবলা ক্ষীণে পীড়িত করা কি তব উচিত,
নারী বধে নহে ভীত, চিত কি তোমারি ॥

কোন অনাদৃতা নায়িকার খেদ।

রাগিণী বাগেশ্বরী — তাল আড়া।

সে যদি যাতনা দেয় ভালবাসি যারে।
সে যাতনা যায় না ত বিনা তার সমাদরে ॥

চিরদিন যার লাগি হইয়াছি সর্ব্বত্যাগী।
না হলে তার সোহাগী দুঃখে প্রাণ বিদরে ॥

যারে মম প্রাণ মন করিলাম সমর্পণ,
হৃদে যার রূপ ধ্যানে বঞ্চি নিশি দিন—
বিহনে তার যতন ক্ষোভানলে দহে মন।
বাসনা করি মরণ প্রিয়তমের অনাদরে ॥

বিরহকাতরা নায়িকার উক্তি।

রাগিণী কালেংড়া—তাল খং।

সখিরে!
আর না সহিতে পারি,
দুঃসহ বিরহ জ্বালা তাহারি।

আগ্নেয়গিরি সম, জ্বলিছে হৃদয় মম,
ফাটিছে তাহে মরম নিবারিতে নারি॥

শশীর শীতল আলো, চন্দন মলয়ানিল,
পরশে হয় প্রবল যাতনা জ্বালারি।

প্রাণ যায় মরি জ্ব'লে, নিভাও সখি এ অনলে,
সিঞ্চিয়ে তাহে কৌশলে মিলনেরি বারি॥

মান-ভঞ্জন।

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া

মান উপজিল কেন বল প্রণয়িনী।
দুঃখমেঘাচ্ছন্ন কেন, সুধাংশুবদনী॥

মধুকর সরোবরে, মুদিত নলিনী হেরে,
ভাসে সে নিরাশ-নীরে, কাতর অন্তরে—
তেমতি কাতরান্তরে, ভাসি নিরাশ-সাগরে,
হেরিয়ে মলিন তব মুখ-সরোজিনী।

তব অঙ্গপরশনে জুড়ায় তাপিত প্রাণ,
শীতল করে দারুণ মদনজ্বলন—
তাই তোমারি চরণ করি এ শিরে ধারণ,
বিকাশ কমলানন মধুর হাসিনী ॥

রাজকুমারী তারার সহিত পৃথ্বীরাজের বিবাহের সম্বন্ধ হইলে সখীকৃত মঙ্গল সূচক গান।

(তারাবাই হইতে উদ্ধৃত)

রাগিণী বাহার—তাল খেমটা।

কবে হবে দিন এমন,
শুভক্ষণে মিলাইবে মণিস্তে কাঞ্চন।

শশীর কোলেতে বসি, কুমুদিনী মৃদুহাসি,
প্রণয়-সলিলে ভাসি জুড়াবে নয়ন,

জুড়াবে নয়ন গো কবে জুড়াবে নয়ন,
নলিনীর সঙ্গে রবির হবে গো মিলন।

কবে বিধি সদয় হবে, যোগ্যে যোগ্যা মিলাইবে,
হেরে আঁখি জুড়াইবে দম্পতি মিলন।
দম্পতি মিলন গো সেই প্রিয়-দরশন,
তারা-পৃথ্বীরাজে হর-গৌরীর মিলন ॥

তারার খেদ-উক্তি।

(সহমরণ যাইবার সময়)

রাগিণী কালেংড়া—তাল কাওয়ালী।

ক্ষমা কর প্রাণনাথ তোমারি অধিনী জনে।
কাতরে করি মিনতি ধরিয়ে তব চরণে ॥

অবলা রমণী জাতি না জানি পূজিতে পতি,
পদে পদে অপরাধী আছি হে তব সদনে।

আসিতে বিলম্ব দেখি মানে কি মুদিলে আঁখি,
আর কি দাসীরে নাথ, হেরিবেনা এ নয়নে—
বলহে পরাণপতি কি হবে দাসীর গতি,
কেমনে ধরিবে সতী জীবন পতি বিহনে ॥

তব প্রেম সোহাগিনী, তোমারি চির সঙ্গিনী
তোমা ছাড়া একাকিনী ধরায় রবে কেমনে।
লহ নাথ টানি কোলে এসো প্রণয়িনী ব’লে,
যাইব যাইব চলে নাথ হে তোমারি সনে॥

সতরঞ্চ খেলা।

রাগিণী ভৈরবী—তাল পোস্তা।

বলিহারি শতরঞ্চ কি অদ্ভুত রচন।
খেলা মাঝে রাজা-খেলা নাহিক তার তুলন॥

সংগ্রাম খেলার ছলে কি কৌশলে কি শৃঙ্খলে,
সমক্ষেত্রে সমবলে দুই দলে করে রণ।

গজ তুরঙ্গ পদাতি রণতরি সেনাপতি,
চতুরঙ্গ নামে খ্যাতি সমর উপকরণ॥

এ খেলায় বিপক্ষ দলে পরাজয় বুদ্ধি বলে
যে করে, তার সকলে করয়ে যশ কীর্ত্তন।

কহে কবি গঙ্গাধরে ধন্য সেই এ সংসারে।
ভবের খেলায় যেই পারে মাত করিতে শমন॥

কন্যাদায় ও পাশকরা ছেলে।

রাগিণী মুলতানী—তাল খেম্‌টা অথবা কাওয়ালী।

বড় বেজায় দর বাড়ালে বরের বিশ্ববিদ্যালয়।
বাঙ্গালায় কন্যাদায়, যত গৃহস্থ লোকেতে সারা
হয়॥

না হতে এণ্ট্রান্‌স্‌ পাশ,
চায় গো রূপার থাল গেলাস,
বি-এ'য় সোনার ঘড়া গাড়ু, এম-এ'তে সর্ব্বস্ব চায়॥

একটী মেয়ে কর্‌তে পার,
হয়গো লোকের টুক্‌নী সার,
ভিটে মাটী গহনা গাঁটি, ঘটী বাটি কিছুনা রয়॥

কনের বাপ বর কর্ত্তারে,
বলিছে মিনতি ক'রে,
তোমার গাঁটকসার চাপন, আমার ক্ষুদ্র প্রাণে
নাহি সয়।

ছি ছি বঙ্গবাসিগণ,
ঘৃণাতে কি পোড়ে না মন,
পাঁটা পাঁটীর সমান করে কি, ব্যাটা বেটি বেচ্‌তে
হয়॥

আগমনী।

১৯শ শতাব্দীর রুচি অনুযায়ী হাস্য ও ভক্তি রস মিশ্রিত।

রাগিণী বাহার—তাল খেম্‌টা।

এলে মা নরলোকে আর তোমায় দিব না যেতে।
যতন ক'রে রাখব তোমায় হৃৎকমলের মাঝারেতে॥

সুগন্ধি তৈল কিনে দিব, কলের জলে স্নান করাব,
পরিয়ে বারাণসী সাড়ি সকাল সকাল দিব খেতে।

মহিষাসুর বেটারে সোঁদর বনে দিব ছেড়ে,
রেখে আস্‌ব সিংহীর পোরে আলিপুরের
বাগানেতে।

সোনারচাঁদ কার্ত্তিক গণেশে, সাজাইব রাজবেশে,
তাদের ইঁদুর ময়ূর তাড়িয়ে দিয়ে চড়াব বর্গী পনিতে॥

তোমার জোরে বাঁধ্‌ব ঘরে, চঞ্চলা কমলারে,
বীণাপাণিকে আদরে বসাব কণ্ঠমূলেতে॥

সদাশিবের পায়ে ধরে আন্‌ব স্তব স্তুতি করে,
যতন করে রাখব তাঁরে, ঘরজামাই করে ঘরেতে।

শ্মশানবাস ছাড়াব তাঁরে, রাখিব মণিমন্দিরে,
দ্রাক্ষারস দিব খেতে, ধুত্‌রো গাঁজার বদলেতে ॥

শ্রদ্ধা-গন্ধ ভক্তি-ফুলে, পূজব' তোর চরণকমলে,
জ্বেলে জ্ঞান-দীপমালা উজ্জ্বল করব' ভারতে।

তুমি মা থাকলে ঘরে কেবা শমনে ডরে,
কাল বেটা ধরতে এলে তাঁকিয়ে দিব বজোরেতে।
যদি না জোরে পারি, লুকাব তোর শ্রীপদেতে ॥

বিজয়া।

মেনকার উক্তি।

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

কেমনে ধরিব প্রাণ পোহালে নবমী নিশি।
নিশ্চয় আসিয়ে শিব, লয়ে যাবে উমাশশী ॥

উমামুখ-শশধরে, হেরে নয়নচকোরে,
শীতল করেছি মোর তাপিত পরাণ—

বিদায় দিব কেমনে, প্রাণাধিকা উমাধনে,
যার অদর্শনে হেরি, জগত আঁধাররাশি।

শঙ্করীর আগমনে, উৎসব গিরিভবনে,
উল্লসিত সর্ব্বজনে, আনন্দে মগন—
হায় কি কপাল মন্দ, এ আনন্দে নিরানন্দ,
হরিবে সে সুখচন্দ্র, প্রভাতে বিজয়া আসি॥

অপত্য-স্নেহে কাতর করি জননী অন্তর,
যেজন করে জীবেরে, লালন পালন—
দৃঢ়ভক্তি সহকারে, মাতৃভাবে ভাবি তাঁরে,
তাঁর প্রেম-সুধাপানে, মজ মন দিবানিশি॥

বিজয়া।

হাফ্ আকড়ায়ের সুর।

ছাড়ি প্রাণাধিকা উমাধনে, জীবনে কেমনে
আর ধরিব বলে কাঁদে বিনাইয়ে
মেনকা গিরি ভবনে

যদি যাবে গৌরি, কোল ছাড়ি মায়েরি,
প্রাণ উমা গো, কৈলাস পুরি—
আগে লয়ে যাও বধে মায়, প্রাণ পুতলিকায়,
নৈলে বল কিসে গো মা প্রাণ ধরি।
তুমি ত জননী মন জান মা—
মা হয়ে মায়েরি মনে, যাতনা দিবে কেমনে,
জগত জননী তুমি প্রাণ উমা—
আমি কেমনে মা তোরে দিব বিদায়।
একবার আয় মা উমা কোলে আয়॥

জননী অন্তরে, স্নেহ সঞ্চার করে,
তুমি গো মা, পাল' এ সংসারে—
একে মৈনাকের শোকানল-দাবানলে,
জ্বলে প্রাণ সে অনলে, প্রাণ উমা গো—
আবার তোমারি বিচ্ছেদে প্রাণ বাহিরায়।
একবার আয় মা উমা কোলে আয়॥

শেষবিবাহ।

রাগিণী বাহার—তাল খেম্‌টা

কবে হবে দিন এমন।
শান্তিদেবীর সঙ্গে হবে বিবাহ মিলন

স্বজনের স্কন্ধে চড়ি যাইব কনের বাড়ী,
সঙ্গে যাবে বরযাত্রী হরি সংকীর্ত্তন—
হরিসংকীর্ত্তন গো হরিনাম সংকীর্ত্তন,
জাহ্নবীর তীরে হবে বরেরি আসন ॥

কন্যাকর্ত্তা শূলপাণি, কন্যাকর্ত্রী ভবরাণী,
আপনি করিবেন তিনি কন্যাটি অর্পণ—
মন্ত্র পড়াইবেন আসি স্বয়ং হুতাশন,
স্বস্তি বলিয়ে শান্তি করিব গ্রহণ ॥

আসিবে ভক্তি সুন্দরী সঙ্গে মুক্তি সহচরী
আর যে কত সুন্দরী কর্‌বে আগমন,
দয়া ক্ষমা মৈত্রী আদি দেব কন্যাগণ
দেব-কন্যাগণ গো তারা রমণী রতন।
করিবে সকলে মিলে বাসর জাগরণ ॥

জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পত্নী বিয়োগে

রাগিণী মুলতানী—তাল আড়া।

বঙ্গ মহিলার মাঝে জয়কৃষ্ণ-মোহিনী।
কিবা সুচরিত্র চিত্র চিত্ত-বিমোহিনী ॥

বিদ্যাবতী গুণবতী শিল্পেতে নিপুণা অতি,
সাধ্বী পতিরতা সতী প্রিয়ভাষ-ভাষিণী ॥

কর্‌তে,—
দীনেরে দান গোপনে, ব্রত-ধর্ম্ম-আচরণে,
তীর্থ স্থান পর্য্যটনে ছিল গো তৎপরা—
বহুকাল পূরি আশে থাকি স্বামি-সহবাসে
(ভুঞ্জি সুখ)
গেল পরলোক বাসে } সুপুত্র প্রসবিনী ॥
গেল নিজ সুখবাসে }

৺অনারেবল দিগম্বর মিত্র

রাগিণী মুলতানী—তাল আড়া।

মান্যবর দিগম্বর কৌন্‌সিলের মেম্বর।
(বাংলার কৌনসিলের মেম্বর)
অতুল বিদ্যার আলো বিস্তারে বঙ্গ ভিতর ॥

স্বনাম পুরুষ ধন্য জ্ঞানিজন অগ্রগণ্য
সভ্যতা সৌজন্য গুণে ভূষিত কলেবর ॥

আর
ক'জন তেমন বিজ্ঞ সাহসী রাজনীতিজ্ঞ
সুধীর স্থির প্রতিজ্ঞ আছে বঙ্গ মাঝারে—

কায়স্থ-কুলতিলক দেশের গৌরবালোক
সজ্জন মনতোষক মিত্রবংশ-শশধর ॥

তাড়কাবধে বিশ্বামিত্রের সহিত শ্রীরাম লক্ষণের বিদায়।

রাণী কৌশল্যার উক্তি ঃ—

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

রেখ মা কল্যাণে কালী শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
বিপদে উদ্ধারিও মা পদছায়া বিতরণে ॥

তুমি গো বিশ্ব জননী, জীবগণের পালিনী,
বিশ্বেরি কল্যাণী তুমি, প্রণমি তব চরণে ॥

জননীর স্তনে ক্ষীর, অন্তরে স্নেহের নীর
পালিতে সন্তানে গো মা করেছ সৃজন—
তোমারি আজ্ঞা পালনে চাহি ভিক্ষা ও চরণে
নিরাপদে রেখ গো মা তব দাসীর সন্তানে ॥

কালীপ্রসন্ন ঘোষ ঃ—জোড়াবাগান।

রাগিণী সিন্ধু—তাল মধ্যমান।

কালী সুপ্রসন্না যাঁহারে।
ধন্য সেই ভাগ্যবান জগত সংসারে ॥

জ্ঞানে পুণ্যে সৌজন্যে, নানা সৎগুণ ভূষণে
সুচারু ভূষিত কিবা করে তাঁহারে ॥

নানাবিধ পুরস্কার উপার্জ্জনে অনিবার
হয় গো বাসনা তাঁর হৃদি মাঝারে ॥

কি কবিত্ব, কি বীরত্ব, কি মহত্ত্ব পুরুষার্থ
লভিতে প্রবলতর আশা সঞ্চারে ॥

যিনি বিশ্বের প্রসূতি, হলে তিনি কৃপাবতী
কিসের অভাব তাঁর, সংসারাগারে ॥

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের নিদ্রাভঙ্গ উপলক্ষে।

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালী।

শয়ন ত্যজিয়ে অলস ভাঙ্গিয়ে
উঠহে ভিষক-চূড়ামণি।
উঠহে ভিষক-চূড়ামণি ॥

হইল প্রভাত হাসিছে জগত
উদিত গগনে দিনমণি,
হলো উদিত গগনে দিনমণি ॥

রোগী আতুর কত পীড়ায় হয়ে পীড়িত
তব দ্বারে উপনীত হয়েছে—
তব দরশন আশে রয়েছে সকলে বসে
মেঘ আশে চাতক যেমনি,
রহে মেঘ আশে চাতক যেমনি ॥

পোহাইল শর্ব্বরী উঠহে ত্বরা করি
তব তৃষিত গণেরে হের আসি—
চিকিৎসা করি দান, রাখি রোগীর প্রাণ
পুণ্যস্রোতে ভিজাও হে অবনি,
কর পুণ্যস্রোতে প্লাবন অবনি ॥

স্যার এস্‌লি ইডেন।

বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণর।

রাগিণী মুলতানি— তাল আড়া।

ধন্য স্যার ইডেন তুমি বঙ্গের সুশাসনপতি
অনাথ প্রজাপুঞ্জের তুমিহে পরমগতি ॥

নীলকর উৎপীড়নে জর্জ্জরিত প্রজাগণে
যতন সাহায্য দানে তুমিহে করেছ স্থিতি ॥

হে—
অতুল দয়া বিতর বঙ্গবাসীর উপর
পালহে প্রজানিকর সন্তান সমানে—
সাধি বঙ্গেরি উন্নতি হও তার প্রিয় অতি
বাড়িবে তব সুখ্যাতি জ্বলিবে গৌরব জ্যোতিঃ ॥

বঙ্গ-বিচারপতিগণের একত্র মিলন

২৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩ সাল।

রাগিণী বাহার—তাল খেমটা।

হেরে জুড়ায় নয়ন,
বঙ্গ বিচারপতিগণের একত্রে মিলন।
বঙ্গবাসীর পরস্পরে প্রেমেরি মিলন ॥

কৈশোরের প্রণয়-মুকুল যৌবনে আজি ফুটিল
ফলিবে তাহে সুফল দেশে অগণন,
দেশহিতৈষিতারূপ অমূল্য রতন ॥

ভারতবাসী পরস্পরে অকপট অন্তরে,
প্রেমের অচ্ছেদ্য ডোরে করিছে বন্ধন—

পরস্পরে জানাজানি গুণেরি গ্রহণ,
গুণেরি গ্রহণ করে গুণ আস্বাদন,
স্বদেশ-প্রেম-সলিলে হইয়ে মগন ॥

নৃপেন্দ্রনারাণ ভূপ মরি কি অপরূপ,
স্বদেশীগুণ গ্রহণের সদুদাহরণ,
বলরামে রাজসভা করিল ভূষণ,
করিল ভূষণ গো তারে সভার ভূষণ,
বিচারপতির পদে তারে করিল বরণ

সন্ন্যাস।

রাগিণী লুম—তাল একতালা।

জ্ঞান বিহনে প্রেম সাধনে সুফল নাহি ফলেরে ;
কর্ম্মযোগ বিনা ভক্তি মুক্তিপ্রদ নহেরে ॥

সত্যেরি বিহনে ধর্ম্ম অর্জ্জন নিষ্ফলরে।
ধর্ম্ম বিনা নিত্য সুখ হওয়া কি সম্ভবেরে ॥

দেখি
নেড়া নেড়ীর সন্ন্যাস পরে কৌপিন বহির্ব্বাস
করে সন্ন্যাসে ভোগ বিলাস হায় কি বিষম রে ॥

এরা হরিসংকীর্ত্তন গায়, তালে তালে "দশা" পায়
করে হরির শ্রাদ্ধ আপন শ্রাদ্ধ,
সেবা দাসীর পায়েরে ॥

আছে কৃষ্ণার্জ্জুন সম্বাদেতে উপায় শান্তি পাইতে
কর্ম্মযোগ জ্ঞান ভক্তি নিষ্কামে মিশায়েরে ॥

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার আবিষ্কারক ডাক্তার হানিমানের জন্ম-তিথি উপলক্ষে।

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

প্রেম উপহার লহ হে গুণ-নিধান
মানব-যাতনাহারী সাধু হানিমান ॥

আজি তোমারি উৎসবে, আমরা বান্ধব সবে
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে করি তব গুণগান ॥

তোমার অমর নাম যশকীর্ত্তি গুণগ্রাম
রহিবে এ ধরাধামে চির বিদ্যমান ॥

হোমিওপ্যাথির উন্নতি সাধনেহে মহামতি
তব সম জন যেন সঁপে মন প্রাণ ॥

ভারতবর্ষের গভর্ণরজেনারেল লর্ড রিপনের পীড়া হইতে আরোগ্য লাভে।

রাগিণী মুলতানী—তাল আড়া।

গাওহে ভারত জন ধরি সবে একতান
লর্ড রিপন কল্যাণে মঙ্গলাচরণ গান॥

কৃপাকণা বিতরিয়ে শঙ্কটেতে উদ্ধারিয়ে
ঈশ্বর করিলেন তাঁরে আরোগ্য-সুখ প্রদান॥

এমন দয়ালু ধার্ম্মিক সুজন লর্ড রিপনের মতন
ভারত শাসন জন্য আসে কদাচন—
তাঁর শুভ আগমনে হিন্দুস্থানে পদার্পণে
শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা হল দেখ বিদ্যমান॥

আছে বিজিতোপরে জেতার যতরূপ অত্যাচার
অবিচার সব সংহার হইবে এবার—
ভরসা হতেছে মনে তাঁর সুরাজ-শাসনে
ভারতবাসিগণের হবে দুখনিশি অবসান॥

এখন নীরোগ স্বচ্ছন্দ হয়ে প্রিয় পরিবার লয়ে
থাকুন ভারত আলয়ে পরম সুখেতে—
আয়ু যশে পুণ্যে মানে বাড়ুন সুখে দিনে দিনে
একান্ত কামনা মনে ভগবান সন্নিধানে॥

ভগবানের ধ্যান।

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

জয় জগতবন্ধু করুণাসিন্ধু জয় জয় নারায়ণ।
অধমত্রাণ জগতপ্রাণ পতিত-পাপি-পাবন ॥

জ্যোতির্ম্ময় তিমিরহারী বিশ্বকেন্দ্রিতাপন
নিখিল ভুবনদীপ্তিকারী বিশ্বভারধারণ
সর্ব্বভূতজীবন—
ভ্রম নাশ কর্ম্মপাশ ঘুচাও করি কৃপা বিকাশ
জ্ঞানজ্যোতি ধর্ম্মবৃত্তি ভক্তি কর দীপন ॥

যুগে যুগে ধর্ম্মরক্ষণে নব নব রূপ ধারণ
জ্ঞানপ্রকাশ দুষ্টে নাশ সাধু শিষ্ট পালন—
তাপহারি প্রেমবারি বিতর ভক্তহৃদিবিহারি
দীন তমো কলুষ নাশ দাসত্রাসবারণ ॥
(রোগ শোক পাপ ভোগ সর্ব্ব দুঃখ মোচন ॥)

রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর

রাগিণী মূলতানী—তাল আড়া।

ধন্য হে বঙ্গ গৌরব সৌরীন্দ্রমোহন।
রাখিলে অক্ষয় কীর্ত্তি সঙ্গীত কার সাধন ॥

তব যত্ন আকিঞ্চন লোপাম্বুধি হতে পুন
উদ্ধারিল হারাধন আর্য্যসঙ্গীত রতন ॥

হে
তোমারি গুণসৌরভে আমোদিত হল সবে
সভ্যতম দেশবাসী যত মহাজন—
সবে ধরি এক তান তব যশ করে গান
আদরে কত সম্মান তোমারে করে অর্পণ ॥

"God save our Gracious Queen"

এই গীতের অনুবাদ।

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালী।

রাখ নিরাপদে উদ্ধার বিপদে হে জগপতে মহা-
রাণীরে।
দয়াময়ী আমাদের রাণীরে॥

হয়ে চিরজীবিনী বেঁচে থাকুন তিনি কামনা করি
সবে অন্তরে।
হে রক্ষ পরমেশ্বর রাণীরে ॥

জয়ে সুখে মহিমায় ভূষিত করি তাঁহায় সুদীর্ঘ—
কালেরি তরে আমা সকলের—

কর তাঁরে পালিনী সুশাসনকারিণী, স্নেহময়ী
জননী সমান করে।
হে রক্ষ রাণীরে প্রভু রক্ষ তাঁরে ॥
হে অরি ঘাতন } করহে পতন ছিন্ন ভিন্ন তাঁর
উঠহে জনার্দ্দন }
বিপক্ষ নিচয়—
কল্যাণে রাখ তাহারে যে বীর সাহস ভরে প্রাণ-
পণে রাণীতরে সংগ্রাম করে,
মানি সবে নত শিরে তব অসীম শক্তিরে রক্ষহে
প্রভুহে আমা সবারে॥
হে জগদীশ্বর কল্যাণবর কর বরিষণ কর ভিকটো-
রিয়া পরে
স্বাস্থ্যে যশে কুশলে রাখহে তাঁরে মঙ্গলে বৎসরে
বৎসরে যুবাগণ মুখে,
সর্ব্বত্রে আনন্দ তান তারি কল্যাণ গান শুনায়ে
সুখিনী কর তাঁহারে ॥
প্রত্যেক রাজহন্তার অস্ত্র হইতে তাঁর জীবন শরীর
করিলে রক্ষণ—
রক্ষ তাঁরে কৃপা করে সব হানি হতে দূরে দেবদূত
গণে ঘেরে দিবা শর্ব্বরী—
কোটী কোটী প্রজাগণে ভকতি সহিত মনে তব
সন্নিধানে প্রার্থনা করে,
হে রক্ষ পরমেশ রাণীরে ॥

(মারিভয়ে গেয়)
ওহে দয়াময় হর মারি ভয় দেশ উৎসন্ন হয় মড়ক
পীড়ায়—
তব পীড়াপ্রদকর কৃপা করিয়ে সম্বর করুণা বিতর
এদেশ উপর—
শঙ্কটে পড়িয়ে হায় পিতঃ হে ডাকি তোমায় উদ্ধার
আমা সবায় অচিরে ॥

(বিদ্রোহে গেয়)
হে আর মর্দ্দন করহে নিধন ছিন্ন ভিন্ন তাঁর কর
রিপুচয়—
রাজদ্রোহীরে সংহার ভাঙ্গ তার কুচক্র ছেদন
করিয়ে তার পক্ষ সমুদয়—
সকল শক্তি আধার তুমি রাজ রাজেশ্বর তুমিহে
শাসন কর সবারে।

অপরিতৃপ্তা নায়িকার প্রভাতজনিত বিরহবেদনা।

রাগিণী ললিত— তাল আড়া।

বিনয়েরি বশ যদি হইত যামিনী।
দুঃসহ বিরহ তবে সহে কি কামিনী ॥

কাদম্বিনী সানুকূল হতো যদি সর্ব্বকাল
তবে কি তৃষায় আকুল হয় চাতকিনী ॥

অবলারি মন দুঃখে দুঃখিতা করি নিশাকে
দিতেম্‌না হতে তাহাকে ত্বরিত প্রভাত—
উঠিতনা দিনমণি যেতনা সে গুণমণি
পূরিত রমণী সাধ বাড়িলে রজনী ॥

বিদ্যাসুন্দর হইতে—

মালিনীর প্রতি সুন্দরের উক্তি—

রাগিণী কালেংড়া—তাল একতালা।

"সোহাগের হার গাঁথা এত ফুল গাঁথা নয় মাসী"।
দেখাবো এ হারে তারে কত ভালবাসি ॥

যতন ফুলেরি ধরে প্রেমেরি চিকণ ডোরে
গেঁথেছি দিয়ে এ হারে ভালবাসার ফাঁসি ॥

পরিলে গলে এ মালা প্রেমেরি তরঙ্গ মালা
উথলে বালা যুবতীর যৌবন-সলিলে—
বিলাস সুখেরি আশে যায় নারী পতি পাশে
মন্মথ উল্লাসে হেসে প্রমোদেরি হাসি ॥

লর্ড নর্থব্রুক্ (পত্রাঙ্ক ৩৯)

ENGLISH TRANSLATION BY MR. O. C. DUTT.

O blest be thou Lord Northbrook,
Kind heart and open hand—
How many owe their lives to thee
For famine sway'd the land ?

Just ruler of the people,
Their father—not in name,
New lustre thou hast given to
The light of England's fame.

Since God-like Canning left our shore,
We have not seen like thee :—
So true a friend of our dear land
Nor e'er again shall see.

Despising ease to stricken spots
God's angel thou didst go,
Feeding the starving millions
Hushing their wail of woe.

Our hearts are full of gratitude,
Our eyes with tears are full ;—
And fair Bengal's peace-loving sons
Chant loud their grateful hymn.

May every blessing, every gift
Kind heaven vouchsafe to thee,
Long life and happiness be thine
Wherever thou mayst be.

যুবরাজ প্রিন্সঅব্ওয়েলসের আগমনে মঙ্গলাচরণ।

(পত্রাঙ্ক ৩৮)

ENGLISH TRANSLATION BY BABU NABOKISSEN GHOSE.

I

Hail blessed Prince, august, Victoria's son and Heir,
Whose brow is destin'd Albion's glorious crown to wear!
At thy auspicious advent to this wide domain,
See joy and mirth in every Indian homestead reign!

II

Since India's sceptre pass'd into Britannia's hand,
No Royal presence e'er has grac'd this distant land!

How blest, supremely blest is, then, this happy day,
When at thy sight with rapt'rous joy she melts away!

III

Oh thou, our King to be! with gen'rous love and true,
Thy future subjects in this Eastern region view!
Remember us e'en when thou wilt ascend the throne,
Oh think of us then kindly and make us thine own.

IV

Yes, make our welfare, then thy care and constant aim,
And so add lustre fresh to Britain's glorious name!
Bengala greets thee thus and with her greetings prays,
The King of Kings may bless thee, Prince, with length of days!

পত্রাঙ্ক (১২৪)

GOD SAVE OUR GRACIOUS QUEEN

BY BABU NABOKISSEN GHOSE.

God save our Gracious Queen,
Long live our noble Queen,
God save the Queen,
Send Her Victorious,
Happy and Glorious,
Long to reign over us,
    God save the Queen.

O ! Lord our God arise,
Scatter Her enemies,
And make them fall.
Bless thou the brave that fight,
Sworn to defend Her right,
Bending we own Thy might,
    God save us all.

Thy choicest gifts in store,
Still on Victoria pour,
Health, Peace and Fame.
Young faces year by year
Rising Her heart to cheer,
Glad voices far and near,
Blessing Her name.

Saved from each traitors arm,
Thou Lord God Her shield from harm,
Ever hast been.
Angels around Her way,
Watch while by night and day,
Millions with fervour pray,
God save the Queen.

(At the time of Pestilence.)

O ! Lord our God arise,
Help when destruction flies,
Swift o'er us all.
Stay Thine afflicting hand,
Heal Thou our stricken land,
Father in grief we stand,
On Thee we call.

(At the time of Rebellion.)

O ! Lord our God arise,
Scatter Her enemies,
And make them fall.
Break Thou rebellion's wings,
Almighty King of Kings,
Ruler of all.

Farewell song to Mr. James Routledge, the Editor of the Friend of India, by the natives of India.

(পত্রাঙ্ক ৪৩)

(English Translation by Dr. Mahendra Lal Sircar, C. I. E. &c.)

(For) doing (a) friend's service, (thou) hast bound, (yea) hast bought Hindustan, and shalt, (oh !) Routledge dear, remain (enshrined) in our hearts.

Love of virtue, love of truth (it is) thou hast shown ; abuses of administration hast fearlessly exposed ; the Kuka-slaying Cowan, the law-slaying Forsyth hast brought to justice.

The lamp of Britain's glory (thou) hast brightened ; removed from her (crown)—(i.e., saved her from)—stains of injustice ; (thus hast thou) established in Hindustan a monument of deathless fame.

The function of the Journalist thou well hast performed ; hast never known partiality nor selfishness. (Oh !) when will all (thy colleagues) be like thyself.

Safely arrived at home, float on the waters of bliss. May God keep thee in everlasting happiness. (And oh !) keep in mind India as thine own.

তারা বাই।

ঐতিহাসিক নাটক।

মহাত্মা কর্‌নেল্ টড্ সাহেবের প্রণীত রাজস্থান হইতে
সংগৃহীত।

৺গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা ঃ

ইং ১৯১৬।

উপহার।

পতিপ্রাণা বীরাঙ্গনা তারার চরিত্র,
নাটক-পটেতে তার করিয়ে সুচিত্র,
আদরে বঙ্গ-মহিলাগণেরি সদন,
উপহার রূপে করিলাম সমর্পণ।
প্রার্থনা করি গো আমি সবার নিকট,
দর্শন করেন যেন সকলে এ পট।
তারার মোহিনী মূর্ত্তি ভাবিয়ে অন্তরে,
"তারা" হতে সাধ যেন সকলেতে করে।
তা হ'লে হিন্দুর পুনঃ গৌরব-তপন,
বঙ্গের আকাশে আসি দিবে দরশন।
সতীত্ব, বীরত্ব, দেশহিতৈষিতা আলো
জ্বালিয়ে, দেশের মুখ করিবে উজ্জ্বল।
হায়! কবে দেখিব রে ভরিয়ে নয়ন,
বীরপত্নী বীরমাতা বঙ্গ যোষাগণ।
হয় যেন বঙ্গনারী সবে বীরাঙ্গনা,
গঙ্গাধর শর্ম্মণের একান্ত বাসনা॥

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ ঃ

সুরতান ... ... বেদনোরের পদচ্যুত রাজা।

চাণক্য ... ... সুরতানের মন্ত্রী।

কুমার পৃথ্বিরাজ ... চিতোরের অধিপতি রায়মল্লের পুত্র।

রণ বীর
শত্রুঘ্ন } ... পৃথ্বিরাজের সহচর সরদারগণ।
সংগ্রামদেব

প্রাভুরাও ... ... পৃথ্বিরাজের ভগ্নীপতি।

লীলা } ... বেদনোরের অপহারক পাঠান সরদার।

দূত, দৌবারিক, রাজপুতসৈন্য, পাঠানগণ, তাজিয়া বাহক,
বাদ্যকর, নাগরিকগণ, কবি, কবিরাজ,
গায়ক, অনুচর, ইত্যাদি।

স্ত্রী ঃ

তারা বাই ... ... সুরতানের কন্যা।

রোহিণী ... ... তারার সখী।

পার্ব্বতী ... ... পৃথ্বিরাজের ভগ্নী, প্রাভুরায়ের পত্নী।

নর্ত্তকী, ইত্যাদি।

তারা বাই।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

টাডাটঙ্ক নগরের অন্তঃপাতী তক্ষশিলার নিবিড় কানন মধ্যে
সুরতানের গুপ্ত বাসস্থান।

(সুরতান এবং চাণক্য আসীন।)

সুর। দেখ মন্ত্রিবর! আর যাতনা সহ্য হয় না! আমি যে রাজ্যচ্যুত হ'য়েছি সে জন্য নয়, আর রাজভোগে বঞ্চিত হয়ে এই যে বনবাসের দারুণ কষ্ট ভোগ করছি সে জন্যও নয়, কেবল প্রজাবর্গের হাহাকার কাতর ধ্বনি, দিবানিশি আমার হৃদয়কে দাবানলের ন্যায় দগ্ধ করচে। হায়! দুর্ব্বৃত্ত, বিধর্ম্মী যবনপীড়নে তা'রা যে কি ক্লেশই ভোগ করচে তা' ভাবলে আমার অন্তঃকরণ আর কোন ক্রমেই ধৈর্য্যাবলম্বন করতে পারে না,—আমি অস্থির হই! (সজল নয়নে) হা বিধাতঃ! তোমার মনে এই ছিল! আমার প্রাণাধিক প্রজা-বর্গের দুর্ভাগ্য-রজনীর কি আর শেষ হ'বে না? হায়! হায়! হায়!

চাণ। রাজন্, ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। ভবাদৃশ মহাত্মাদের অবস্থার পরিবর্ত্তনে এরূপ ব্যাকুলচিত্ত হওয়া কখনই উপযুক্ত নয়। নরেশ্বর! পুরাণ ইতিহাসাদির কথা স্মরণ করে দেখুন, চিরকাল কখন মনুষ্যের অবস্থা একভাবে যায় না; চক্রনেমির গতির ন্যায় সুখ দুঃখের গতি —কাল-চক্রে ভ্রমণ করতে করতে তা'রা মনুষ্যের ভাগ্যে সময়ে সময়ে এসে উদয় হয়; তা'দের গতির অবরোধ করতে কেহই সক্ষম হয় না। স্বভাবের কি সুদৃঢ়, অচ্ছেদ্য নিয়ম! দেখুন, এই অখণ্ডনীয় নিয়মের প্রভাবে রঘুবীর শ্রীরাম কি কষ্টই ভোগ না করেছেন! নলরাজার কি দুর্গতিই না হয়েছে! আর আপনার পূর্ব্বপুরুষ প্রাতঃস্মরণীয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, দেবতুল্য ভ্রাতৃচতুষ্টয় আজ্ঞাবহ থাকা সত্বেও, কি যাতনা সহ্য না করেছেন! মনুষ্য মাত্রকেই বিধাতা এই নিয়মের অধীন করে সৃজন করেছেন, তবে যিনি দুর্ভাগ্যের অবস্থায় ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক ভগবৎ-অনুকম্পায় আত্মসমর্পণ করে কালাতিপাত করেন তিনিই ধন্য, তিনিই নরসমাজে পুরুষপ্রধান ব'লে গণ্য হন। আরও দেখুন, দুঃখও চিরকাল স্থায়ী নয়, দুর্ভাগ্য-রজনী-অন্তে সৌভাগ্য-সূর্য্যের অবশ্যই উদয় হয়ে থাকে, ঈশ্বরের কৃপায় আপনার যে এ অবস্থার শীঘ্র পরিবর্ত্তন হয়ে পুনর্ব্বার সৌভাগ্য উদয় হবে তা'র সন্দেহ কি? মহারাজ! ভরসা অবলম্বন করুন, "নদেবঃস্বষ্টিনাশকঃ"—বিধাতা অবশ্যই মঙ্গল করবেন।

সুর। মন্ত্রিবর! আমার ভরসার মূল আর যে দেখ্‌তে পাই না, নিজে বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করেছি, তাতে আবার বিধাতা পুত্র সন্তানে বঞ্চিত করেছেন! একটি মাত্র কন্যা। সে বালিকা! তার উপর কি ভরসা আশ্রয় কর্‌তে পারে? সে কি এই রাবণরাজার ন্যায় পরাক্রমশালী দুর্ব্বৃত্ত যবন অপহারককে দমন কর্‌তে সমর্থা হবে, না সৈন্য সংগ্রহ করা ইত্যাদি যুদ্ধের আয়োজন কর্‌তে পারবে? হায়! দুর্ভাগ্য আমার আশালতার মূল একেবারে ছেদন করেছে।

চাণ। নরেশ্বর! নিরাশ হবেন না। জগৎপিতার অপরিসীম অনুকম্পার উপর আত্মনির্ভর করুন, ভগবৎ-কৃপায় অবশ্যই আপনার আশালতা পুনর্ম্মঞ্জরিত হবে। বিধাতার অদ্ভুত গুপ্ত কৌশলের মর্ম্ম কে বুঝ্‌তে পারে? বিজ্ঞানবেত্তারা বলেন যে, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাল কীটদ্বারা বহু যোজন বিস্তৃত প্রশস্ত দ্বীপ সকল গভীর সাগর গর্ভ থেকে উদ্ভাবিত হয়। সেইরূপ সংসারে যে কত বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য অতি ক্ষুদ্র উপায়ে সম্পাদিত হ'চ্চে তা কে ব'লে উঠ্‌তে পারে? আর তাঁ'র গুহ্য মর্ম্মই বা কে বুঝ্‌তে পারে? বিধাতা সুপ্রসন্ন হ'লে না হয় কি? তিনি পঙ্গুকে অত্যুচ্চ পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করাতে পারেন, আর মৃণালতন্তুতে হস্তী বন্ধন কর্‌তে পারেন। তিনি সকলই কর্‌তে পারেন, তাঁর অনন্ত মহিমা কে বুঝ্‌তে পারে? আর মহারাজ! আপনার

কন্যারত্নটি সামান্যা বালিকা নন, তিনি কামিনীকুলের শিরোমণি! রাজকুমারীর অসামান্য রূপ লাবণ্যের কথা আমি বলি না—সে আপনাদিগের চন্দ্রবংশের শোণিতের গুণ। তাঁর বীরকন্যাসমুচিত যে অসাধারণ গুণরাশি, তাই দে'খে আমি আশ্চর্য্য হয়েছি! আহা! রাজকুমারী যখন বেগে ধাবিত অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অব্যর্থ শর নিক্ষেপ করেন, যখন উল্কাপাতের ন্যায় অশ্ব ধাবিত ক'রে অসি, ভল্ল চালনা করেন, আহা! তখন কি শোভাই দেখায়! বোধ হয় যেন সাক্ষাৎ ভগবতী ভবানী সিংহপৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে দানব-দলনে ধাবমান হয়েছেন। বল্‌তে কি মহারাজ! রাজকুমারীকে অসামান্য বীর্য্যশালিনী দেখে আমার হৃদয়ে ভরসার সঞ্চার হয়েছে, আশা বদ্ধমূল হয়েছে।

(দূতের প্রবেশ।)

দূত। মহারাজের জয় হউক!

সুর। মহাশয়, আপনি কে?

দূত। নরেশ্বর! আমি চিতোরের রাজবংশধর যুবরাজ পৃথ্বীরাজের দূত। মহারাজের রাজ্য বিধর্ম্মী যবনকর্ত্তৃক অপহৃত হয়েছে—এই অমঙ্গল বার্ত্তা শ্রবণ ক'রে যুবরাজ পঞ্চ সহস্র অশ্বারূঢ় যোদ্ধা সমভিব্যাহারে মহারাজের সাহায্যার্থে এই কাননে এসে উপস্থিত হয়েছেন,—অনতিদূরে পর্ব্বতের

উপত্যকায় অবস্থিতি কর্‌চেন, মহারাজের অনুমতি হ'লে স্বয়ং এসে সাক্ষাৎ কর্‌বেন।

সুর। (দূতের প্রতি) মহাশয়, উপবেশন করুন! (দূতের উপবেশন) যুবরাজের আগমন বার্ত্তা শুনে আমি যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হলেম, তা এক মুখে বর্ণন কর্‌তে পারি না। বোধ হয় এত দিনের পর বিধাতা সুপ্রসন্ন হ'লেন।

চাণ। রাজন্! আমি ত আপনাকে পূর্ব্বেই বলেছিলাম যে, আপনি হতাশ হবেন না—ভগবৎ-অনুকম্পায় অচিরাৎ আপনকার সৌভাগ্য-সূর্য্যের উদয় হবে। (দূতের প্রতি) মহাশয়! যুবরাজ পৃথ্বীরাজ সমরকার্য্যে কিরূপ দক্ষ আমার শুন্‌তে নিতান্ত ইচ্ছা হ'চ্চে। যদি অনুগ্রহ ক'রে সে বিষয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেন তবে চিরবাধিত হই।

দূত। মহাশয়! যুবরাজের বলবীর্য্যের আর রণদক্ষতার কথা আমি একমুখে কি বর্ণন কর্‌বো? সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে তাঁকে অদ্বিতীয় বীরচূড়ামণি বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না। বীর-কুল-রবি শ্রীরামচন্দ্র ত্রেতাযুগে সূর্য্যবংশ উজ্জ্বল ক'রে-ছিলেন, আর এখন যুবরাজ পৃথ্বীরাজের বীর্য্যপ্রভাবে পুনরায় সেই সূর্য্যবংশ উদ্দীপ্ত হয়েছে। মহাশয়! সমর-বিজ্ঞানে আমার এমন পারদর্শিতা নাই, যদ্দ্বারা আপনাদের সমক্ষে যুবরাজের রণপাণ্ডিত্যের বিশেষরূপে পরিচয় দিই। তবে

সাধারণে তাঁর যেরূপ সুখ্যাতি করে তাই কিঞ্চিৎ বলি শ্রবণ করুন। তিনি বীর্য্যোন্মত্ততাতে পাণ্ডুপুত্র ভীমের ন্যায়, শরসন্ধানে সাক্ষাৎ ফাল্গুন, আর রণে ধৈর্য্যাবলম্বন কর্‌তে অদ্বিতীয় ভীষ্মের সমান অচল পর্ব্বত! মহাশয়! তাঁর অশ্বারোহণের আর অসি চালনের কথা কি আর বল্‌বো? যখন বেগবান তুরঙ্গমে আরোহণ ক'রে অসি উত্তোলন পূর্ব্বক বিদ্যুৎশিখার ন্যায় মহাবেগে শত্রুদল ছিন্নভিন্ন কর্‌তে ধাবিত হন, তখন বোধ হয় যেন সাক্ষাৎ ভগবান কল্কী অবতার ধূমকেতুর সদৃশ বিশাল তরবারি ধারণ ক'রে ভূভার হরণ কর্‌তে মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হয়েছেন!

চাণ। (সবিস্ময়ে) বলেন কি মহাশয়! যুবরাজ এরূপ অলৌকিক বলবীর্য্যশালী? তাঁর গুণকীর্ত্তণ শ্রবণ ক'রে আমি যে আশ্চর্য্য হলেম! যা হোক, চিতোরের অধীশ্বর মহারাজ রায়মল্লকে বিশেষ ভাগ্যবান, বিশেষ পুণ্যবান, বল্‌তে হবে—"পুত্রে যশশি তোয়েচ নরানাম্ পুণ্য লক্ষণম্"।

সুর। তার আর সন্দেহ কি? যুবরাজ পৃথ্বীরাজের মত পুত্ররত্ন কি কম সৌভাগ্যবলে লাভ হয়? মহারাজ রায়মল্ল ধন্য, তাঁর পুণ্যসৌরভ সত্য সত্যই সমস্ত হিন্দুস্থানকে আমোদিত ক'রেছে।

দূত। মহারাজের অনুমতি হ'লে আমি বিদায় হই, কারণ যুবরাজ আমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা ক'র্‌চেন।

সুর। মহাশয়! আপনি প্রত্যাগমন করুন, এবং যুবরাজকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ে বল্‌বেন যে আমার এই বিপন্ন অবস্থায় সাহায্য প্রদান কর্‌তে আসা তাঁর এ মহৎ বংশোচিত কার্য্য হ'য়েছে। তিনি ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয় বীরকীর্ত্তি রাখবেন—আমরা সকলে তাঁর শুভাগমন প্রতীক্ষায় রহিলাম।

দূত। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য!

(দূতের প্রস্থান।

চাণ। মহারাজ! যুবরাজের অসাধারণ রণ-পাণ্ডিত্যের বিবরণ শুনে আমার অন্তঃকরণ আনন্দে পুলকিত হ'য়েছে। মহারাজ! আমাদের রাজকুমারী যেমন বীর্য্যশালিনী, তেমনি বীর্য্যোন্মত্ত যুবরাজ! এঁদের পরস্পরের মিলন হ'লে কি শোভাই হবে! আ মরি মরি! বিধাতা বুঝি এই মণিকাঞ্চন সংযোগ কর্‌বার জন্য যুবরাজকে আপনার সাহায্যার্থে এই কাননে এনে উপস্থিত করেছেন—

সুর। মন্ত্রিবর! আমিও ভারি চিন্তিত হয়েছিলেম। তারা আমার একটী মাত্র দুহিতা, কিসে সৎপাত্রে অর্পিত হবে সেই চিন্তাই সর্ব্বদা কর্‌তেম; তা এত দিনের পর বিধাতা বুঝি সুপ্রসন্ন হ'লেন। যুবরাজ পৃথ্বীরাজকে পতিত্বে বরণ কল্লে তারা আমার যথার্থই বীরপত্নী হবে সন্দেহ নাই। এখন যাওয়া যাক্‌। মন্ত্রিবর! তুমি যুবরাজকে

আহ্বান করতে অগ্রসর হও, আমি অন্যান্য আয়োজন করি গিয়ে।

চাণ। যে আজ্ঞা নরেশ্বর!

(উভয়ের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সুরতানের বাসস্থানের অনতিদূরে কাননমধ্যে সিংহবাহিনীদেবীর মন্দির।

(তারা এবং রোহিনী আসীন।)

রোহি। (পুষ্পপাত্র ধারণ করিয়া) রাজকুমারি! এই ল'ন, ফুল ল'ন মনসাধে দেবীর অর্চ্চনা করুন, জগদম্বা সুপ্রসন্না হ'য়ে শীঘ্র শীঘ্র আপনার বর এনে দিলে বাঁচি।

তারা। সখি! এ পরিহাসের স্থান নয় (হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক পুষ্পপাত্র গ্রহণ) আহা! আজকের ফুলগুলি যে বেস দেখচি। সখি, এ রক্তপদ্মগুলি কোথায় পেলে?

রোহি। রাজকুমারি! আজ প্রাতে স্বচ্ছ-সরোবরে স্নান করতে গিয়েছিলেম. দেখলেম অগুন্তি রক্তপদ্ম ফুটে রয়েছে, তা আমার মনে বড় সাধ হ'লো যে দেখবো আপনার করপদ্মে

রক্তপদ্ম কেমন শোভা পায়! তাই ঘাটের দুই ধারে হাত বাড়িয়ে যে কটি পেলেম সেই কটি তুলে এনেছি।

তারা। সখি, কাল আমাকেও স্বচ্ছ-সরোবরে স্নান করতে লয়ে যেও। (পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া দেবীর পদে অর্পণ)। মাতর্জগদম্বিকে! তুমি সৃষ্টিস্থিতি বিনাশের কর্ত্রী, বিশ্বেশ্বরি তোমাকে নমস্কার করি। মাগো! তুমি সর্ব্বশক্তির আধার আদ্যাশক্তি, মূল প্রকৃতি! মাগো! তোমারই শক্তির প্রভাবে দেবতাগণ দুর্জ্জয় দানবদলনে সক্ষম হ'য়েছিলেন! মাগো! তুমি শিষ্টের পালন দুষ্টের দমনকর্ত্রী, তোমাকে বার বার নমস্কার করি! মাগো! তুমি কবে সুপ্রসন্না হ'য়ে যবন অপহারকের গ্রাস থেকে আমার পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করবে মা? কবে গো মহিষাসুরমর্দ্দিনি! আমাকে শত্রু-মর্দ্দনে শক্তি প্রদান করবে?—

দেবি দুর্গে জগন্মাতঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্ত-কারিণি।
কৃপয়া দেহি মে শক্তিং সংগ্রামে জয়দায়িনী॥

গীত।

রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল কাওয়ালী।

শত্রুনিধনে যবনদলনে দেহি দুর্গে শক্তিদে।
সর্ব্বশক্তিমানা তুমি আদ্যাশক্তি চণ্ডিকে॥
সিংহপৃষ্ঠে অধিষ্ঠাত্রী অট্ট অট্ট হাসিকে।
বিশ্বকর্ত্রী বিশ্বধাত্রী তুমি বিশ্বব্যাপিকে॥

চণ্ডমুণ্ড শুম্ভ দৈত্য নিশুম্ভের ঘাতিকে।
মর্দ্দ মর্দ্দ শত্রুসঙ্ঘ দুষ্টাচারি-নাশিকে ॥
দেশরক্ষা ধর্ম্মরক্ষা কর গো মা কালিকে।
হিন্দুকুলে হিন্দুস্থান দেহি হিন্দু-পালিকে ॥
বার বার নমস্কার করি তোমায় অম্বিকে।
আততায়ী শত্রুনাশ কর্‌তে দুর্গে শক্তিদে ॥

(নেপথ্যে অশ্বের পদধ্বনি।)

সখি! ও কি শব্দ হ'লো?

রোহি। রাজকুমারি! আমার বোধ হয় কোন অশ্বারূঢ় এই পথে আস্‌ছে, তার অশ্বের পদধ্বনি হ'চ্ছে।

তারা। সখি! এ বিজন প্রদেশে কোন্ অশ্বারূঢ় আস্‌বে? তবে কি আবার দুর্ব্বৃত্ত যবন আমাদের এই বনবাস অবস্থাতে পীড়ন কর্‌তে সেনা পাঠিয়েছে? চল সখি গৃহে গমন করা যাক, আর এস্থানে থাকা আমাদের ন্যায় সহায়হীনা নারীদ্বয়ের উচিত নয়।

রোহি। রাজকুমারি, চিন্তা নাই। আপনি কি শোনেন নাই চিতোরের রাজবংশধর যুবরাজ পৃথ্বীরাজ আমাদের মহারাজকে সাহায্য কর্‌তে এই কাননে এসে উপস্থিত হয়েছেন; আমার বোধ হয় তাঁরি কোন অনুচর আস্‌ছে।

তারা। সখি! তুমি এ সংবাদ কোথায় পেলে?

রোহি। কেন? মন্ত্রী মহাশয় আমাকে সব ব'লেছেন। আরো ব'লেছেন যে—"রাজকুমারীর এত দিনের পর বুঝি পরিণয়-কুসুম প্রস্ফুটিত হ'লো। যুবরাজ বীরপ্রধান ব'লে ভূমণ্ডলে বিখ্যাত। রঘুবীর শ্রীরাম যেমন হরধনু ভঙ্গ ক'রে সীতাদেবীর পাণিগ্রহণ ক'রেছিলেন, তেমনি যুবরাজ আমাদের মহারাজের রাজ্য উদ্ধার ক'রে রাজকুমারীর পাণিপীড়ন ক'র্‌লে আমি আহ্লাদ-সাগরে ঝাঁপ দেবো।"

তারা। (লজ্জিত হইয়া) সখি, তোমার কি এখন ও সব কথা মুখে আনা উচিত? তুমি কি দেখতে পাচ্চোনা যে আমি পিতার এই দুরবস্থায় কি পর্য্যন্ত মনের অসুখে র'য়েছি! পিতা পুত্রসন্তানে বঞ্চিত ব'লে পাছে খেদ করেন, পাছে হতাশ হন, সেই জন্য আমি প্রতিজ্ঞা ক'রেছি যে যত দিন না তাঁর রাজ্য পুনরুদ্ধার হবে, যত দিন না প্রজাবর্গের যবনপীড়ন মোচন হবে ততদিন আমি পতি-অভিলাষিণী হবো না। আর দেখ সখি, আমি নারীকুলে জন্মে পুরুষোচিত কার্য্য সমরবিদ্যা অধ্যয়ন কচ্চি কেন? কেবল পিতাকে সাহায্য কর্‌তে, স্বদেশের, স্বজাতির স্বাধীনতারূপ অমূল্যধন দস্যুর গ্রাস থেকে পুনরুদ্ধার ক'র্‌তে, আর দুষ্ট অপহারকের বিনাশ ক'র্‌তে আমি সমরানলে জীবন পর্য্যন্ত আহুতি দিতে প্রস্তুত আছি। ঐ যে আবার অশ্বের পদধ্বনি পষ্ট শুন্‌তে পাওয়া গেল।

(অশ্বারূঢ় পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।)

রোহি। রাজকুমারি! এই যে অশ্বারূঢ় এই পথে এসে উপস্থিত হ'লেন।

তারা। চল সখি, আমরা মন্দিরের অভ্যন্তরে গমন করি।

(উভয়ে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ।)

পৃথ্বী। (স্বগত) আহা! এ বিজন অটবীর কি শোভা! নানাপ্রকার বনপুষ্প বিকসিত হ'য়ে সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত ক'র্‌চে, আর বৃক্ষে বৃক্ষে কত রকমের যে সুদৃশ্য পক্ষী সকল কলরব ক'র্‌চে তা গণনা করা যায় না। আহা! তাদের সুমধুর সঙ্গীত শুনে কর্ণকুহর একেবারে জুড়িয়ে যাচ্চে! সম্মুখে যে মন্দির দেখ্‌তে পাচ্চি—আচ্ছা নিকটস্থ হ'য়ে দেখা যাক্‌না কেন? যদি ওখানে কেউ থাকেন তবে তাদের জিজ্ঞাসা কল্লে বোধ হয় মহারাজ সুরতানের গুপ্ত বাসস্থানের সন্ধান পেতে পার্‌বো—(মন্দিরের নিকটস্থ হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ)। এই যে দেখ্‌ছি মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করা রয়েছে। আরও দেখ্‌ছি ভগবতী সিংহবাহিনী দেবীকে এই মাত্র কে অর্চ্চনা ক'রে গিয়েছে। দেবীর পাদপদ্মে চন্দনাক্ত রক্তপদ্ম সব শোভা পাচ্চে।

রোহি। (মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে) রাজকুমারি! আপনি কি শুনতে পেলেন না? অশ্বারূঢ় পষ্টই ত বল্লেন

যে তিনি আমাদের মহারাজের গুপ্ত বাসস্থানের অনুসন্ধান ক'র্‌চেন। তা কেন বাহিরে গিয়ে তাঁকে পথ ব'লে দেওয়া যাক্ না?

তারা। র'সো সখি, অগ্রে তাঁর পরিচয় লও, যদি তিনি আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হন তবে তিনি যা জিজ্ঞাসা করবেন তা ব'ল্লে হানি নাই।

পৃথ্বী। (স্বগত) এই যে মন্দিরের অভ্যান্তর থেকে নারীকণ্ঠ শুনতে পেলেম। আচ্ছা ওঁদের কেন ডেকে জিজ্ঞাসা করা যাক্ না? (প্রকাশ্যে) ভদ্রে! আপনারা মন্দিরের অভ্যন্তরে কে অবস্থিতি ক'র্‌চেন, একবার অনুগ্রহ ক'রে বাহিরে এলে চিরবাধিত হই। আমি মহারাজ সুরতানকে সাহায্য ক'র্‌তে এই কাননে এসেছি, তাঁর বাস-স্থানের অনুসন্ধানে এই স্থানে উপস্থিত হ'য়েছি। আপনারা নির্ভয়ে বাহিরে আসুন। আমার দ্বারা আপনাদের কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

(তারা এবং রোহিণীর বাহিরে আগমন।)

রোহি। ভগবন্ আপনি কে?

পৃথ্বী। ভদ্রে! আমি চিতোরের অধীশ্বরের পুত্র পৃথ্বীরাজ মহারাজ সুরতানের রাজ্যচ্যুত হবার বার্ত্তা শুনে আমি তাঁকে সাহায্য ক'র্‌তে এসেছি। তাঁর বাসস্থান কোথায়?

রোহি। যুবরাজ! অনতিদূরে মহারাজের বাসস্থান। আপনি অশ্বারোহণ করুন, আমি আপনার পথদর্শক হ'য়ে যাচ্চি।

পৃথ্বী। (তারার অসামান্য রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া) ভদ্রে! আপনার সঙ্গিনী ও কামিনীরত্নটি কে?

রোহি। যুবরাজ! ইনি মহারাজ সুরতানের একমাত্র দুহিতা, রাজকুমারী তারা, বেদ্‌নোর রাজ্যের ভাবী উত্তরাধি-কারিণী।

তারা। (জনান্তিকে) সখি, একি পরিচয়ের স্থল? তুমি পথ দেখিয়ে দাও যুবরাজ আমাদের আবাসে গমন করুন।

পৃথ্বী। (অশ্বারোহণ পূর্ব্বক) ভদ্রে আমি কোন্‌দিকে গমন কর্‌বো আমাকে কেবল তাই বলে দিন, আমার সঙ্গে আপনাকে আস্‌তে হবে না, আপনি রাজকুমারীর সঙ্গে আসুন।

রোহি। যুবরাজ! এই পশ্চিম মুখে কিঞ্চিৎ গমন কল্লেই মহারাজের বাসস্থান দেখতে পাবেন।

(তারার প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দেখিতে দেখিতে পৃথ্বীরাজের প্রস্থান।)

তারা। সখি! চল শীঘ্র গৃহে গমন করা যাক্।

রোহি। রাজকুমারী! মেঘ না চাইতেই জল। আর যে তর সয় না? যুবরাজকে দেখে একেবারে পাগল হ'লেন নাকি?

তারা। সখি! তোমার পরিহাস রেখে দেও। রূপ আর মিষ্ট আলাপে আমি পাগল হই না। যারা শুধু তাতে ভোলে তা'রা নারীকুলের অধমা। যদি তুমি যুবরাজের মোহন মুর্ত্তি দেখে পাগল হ'য়ে থাক তবে তোমার সঙ্গে তাঁর বিবাহের প্রস্তাব ক'রে পাঠাবো।

রোহি। সিংহের ভক্ষ্য করি-মস্তকই হয়, ছাগমুণ্ড আহার ক'রে কি কখন কেশরীর তৃপ্তি জন্মে? যুবরাজ যেমন সুপাত্র আপনি তাঁর উপযুক্ত পাত্রী। আপনাদের উভয়ের মিলন হ'লে কি শোভাই হবে তা আমি এক মুখে ব'লে উঠতে পারি না। আর রাজকুমারি! আপনি যে বল্লেন যে রূপ আর মিষ্ট আলাপে আপনি ভোলেন না? আচ্ছা বলুন দেখি, তবে অবলার মন হরণ ক'রতে রূপ আর সুমধুর বচন ভিন্ন জগতে আর কি উপকরণ আছে?

তারা। হাঁ, সামান্যা নারীর পক্ষে বটে, মিষ্টভাষী সু-পুরুষকে দেখলে তারা একবারে গলে যায়। কিন্তু সখি, যারা কামিনীকুলে প্রধানা ব'লে গণ্য তাঁরা পুরুষের রূপের আদর বেশী করেন না, শৌর্য্যবীর্য্য পুরুষার্থ প্রভৃতি সদ্‌গুণে

ভূষিত যে পুরুষ তিনিই কেবল তাঁদের আদরের পাত্র হন। আর সখি, তুমি কি পুরাণ ইতিহাসাদির কথা ভুলে গেলে? অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ ক'রে একেশ্বর যে অগুন্তি রাজাদের যুদ্ধে পরাস্ত ক'রেছিলেন সেই অসাধারণ বীর্য্য দে'খে পাঞ্চালী তাঁর গলায় বরমাল্য প্রদান ক'রেছিলেন, কেবল তাঁর রূপ দে'খে মুগ্ধ হন্ নি। হিড়িম্বা রাক্ষসী বটে, কিন্তু তার পছন্দ ছিল। ভীমকে পতিত্বে বরণ ক'রে আপনার মহত্ত্বের পরিচয় দিয়ে গিয়েছে। আর রুক্মিণী ও সুভদ্রার কথা ছেড়ে দাও, তাঁরা যাঁদের বরমাল্য দিয়েছিলেন তাঁদের মতন পুরুষপ্রধান আর ভূমণ্ডলে ছিল কি না সন্দেহস্থল।

রোহি। রাজকুমারি! আপনি কি যুবরাজের অসাধারণ বলবীর্য্যের কথা শোনেন নি? মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি যৎকিঞ্চিৎ শুনেছি, তা'তেই অবাক হ'য়েছি, আপনি শুনলে আশ্চর্য্য হবেন। এক দিন মালব রাজ্যের যবন অধিপতির দূত চিতোরের রাজভবনে এসেছিল; তার সঙ্গে মহারাজ রায়মল্লকে অনুনয় বিনয় বাক্যে আলাপ ক'র্‌তে দে'খে যুবরাজ একেবারে জ্বলে উঠলেন, কিন্তু পিতার সমক্ষে ক্রোধ প্রকাশ করা অনুচিত বিবেচনা ক'রে এই মাত্র বল্লেন যে, পিতঃ! যবনরাজের দূতের নিকট এত ন্যূনতা স্বীকার করা আপনার ন্যায় মহান্ ব্যক্তির কখনই সম্ভবে না।

তারা। তা শুনে মহারাজ কি বল্লেন?

রোহি। তা শুনে মহারাজ বল্লেন—বাপু! তোমার অধিক বলবীর্য্য আছে, তুমি যবনদের ভয় না ক'ল্লেও ক'র্‌তে পার, কিন্তু আমি মালবেশ্বরের সহিত যুদ্ধ কর্‌তে আপনাকে বিশেষ ক্ষমতাবান বিবেচনা করি না, সুতরাং আমাকে স্তব বিনয় ক'রে কৌশলে স্বরাজ্য রক্ষা ক'র্‌তে হবে।

তারা। তাতে যুবরাজ কি ক'ল্লেন?

রোহি। যুবরাজ পিতাকে আর কিছু না ব'লে গোপনে সহস্র সহস্র অশ্বারূঢ় যোদ্ধা সংগ্রহ ক'রে মালবের অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা ক'ল্লেন। তারপর মালবের অধিপতির সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রাম ক'রে তাঁকে সসৈন্য পরাস্ত ক'রে ফেল্‌লেন। আর রণস্থলে স্বয়ং মালবেশ্বরকে বন্দী ক'রে চিতোরের অভিমুখে যাত্রা ক'র্‌লেন। মালব রাজার বন্দিত্ব মুক্ত কর্‌বার জন্যে অনেক যবন-সেনা পশ্চাৎ ধাবিত হ'য়েছিল বটে, কিন্তু যুবরাজ ভল্ল উত্তোলন ক'রে সিংহনাদে গর্জ্জে ব'ল্লেন, "দেখ যবন সেনাগণ! তোমরা আমার হাত থেকে এই বন্দীকে উদ্ধার ক'র্‌তে যদি কিছুমাত্র বল প্রকাশ কর, তবে এই দণ্ডেই আমি তাঁর প্রাণ সংহার ক'রে তোমাদের চেষ্টা নিষ্ফল ক'রে ফেল্‌বো। আর তাঁকে চিতোরে ল'য়ে যেতে যদি তোমরা আমাকে বাধা না দেও তবে আমি এই প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'ল্‌ছি যে আমি শীঘ্রই তোমাদের রাজার বন্দিত্ব মোচন ক'রে তাঁকে স্বরাজ্যে সম্মানের সহিত পাঠিয়ে দেবো।"

যবন-সেনারা রাজার আশুবিপদ দেখে ক্ষান্ত হ'তে বাধ্য হ'লো, আর যুবরাজ নির্ব্বিঘ্নে বন্দীকে চিতোরে ল'য়ে গেলেন।

তারা। তার পর, তার পর ? সখি! যুবরাজ চিতোরে এসে কি ক'র্‌লেন ?

রোহি। তার পর পিতৃ-সম্মুখে বন্দাকে ল'য়ে গিয়ে যুবরাজ বল্লেন যে—"পিতঃ! মালবেশ্বরের সেই দূতকে একবার ডেকে পাঠাতে আজ্ঞা হয়।" দূতও সেই সময়ে চিতোরে অবস্থিতি ক'র্‌ছিল সেই দণ্ডেই রাজভবনে এসে উপস্থিত হ'লো। তখন যুবরাজ আবার পিতাকে বল্লেন—"পিতঃ! আপনার চরণ একবার স্পর্শ ক'রে এই যে বন্দী আপনার বন্দিত্ব মোচন ক'র্‌তে এসেছেন, এঁর পরিচয় এই দূতকে জিজ্ঞাসা করুন।" দূত তটস্থ হ'য়ে কৃতাঞ্জলিপুটে মহারাজ রায়মল্লকে স্তব ক'রে ব'ল্লে—"চিতোরেশ্বর! এই বন্দী আমার প্রভু! সমস্ত মালব রাজ্যের অধিপতি। নরেশ্বর! আপনার বীরেন্দ্র পুত্র কর্ত্তৃক রণে পরাজিত হ'য়ে আপনার সমক্ষে বন্দীরূপে আনীত হ'য়েছেন। মহারাজ! এঁর শীঘ্র বন্দিত্ব মোচন ক'র্‌তে আজ্ঞা হয়, প্রভুর অবমাননা আর দেখতে পারি না! শোকে হৃদয় বিদীর্ণ হয়!"

তারা। সখি! তার পর—তার পর ?.....

রোহি। তার পর আর ব'লবো কি ? রাজকুমারি!

মহারাজ রায়মল্ল যুবরাজের এই অদ্বিতীয় বীরকীর্ত্তি দে'খে যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হ'লেন তা বর্ণন ক'র্‌তে পারিনে। শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক হরধনুভঙ্গের আর পরশুরামের দর্পচূর্ণের কথা শুনে অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের তত আহ্লাদ হ'য়েছিল কি না সন্দেহ। সেই আহ্লাদ উৎসবে চিতোরেশ্বর বন্দীর বন্দিত্ব মোচন ক'রে, তাঁকে সম্মানপূর্ব্বক স্বরাজ্যে পাঠিয়ে দিলেন। আর যুবরাজের শিরশ্চুম্বন ক'রে ব'ল্লেন, "বাবা পৃথ্বি, তুমি আমার সূর্য্যবংশ উজ্জ্বলকারী রবি! তুমি যবন দমন ক'রে হিন্দুস্থানে হিন্দুর অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন ক'র্‌লে। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হও! আর সমরে চিরবিজয়ী হও। আমার ইচ্ছা হ'চ্চে তোমাকে পুরস্কার স্বরূপ রাজপ্রসাদ দিই—অতএব প্রার্থনা কর আমার বিস্তৃত রাজ্য মধ্যে কোন্ বস্তুতে তোমার স্পৃহা হয়? তোমাকে অদেয় আমার কিছুমাত্র নাই।"

তারা। যুবরাজ কি পুরস্কার প্রার্থনা ক'র্‌লেন?

রোহি। রাজকুমারি! যুবরাজ ব'ল্লেন—"পিতঃ! আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য—আমি রাজ্যের কোনও ধনের লালসা করি না। আপনার আশীর্ব্বাদে আমি বাহুবলে সমস্ত ভারতবর্ষ জয় ক'রে তার সম্রাট হ'তে পারবো। আমাকে কেবল এইমাত্র আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি হিন্দুস্থান থেকে হিন্দুর কণ্টক বিধর্ম্মী মুসলমান জাতির মূলোৎপাটন ক'র্‌তে

সক্ষম হই। আর দুর্ব্বল নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে, দুষ্টের দমন ক'র্‌তে, আর সত্যের, শিষ্টের পালন ক'র্‌তে আমার মন যেন যাবজ্জীবন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকে।"

তারা। সখি, এরূপ বচন যাঁর মুখ থেকে নির্গত হয় তিনিই ধন্য। তিনিই যথার্থ আর্য্যবংশোদ্ভব হিন্দুর গৌরব-সূর্য্য!

রোহি। রাজকুমারি! আমি ত আপনাকে পূর্ব্বেই ব'লেছিলেম যে যুবরাজের অদ্ভুত পুরুষার্থের কথা শুন্‌লে আপনি আশ্চর্য্য হবেন।

তারা। এখন চল সখি, গৃহে গমন করা যা'ক।

(উভয়ের প্রস্থান।

নেপথ্যে গীত।

রাগ বাহার—তাল খেমটা।

কবে হ'বে দিন এমন।
শুভক্ষণে মিলাইবে মণিতে কাঞ্চন॥
শশীর কোলেতে বসি, কুমুদিনী মৃদু হাসি,
প্রণয় সলিলে ভাসি, জুড়াবে নয়ন।
জুড়াবে নয়ন গো কবে জুড়াবে নয়ন,
নলিনীর সঙ্গে রবির হ'বে গো মিলন॥

কবে বিধি সদয় হ'বে, যোগ্যে যোগ্য মিলাইবে,
হেরে আঁখি জুড়াইবে, দম্পতি মিলন।
দম্পতি মিলন গো, সেই প্রিয় দরশন,
তারা-পৃথ্বীরাজে হরগৌরীর মিলন ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পৃথ্বীরাজের শিবির।

(পৃথ্বীরাজ, রণবীর, শত্রুঘ্ন এবং সংগ্রামদেব আসীন।)

পৃথ্বী। সরদারগণ! এই দেখ টোডাটঙ্ক নগরের মানচিত্র (মানচিত্র প্রদর্শন)। এখন বল দেখি কি প্রকারে আক্রমণ ক'র্‌লে ঝটিতি নগরীকে হস্তগত ক'রতে পারা যায়, অথচ আমাদের অধিক সেনাক্ষয় না হয়?

রণ। (মানচিত্র অবলোকন করিয়া) নগরের যে চারটি দ্বার দেখ্‌তে পাচ্চি—

শক্র। সকল দ্বারের মধ্যে দক্ষিণ দ্বারটি বিশেষ প্রশস্ত দেখচি; আর তার সম্মুখে যে নিবিড় আম্রকানন আছে, তার অন্তরালে বহু পরিমাণে সৈন্য লুক্কায়িত ক'রে রাখতে পারা যাবে।

সংগ্রাম। আমি আজ চর পাঠিয়েছিলেম, সে প্রত্যাগমন ক'রে এসেছে; তার দ্বারা নগরের যাবতীয় আবশ্যক সন্ধান সকল প্রাপ্ত হ'য়েছি; বিশেষতঃ নগরবাসীদের অবস্থা এবং মনের ইচ্ছা সকলই অবগত হ'য়েছি। তাদের যবনপীড়ন আত্যন্তিক অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। এখন কিঞ্চিৎমাত্র উত্তেজনা, উদ্দীপনা পেলেই বারুদে অগ্নিস্পর্শের ন্যায় ধপ্ ক'রে জ্বলে উঠবে। আর সেই ভয়ানক বিস্ফারণে নগরী একেবারে ফেটে যাবে। তা'রা সকলে প্রতিজ্ঞা ক'রে বলেছে যে তা'রা আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য ক'রবে, এমন কি আমাদের আক্রমণ সময়ে নগরের উত্তর পশ্চিম আর পূর্ব্ব এই তিন দ্বার এককালীন উদঘাটন ক'রে দেবে, আর যারা অস্ত্রধারী আছে তা'রা আমাদের সেনার সঙ্গে মিলিত হ'য়ে বিপক্ষের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রবে।

পৃথ্বী। তবে ত উত্তমই হ'য়েছে, আমি মানস ক'রেছি যে আগামী শনিবার সূর্য্যোদয়ে নগর আক্রমণ ক'রবো, কারণ সেই দিন মহরমের শেষ দিন। তাজিয়া ল'য়ে পাঠানেরা সব দক্ষিণ দ্বার দিয়ে নগরের বাহিরে আসবে। ঠিক সেই সময়

এই যে আম্রকানন দেখছ, আমি এই স্থান থেকে ধাওয়া ক'র্‌বো ; আর রণবীর, তুমি পূর্ব্ব দ্বার, সংগ্রামদেব, তুমি উত্তর দ্বার, আর শত্রুঘ্ন, তুমি পশ্চিম দ্বার দিয়ে সকলে এককালীন নগরে প্রবেশ ক'র্‌বে। কেমন, তোমাদের এক এক জনের সহিত এক এক সহস্র ক'রে অশ্বারূঢ় সেনা থাক্‌লে হবে ত ?

(রণ, শত্রু, সংগ্রাম, সকলে—যথেষ্ট! যথেষ্ট! যথেষ্ট!)

সংগ্রাম। যুবরাজ! আপনার যদি বেশী সৈন্যের প্রয়োজন থাকে তবে আপনি আমার অংশ থেকে আরও পঞ্চ শত লউন, আমার সঙ্গে পঞ্চ শত থাকলেই যথেষ্ট হবে।

(দৌবারিকের প্রবেশ।)

দৌবারিক। নরেশ্বর! মহারাজ সুরতানের অন্তঃপুর থেকে একটী স্ত্রীলোক এসেছে, সে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার প্রার্থনা ক'র্‌ছে, কি আজ্ঞা হয় ?

পৃথ্বী। স্ত্রীলোক ? আচ্ছা আস্‌তে বল।

(দৌবারিকের প্রস্থান।)

(রোহিণীর প্রবেশ।)

পৃথ্বী। এ যে রাজকুমারীর সহচরী দেখছি! ভদ্রে! এত কষ্ট স্বীকার ক'রে এত দূর আসা হ'লো কেন ? কোন বিশেষ প্রয়োজন থাক্‌লে জনৈক ভৃত্য দ্বারা সংবাদ পাঠালেই ত আমি স্বয়ং গমন ক'র্‌তেম।

রোহি। যুবরাজ! যে মহাত্মা দুর্ব্বল নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে আপন জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন ক'র্‌তে প্রস্তুত আছেন, তাঁর কি সৌজন্যগুণের সীমা আছে? বেদনোর রাজ্যের সমস্ত লোক, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে, আপনকার সৌজন্যগুণে চিরবাধিত হ'য়েছে! রাজকুমারীর একটী প্রার্থনা আছে, যদি কৃপা ক'রে আজ্ঞা করেন তবে নিবেদন করি—

পৃথ্বী। রাজকুমারীর প্রার্থনা! তা তুমি অত সঙ্কুচিত হ'চ্চো কেন? নির্ভয়ে প্রকাশ কর। আমার সাধ্যের অতীত যদি না হয় তবে এই দণ্ডেই তা পূরণ ক'র্‌বো।

রোহি। যুবরাজ! রাজকুমারী আপনাকে কোন সাধ্যা-তীত কার্য্যে প্রবৃত্ত ক'র্‌তে ইচ্ছা করেন না। তিনি আপনার নিকটে এই মাত্র ভিক্ষা চান—আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁকে আপনার সঙ্গে ল'য়ে যেন যুদ্ধে যান, নারী ব'লে যেন ঘৃণা না করেন! যুদ্ধে যাবার যে বাসনা তাঁর উদয় হ'য়েছে, সে আপনার অখণ্ড যশের ভাগিনী হবার জন্যে নয়, আর নারী হ'য়ে রণে স্বীয় বীর্য্য দেখিয়ে ভূমণ্ডলে কীর্ত্তি রাখবার মানসেও নয়; কেবল আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার মানসে। আপনার নিকট তিনি যে অনন্ত উপকৃতা হ'য়েছেন, সেই মহৎ উপকার রূপ অপরিমিত ঋণের কিঞ্চিন্মাত্র পরিশোধ করবার মানসে তিনি আপনার শরীররক্ষিণীরূপে রণস্থলে উপস্থিতা থাকবেন—এই মাত্র বাসনা ক'রেছেন।

পৃথ্বী। (সবিস্ময়ে) রাজকুমারী যুদ্ধে গমন ক'র্‌বেন! (সরদারগণের প্রতি) ওহে! তোমরা এমন স্ত্রীরত্ন কি আর কোথাও দেখেছ? বিধাতার কি চমৎকার সৃষ্টি! একাধারে এত অধিক পরিমাণে রূপ আর গুণ, আর যে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না!

সকলে। তাইত যুবরাজ! আমরা যে আশ্চর্য্য হ'লেম!

রণ। বীরেন্দ্র! এমন অপূর্ব্ব স্ত্রীরত্ন ভূমণ্ডলে আর আছে কি না সন্দেহ।

সংগ্রাম। যুবরাজ! বামাকুলের মধ্যে ভগবতী ভবানীই কেবল দেবমহিষীগণপরিবেষ্টিতা হ'য়ে যুদ্ধে গমন ক'রে-ছিলেন, আর ভূমণ্ডলে রাজকুমারী তারাকে এই দেখলেম! মহারাজ সুরতান কি আশ্চর্য্য দুহিতারত্নই লাভ ক'রেছেন, আ! মরি! মরি!

শক্র। বীরেন্দ্র! আগমে বলে নারীই সংসারে শক্তি-রূপা সেই মহাশক্তি আদ্যাশক্তির অংশ—নারী ব্যতীত সংসার ক্ষণকালের জন্যও চলে না, আর সেই মহাবাক্যের প্রমাণ আজ রাজকুমারী তারাই ক'র্‌লেন, তাঁকে সাক্ষাৎ দানবদলনী তারার ছায়া বল্লেই হয়। এ আমাদের মহৎ সৌভাগ্য ব'ল্‌তে হবে যে, তিনি স্বয়ং রণস্থলে উপস্থিত থেকে আপনার শরীর রক্ষা করবেন।

পৃথ্বী। (রোহিণীর প্রতি) দেখ ভদ্রে! তুমি রাজকুমারীর নিকট গিয়ে বল যে তিনি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে গমন ক'র্‌লে আমি আপনাকে বিশেষ সৌভাগ্যবান বিবেচনা ক'র্‌ব; আর তিনি আমার যশের ভাগিনী হবার পূর্ব্বেই আমার হৃদয়ের অধিকারিণী হ'য়েছেন। আমি ত এ পর্য্যন্ত যশোলাভের কোন কার্য্যে কৃতকার্য্য হই নাই। মহারাজ সুরতানকে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য ক'র্‌তে আসা, এ আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্য অনুরোধে আসা হয়েছে মাত্র। রাজকুমারী ত সেজন্য আমার নিকট কিছুমাত্র উপকৃতা নন, তাঁ'কে অলীক কৃতজ্ঞতা ঋণ পরিশোধের আশঙ্কা ত্যাগ ক'র্‌তে ব'লবে—আর তাঁর পিতৃশত্রু দমনে যদি বিধাতা কৃতকার্য্য করেন তবে সেই জয়-উপার্জ্জিত যে যশ সে সমস্ত তাঁরই প্রাপ্য, কারণ তিনিই বিচারসঙ্গত তাঁর পিতৃশত্রুহননে উপযুক্ত পাত্রী, আমি সাহায্যকারী বই আর কিছুই নয়। আর তিনি যে অনুগ্রহ ক'রে আমার শরীররক্ষিণী হ'য়ে সমরে উপস্থিত থা'কবেন ইচ্ছা ক'রেছেন, এ আমার বহু ভাগ্য, এ জন্য আমি তাঁ'কে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ করি। আর দেখ ভদ্রে! তুমি আমার প্রতিনিধি হ'য়ে সানুনয় বাক্যে রাজকুমারীকে ব'ল্‌বে যে তাঁর এ ঋণ আমি চিরকালেও পরিশোধ ক'র্‌তে সক্ষম হ'ব না।

রোহি। ভগবন্! ভবাদৃশ মহাত্মার মুখপদ্ম থেকেই এইরূপ অমৃত বচন নিঃসৃত হয়! (স্বগত) আ মরি! ভগবান

এঁদের দুইজনকে কি আশ্চর্য্য সদ্‌গুণে ভূষিত ক'রেছেন! কবে রাজকুমারীর সঙ্গে যুবরাজের মিলন হবে, আমরা যুগলরূপ দেখে চক্ষু সার্থক ক'র্‌বো! (প্রকাশ্যে) যুবরাজ, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আপনার প্রতিনিধি হওয়া আমার ন্যায় সামান্যা অবলার সাধ্য নয়—তবে এইমাত্র ব'ল্‌তে পারি যে আপনার অমৃতময় বার্ত্তা বহন ক'রে যত পারি রাজকুমারীর কর্ণকুহরে ঢেলে দেবো, তার সাধ্যানুসারে ত্রুটি ক'র্‌বো না।

রণ। (স্বগত) আহা! রাজকুমারীর সখীটি কি রসিকা! কি মিষ্টালাপী!

রোহি। এক্ষণে অনুমতি হয় ত প্রস্থান করি। রাজকুমারী আমার বিলম্ব দেখে চিন্তিতা হবেন।

পৃথ্বী। দৌবারিক—

(দৌবারিকের প্রবেশ।)

দৌবা। নরেশ্বর! কি আজ্ঞা হয়?

পৃথ্বী। দেখ, সত্বর শিবিকা আনয়ন ক'রে এই রাজকুমারীর সখীকে তাঁর আলয়ে ল'য়ে যাও। সাবধান যেন পথিমধ্যে তাঁর কোন ক্লেশ না হয়।

দৌবা। যে আজ্ঞা নরেশ্বর।

(দৌবারিকের সহিত রোহিণীর প্রস্থান।)

পৃথ্বী। দেখ সরদারগণ! যখন রাজকুমারী আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে গমন ক'র্‌চেন তখন এ সংগ্রাম বিষয়ে আমাদের আরো কিছু চিন্তা করা উচিত—যা'তে আশু কার্য্যসিদ্ধি হয় এমন কোন কৌশল বা ষড়যন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়া ক'র্‌তে হবে।

রণ। বীরেন্দ্র! এ উত্তম আজ্ঞা ক'রেছেন। রাজকুমারী কোমলস্বভাবা স্ত্রীজাতি! কি জানি যদি দীর্ঘকাল রণতুফান সহ্য ক'র্‌তে অসমর্থা হন?

সংগ্রাম। না হে রণবীর! তোমার সে আশঙ্কা ক'র্‌তে হবে না। রাজকুমারী সামান্যা কামিনী নন। যুবরাজ! আমি এক কৌশল লক্ষ্য ক'রেছি, অনুমতি হ'লে নিবেদন করি।

পৃথ্বী। কি কৌশল লক্ষ্য ক'রেচ?

সংগ্রাম। নগরে প্রবেশ করবার বিষয়ে আপনি যা আজ্ঞা ক'রেছিলেন—অর্থাৎ রণবীর পূর্ব্ব, শত্রুঘ্ন পশ্চিম, আর আমি উত্তর দ্বার দিয়ে প্রবেশ ক'র্‌বো, সে সকল বন্দোবস্ত তেমনি থাক; কেবল আমার স্থানে আমার কনিষ্ঠ শত্রুবিজয়কে রেখে আমি স্বয়ং আপনার সেনাধ্যক্ষ হবো, আর এই আম্রকাননের অন্তরালে সেনাদল ল'য়ে অবস্থিতি ক'রবো। আপনি আর রাজকুমারী উভয়ে ছদ্মবেশে পাঠানদের তাজিয়ার গোলের ভিতর গিয়ে মিশবেন—কারণ তা হ'লে

বিনাযুদ্ধে আপনারা পাঠান সরদারের নিকটস্থ হ'তে পারবেন। আর তাকে যেমন চিন্তে পারবেন, অমনি সেই মুহূর্তেই তার প্রাণ সংহার ক'রে ফেলবেন; তা হ'লে পাঠানেরা আপন সরদারের এইরূপ হঠাৎ নিপাত দেখলে স্তব্ধ হ'য়ে যাবে, আর সাহসহীন হ'য়ে ভয়ে পলালেও পলাতে পারে। এদিকে আমি আপনার সমস্ত সেনা ল'য়ে পলকের মধ্যে আপনার নিকট উপস্থিত হবো, আর প্রয়োজন মতে সমর-যজ্ঞ আরম্ভ ক'রবো।

পৃথ্বী। হাঁ, এ মন্দ পরামর্শ নয়—শত্রুঘ্ন! তোমার মত কি?

শত্রুঘ্ন। যুবরাজ! সংগ্রামদেব যে কৌশলটি ঠাউরেছেন সেটি সুকৌশল বটে, তাতে শীঘ্র শীঘ্রই পাঠান সরদারের নিপাত সম্ভাবনা, কিন্তু আমার আরো কিছু বক্তব্য আছে।

পৃথ্বী। কি বল দেখি?

শত্রুঘ্ন। আমার বিবেচনায় শুদ্ধ রাজকুমারীর আর আপনার ছদ্মবেশে পাঠানদের দলে গিয়ে মেশা যুক্তিযুক্ত নয়। জন কয়েক প্রধান প্রধান সেনা বাছাই ক'রে তাদের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়ে, এমন কি পাঠানদের ন্যায় অবিকল পরিচ্ছদ পরায়ে আপনাদের সঙ্গে ল'য়ে যাবেন—কি জানি যদি পাঠানেরা আপনাদের সহসা চিন্তে পারে, আর আক্রমণ করে, তবে এরাই আপনাদের শরীর রক্ষা ক'রবে।

পৃথ্বী। এ কর্ত্তব্য বটে, কারণ রাজকুমারীর শরীর রক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক হ'চ্ছে। আমি তাঁর দক্ষিণে থাকবো, কিন্তু বামদিক আর পৃষ্ঠদেশ কে রক্ষা করে? সুতরাং জন কয়েক বীর্য্যবন্ত সেনার আবশ্যক হ'চ্চে বটে। সংগ্রাম-দেব! তুমি কি বল?

সংগ্রাম। আজ্ঞা হাঁ, এ সু-পরামর্শ বটে, কেবল রাজকুমারীর জন্যই এ সাহায্যের সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক হ'চ্ছে। নচেৎ বীরেন্দ্র! আপনি যদি একাকী হ'তেন তবে তার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। উত্তর গোগৃহে অর্জ্জুন যেমন একেশ্বর কুরুসৈন্যসাগর মন্থন ক'রেছিলেন, আপনিও তেমনি একেশ্বর অগণন যবনসৈন্য দলনে সক্ষম। আর আমি যে স্থানে থাকবো সেই স্থান থেকে আপনাদের সংবাদ যা'তে প্রতি পলকে পলকে প্রাপ্ত হই, তার উত্তম বন্দোবস্ত ক'র্‌বো। চতুর এবং দ্রুতগামী বার্ত্তাবহকগণ স্থানে স্থানে এরূপ সতর্কতার সহিত অবস্থিতি ক'র্‌বে যে, তাদের দ্বারা আপনাদের প্রতি পাদ সঞ্চরণের সংবাদ আমি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পাবো। বীরেন্দ্র! আপনি দেখবেন, যে মুহূর্ত্তে আপনি পাঠান সরদারকে নিপাত ক'রবেন সেই মুহূর্ত্তেই আমি আপনার নিকটে সসৈন্যে উপস্থিত হবো।

পৃথ্বী। সংগ্রামদেব! তুমিই যথার্থ রণচতুর। তোমার ন্যায় রণদক্ষ সেনাপতি যার, তাকে অবশ্যই ভাগ্যবান্ ব'ল্‌তে

হবে। যাক্ এক্ষণে রাজকুমারীকে আমাদের এই সকল ষড়যন্ত্রের কথা ব'লে পাঠাতে হবে, তিনি যেন আগামী শনিবার সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সমরোচিত বেশ পরিধান ক'রে প্রস্তুত থাকেন, আমরা তাঁর আলয়ে উপস্থিত হ'লে তিনি যেন উপযুক্ত সময়ে আমাদের সঙ্গে এসে মিশ্‌তে পারেন। সংগ্রামদেব! তুমি জনৈক বিশ্বাসী দূত দ্বারা রাজকুমারীকে সমস্ত সংবাদ দেও।

সংগ্রাম। বীরেন্দ্র! আমি স্বয়ংই রাজকুমারীর নিকট গমন কচ্চি এবং সকল বিষয় তাঁর সমক্ষে নিবেদন কচ্চি।

পৃথ্বী। উত্তম, কিন্তু সাবধান রাজকুমারীর সখীটিকে দেখে যেন ভুলে যেও না—রণবীর তাকে দেখে যেরূপ বদন ব্যাদান ক'রেছিলেন, আমার বোধ হ'লো যেন অমৃতময় চূতফল দেখে পবননন্দন আঁটি সমেত গিলিবার উপক্রম ক'র্‌চেন।

শত্রুঘ্ন। (সহাস্যে) যুবরাজ! আপনি সত্য সত্যই লক্ষ্য ক'রেছেন। রাজকুমারীর সখী যখন সহাস্য বদনে আপনার বার্ত্তাবাহিণী হ'তে স্বীকার ক'র্‌লেন, ঠিক সেই সময়ে আমাদের রণবীর ভায়াকে ভাব লেগেছিল—রাজকুমারীর সখীর প্রতি একদৃষ্টে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে, কি বিড়ির বিড়ির ক'রে মনে মনে বক্‌লেন, আর এমনি হাঁ ক'রেছিলেন যে, তা দেখে আমি কষ্টে হাস্য সংবরণ ক'রেছি।

রণ। ভাই শত্রুঘ্ন, মিথ্যা পরিহাস ক'রো না। আমি কেবল রাজকুমারীর সখীর মনে মনে প্রশংসা ক'র্‌ছিলেম। ভাই সংগ্রামদেব! তুমি সত্য বল দেখি রাজকুমারীর সখীটি কি রসিকা নয়?

সংগ্রাম। রণবীর! তুমি যে একেবারে গ'লে গিয়েছ দেখতে পাই। (পৃথ্বীরাজের প্রতি) যুবরাজ! আপনি চেষ্টা ক'রে রণবীরের সঙ্গে রাজকুমারীর সখীর বিবাহ দিয়ে দিন, নৈলে আপনার রণবীরের জীবন সংশয়!

পৃথ্বী। আমি চেষ্টা ক'র্‌লে কি হবে বলো। আমি ত আর স্ত্রীলোকের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ ক'র্‌তে পারব না। রাজকুমারীর সখী সে তার আপনার অন্তঃকরণের আপনিই অধিকারিণী—রণবীরের প্রতি তার যদি শ্রদ্ধা না হয় তবে আমি কি ক'র্‌তে পারি?

সংগ্রাম। এই বারেই প্রমাদ! রণবীর ভাই—তুমি স্বয়ং চেষ্টা কর। রসিকতা, সদালাপ, স্তব, বিনয়, পূজা, উপহার, যাতে রাজকুমারীর সখীর মনোমোহন হয় তা ক'র্‌তে আরম্ভ কর। কিন্তু দেখ' ভাই; অত বেশী মুখ বিস্তার ক'রো না, তা হ'লে সব ফস্‌কে যাবে।

রণ। যাও ভাই, তোমাদের পরিহাস রেখে দেও। আমাকে পাগল পেয়েছ না কি? আমি কেবল ব'লেই ধরা পড়েছি। আচ্ছা, সকলে সত্য ক'রে বল দেখি, সুন্দরী

যুবতী যদি রসিকা, মিষ্টালাপী হয় তাকে পেতে কোন্ যুবার মনে মনে স্পৃহা না হয়? যার না হয় আমি তাকে পুরুষ ব'লে গণ্য করি না। আর ভাই সংগ্রামদেব, তুমি পরকে ঠাট্টা ক'র্‌তে বিলক্ষণ মজবুত, কিন্তু আপনি কি সুচতুর! রাজকুমারীর সখীটিকে একবার দেখে চক্ষু সার্থক ক'র্‌বে, সেই লালসায় যুবরাজের নিকট থেকে দৌত্যকার্য্যের ভারটি আপনি চেয়ে লয়েছ—আমি কি ঘাস খাই? আমি কি কিছু বুঝতে পারিনে?

পৃথ্বী। (সহাস্যে) সাবাস রণবীর! উত্তম বক্তৃতা ক'রেছ। সংগ্রামদেব! তুমি এইবারে গেলে।

সংগ্রাম। (সহাস্যে) যুবরাজ! বৈশাখ মাস নিকট, এ'রি মধ্যে রণবীর ভায়া যেরূপ উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছেন এর উপর আর বেশী উত্তপ্ত হ'লে তাঁকে ঠাণ্ডা করা ভার হবে, সুতরাং চেপে যাওয়াই শ্রেয়ঃ বোধ হ'চ্ছে, আর বেলাটাও অধিক হ'য়েছে, আপনার মধ্যাহ্ন ক্রিয়াদির সময় উপস্থিত হ'লো, গাত্রোত্থান ক'র্‌তে আজ্ঞা হয়।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তারার শয়নাগার।

(পর্য্যঙ্কোপরি তারা এবং অন্য আসনে রোহিণী আসীনা।)

তারা। সখি, রজনী প্রভাতের বিলম্ব কত ?

রোহি। রাজকুমারী! প্রভাতের এখনও ঢের বিলম্ব আছে, এই মাত্র যামিনীর দ্বিতীয় যাম গত হ'লো, আর একটু বিশ্রাম করুন। আজ যে দেখছি আপনার চক্ষে নিদ্রা নাই, অত উতলা হ'লেন কেন ?

তারা। তুমি কি ভুলে গেলে, সখি, কাল শনিবার, মহরমের শেষ দিন ?

রোহি। না আমি ভুলি নাই ; কিন্তু রাজকুমারি! যুবরাজ ত ব'লে পাঠিয়েছেন যে, তিনি সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এখানে আসবেন, আপনি সেই সময়ে প্রস্তুত হ'লেই ত হবে ?

তারা। সখি! সত্য। কিন্তু সখি! একবার ভেবে দেখ দেখি আমার কি এ বিশ্রাম করবার সময় ? সখি! যারা

স্বদেশের, জন্মভূমির অধিকারিত্ব থেকে বঞ্চিত হ'য়েছে, যারা জীবনের সার স্বাধীনতা রূপ অমূল্য ধন অপহারক দস্যুর গ্রাস থেকে রক্ষা ক'র্‌তে পারে নাই, তাদের আবার বিশ্রাম কি? সুখ ইচ্ছাই বা কি? স্বজাতির, স্ববংশের, স্বদেশের অপমানরূপ বৃশ্চিক দংশন সহ্য ক'র্‌লে কি নয়নে নিদ্রার আবির্ভাব হয়? যাদের হয় তারা মানবকুলে অত্যন্ত হেয়! দেখ সখি! আর্য্যকুল-উজ্জ্বলকারী মেঘনাদহন্তা লক্ষ্মণবীর অগ্রজের অবমাননায় সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিয়ে চতুর্দ্দশ বৎসর নিদ্রা যান নাই, চতুর্দ্দশ বৎসর স্ত্রীসহবাস করেন নি, ব্রহ্মচর্য্য ক'রে কালক্ষেপ ক'রেছিলেন। তার পর যখন শুভ-দিনে দুষ্ট খল-অপহারক লঙ্কেশ্বরকে তার দুষ্টাচারের সমুচিত প্রতিফল দিলেন তখন আবার সংসারী হ'য়েছিলেন। সখি একটি গীত শোন—

গীত।

রাগিণী বেহাগ— তাল আড়া।

সখি ধন্য সে জন।
স্বজাতি গৌরব যেই করে উদ্দীপন॥
স্বদেশের অপমান ঘুচাতে যে সঁপে প্রাণ,
মানবে সেই প্রধান, পুরুষ-রতন॥

স্বাধীনতা মহাধন,—হারাইয়ে সে রতন,
শোকে সুখ-সাধ যেই করে বিসর্জ্জন—
ধন্য সে নরেরি সার, প্রাণাবধি পণ যার,
করিতে পুনরুদ্ধার, সে হারা রতন ॥

রোহি। রাজকুমারি! আপনিই ধন্যা! আপনিই নারী-কুল পবিত্র করবার জন্যে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন! আপনার সুকণ্ঠ মধুর সঙ্গীতে মুগ্ধ হ'য়ে আপনার পক্ষপাতিনী হ'য়ে ব'লছি না—রাজকুমারি! যার অন্তঃকরণে এত অধিক পরিমাণে স্বদেশের, স্বজাতির প্রেম জাজ্জ্বল্যমান রয়েছে, সে কি প্রশংসার পাত্রী নয়? রাজকুমারি! আমি কায়মনো-বাক্যে প্রার্থনা করি জগদম্বা সুপ্রসন্না হ'য়ে যেন ত্বরায় আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করেন।

তারা। সখি, তুমি আমাকে ভালবাসো ব'লে আমার অত প্রশংসা ক'চ্চো! সখি, আমি তোমাকে সত্য সত্যই ব'লচি আমি বাস্তবিক কিছু মাত্র প্রশংসার পাত্রী নই। দেখ সখি, ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ ক'রে যারা স্ব স্ব কর্ত্তব্য আচরণ যথার্থরূপে অনুষ্ঠান ক'র্‌তে পারেন তাঁরাই কেবল প্রশংসার পাত্র হন। দেখ দেখি, সতী দাক্ষায়ণী নারীকুল কেমন চির উজ্জ্বল ক'রেছেন! স্বকর্ত্তব্য সাধনে তেমন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রমণীশিরোমণি জগতে আর কি দৃষ্ট হয়? পিতার

মুখে পতিনিন্দা শুনে প্রাণত্যাগ ক'র্‌লেন! সখি! একবার ভেবে দেখ দেখি, তিনি কত বড় পতিপ্রাণা ছিলেন, আর তাঁর পতিভক্তিই বা কি অদ্ভুত! 'পতির নিন্দক পিতা! তাঁর ঔরসজাত আমার এই দেহ! একি আমার পরম পূজ্য ইষ্টদেবতা পতিসেবায় অধিকারী হবে? আর কি আমি এ দেহকে পতিপূজার পবিত্র উপচার মনে ক'রতে পারবো? না কখনই নয়! হায়! তবে বুঝি পতিসেবায় বঞ্চিত হ'লেম!' —এই আশঙ্কায়, এই খেদে, সখি, এই শোকে, দাক্ষায়ণী কলেবর পরিত্যাগ ক'রেছিলেন। নারীজাতির জীবনের একমাত্র সার কর্ত্তব্য যে পাতিব্রত্যধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে প্রতিপালন করা, তার আশ্চর্য্য চিত্র জগতে সতীই দেখিয়েছেন। সখি! এইরূপ মহৎ চরিত্রেই জগতে প্রশংসনীয়। আর দেখ সখি, পুরুষজাতির মধ্যে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র, বীরকুলচূড়ামণি ভীষ্ম,—এঁরাই যথার্থ প্রশংসার পাত্র হ'য়েছিলেন। পিতৃসত্য-পালনে, প্রজারঞ্জনে, পিতার সন্তোষ লাভার্থে, যাবজ্জীবনের জন্যে এঁরা আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন। দেখ দেখি সখি, এঁদের স্বকর্ত্তব্য সাধনে কত বড় আস্থা! কত বড় স্থির প্রতিজ্ঞা! মানবকুলের মধ্যে এঁদের ন্যায় কর্ত্তব্য-অনুষ্ঠানে দৃঢ়ব্রত যাঁরা, তাঁরাই কেবল সংসারে প্রশংসা পাবার যোগ্য পাত্র। সখি! আমি কি গৌরবের কর্ম্ম ক'রেছি যে প্রশংসার পাত্রী হ'লেম?

রোহি। রাজকুমারি! এখন বুঝলেম যে আপনার ন্যায় মহানুভব যাঁরা, তাঁরা আত্মপ্রশংসা শুনতে লজ্জিত হন। আর অসার লোকেই কেবল আত্মগৌরবের আস্ফালন করে। যা হোক্ প্রার্থনা করি, যেন হিন্দুস্থানের সকল মহিলাতেই আপনার মহৎ দৃষ্টান্ত অনুকরণ করে, তা' হ'লে দেশের আর গৌরবের সীমা থাকবে না। আহা! যে দেশের মহিলাগণ সব বীরপত্নী, সব বীরপ্রসবিনী, সে দেশের কি অতুল গৌরব!

তারা। সখি! আমার বোধ হ'চ্চে যামিনী শেষ হ'য়ে এলো। শীতল উষা সমীরণ যেন আমার অঙ্গ স্পর্শ ক'র্‌লে বোধ হ'লো।

রোহি। কই রাজকুমারি! আমি ত কিছুই টের পেলেম না, তবে বোধ হয় পবনদেব প্রভাকরের অনল-উত্তাপে সমস্ত দিন জ্ব'লে পুড়ে রাত্রে ঘুমোতে পারেন নি, তাই আপনার সুচারু কোমলাঙ্গ স্পর্শ ক'রে কিছু শীতল হবেন ব'লে, এত তাড়াতাড়ি শয্যা থেকে উঠে এসেছেন।

তারা। সখি! এটি তোমার ভুল। ভগবান মরুতের কি আমার মতন সামান্য মানবীতে তৃপ্তি জন্মাতে পারে? তিনি যেমন পাত্র বিধাতা তাঁরে তেমনি দুটি উপযুক্ত ভার্য্যা দিয়েছেন, কাদম্বিনী আর সৌদামিনী। যখন তিনি দিবাকরের প্রখর উত্তাপে বড় জ্বলে উঠেন, তখন তারা দুই সতিনে

অমনি তর্জ্জন গর্জ্জন ক'রে কোন্দল আরম্ভ ক'রে দেয়! কেউ হাসে, কেউ কাঁদে, আর পবনদেব একে শরীরের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত তাতে আবার ঘরের জ্বালা!, এই দুই জ্বালাতে অস্থির হ'য়ে ছুটে ছুটে বেড়ান; তার পর যখন কাদম্বিনীর আর সৌদামিনীর কোন্দল থামে তখন তিনি 'হোঁচটে পড়ে শয়নে পদ্মনাভ' বিবেচনায় নিজেও ঠাণ্ডা হন। সখি! পুরুষের দুটো বিয়ে কি কম জ্বালা?

রোহি। রাজকুমারি! তা' আবার একবার ক'রে ব'লতে! দ্বারকানাথ যদুপতি ষোলশ মহিষী নিয়ে কেমন ক'রে সংসার চালাতেন আমি তাই ভাবি?

তারা। চালাবেন আর কি? মাথা আর মুণ্ডু! সত্যভামার মুখ ঝাম্‌টা খেয়ে খেয়ে, আর রুক্মিণীর কিসে মন যোগাবেন সেই ভাবনা ভেবে ভেবে কাঠ হ'য়ে গিয়েছেন, আর হাত পা পেটের ভিতর ঢুকে ঠুঁটো জগন্নাথ হ'য়ে সমুদ্রের ধারে বসে ঢেউ গুণছেন!

রোহি। তাই ত রাজকুমারি! দেবতারাও যখন বহু-বিবাহের কষ্টভোগ ক'র্‌তে এড়ান না, তখন মানুষে আবার জেনে শুনে সেই ঝক্‌মারীতে কেন লিপ্ত হয়?

তারা। তা জাননা সখি? কেবল দুষ্ট লোভ! দুষ্ট ক্ষুধা! অনেক পুরুষের এই রোগ আছে, আর দুর্ভাগ্যক্রমে দুই একজন স্ত্রীলোকেরও এই রোগ দৃষ্ট হয়, তারা দশজনের

খাদ্য একা আহার ক'রেও তৃপ্ত হন না, উদরে স্থান থাকুক আর নাই থাকুক, দন্ত চর্ব্বণে শক্ত হ'ক আর নাই হ'ক, কিন্তু রোমন্থক পশুদের ন্যায় অহর্নিশি আহারটি চালাতে হবে! সখি! একি কম ঘৃণিত রোগ! আমি শুনেছি, এই রোগের প্রবলতায় রোগীর খাদ্যাখাদ্যের বিষয় কিছুই বিচার থাকে না, অধিকন্তু চক্ষু যায়! কর্ণ যায়! লজ্জা থাকে না! তবে লোকনিন্দা শুনতে পায় না। আর সেই দুর্ভগ রোগীকে ভদ্রসমাজে যে কত হেয় আর ঘৃণিত ক'রে ফেলে, তা ব'লতে আমার রসনা অশক্ত।

নেপথ্যে। রোহিণী—রোহিণী—

রোহি। রাজকুমারি! এ মন্ত্রী মহাশয়ের কণ্ঠধ্বনি না?

তারা। সখি হাঁ, এ মন্ত্রী মহাশয়ের কণ্ঠস্বর। যাও যাও, শীঘ্র বাহিরে যাও. জিজ্ঞাসা কর, মন্ত্রী মহাশয় কি সংবাদ লয়ে এসেছেন।

(রোহিণীর প্রস্থান এবং চাণক্যের সহিত
পুনঃ প্রবেশ।)

চাণ। রাজকুমারি, দীর্ঘজীবিনী হউন!

তারা। (অভিবাদনপূর্ব্বক) মন্ত্রী মহাশয়, সংবাদ কি?

চাণ। রাজকুমারি, শীঘ্র প্রস্তুত হ'ন; রাত্রি শেষ হ'য়েছে, যুবরাজ এসে বাহিরে প্রতীক্ষা ক'র্‌চেন। আমি আপনার "পবনবেগ" নামক তুরঙ্গমকে সুসজ্জিত ক'রে আনতে ব'লে দিয়েছি, অশ্ব আগতপ্রায়।

তারা। উত্তম! মন্ত্রী মহাশয় আমি প্রস্তুতই আছি, কেবল অসিচর্ম্ম গ্রহণ ক'ল্লেই হয়। আপনি অগ্রসর হন্ আমি যাচ্চি।

চাণ। যে আজ্ঞা।

(চাণক্যের প্রস্থান।)

তারা। সখি, আমার সেই অসিখানি এনে দেও, যার করমুষ্টে "শত্রুনাশিনী" ব'লে খোদিত আছে।

(রোহিণীর প্রস্থান এবং অসিচর্ম্মের সহিত পুনঃ প্রবেশ এবং তারাকে অসিচর্ম্ম প্রদান।)

তারা। (অসিচর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক) খড়্গ! তুমি অসুর-নাশিনী ভবানীর করকমলে বাস কর! তুমি অস্ত্রপ্রধান! আজ তুমি আমার কর উজ্জ্বল কর, তোমার প্রসাদে যেন ভারতের চিরশত্রু যবনদমনে কৃতকার্য্য হই।

রোহি। রাজকুমারি! আমার একটি প্রার্থনা আছে।

তারা। কি? বল সখি?

রোহি। আমার এই প্রার্থনা যে আপনি যেন যুবরাজের সমীপবর্ত্তিনী হ'য়ে থাকেন, তাঁর নিকট থেকে যেন বেশী অন্তরে গিয়ে না পড়েন, কি জানি যদি পাঠান সেনারা আপনাকে একাকিনী পেয়ে বেষ্টন করে?

তারা। সখি! সমর-তরঙ্গে ভাস্‌লে কে কোন্ স্থানে যে অবস্থিতি ক'র্‌বে তা পূর্ব্বে নির্ণয় করা যায় না, তার উপস্থিত মতে বিবেচনা ক'র্‌তে হয়, আর সখি, তুমি কি মনে কর, আমি মরণের আশঙ্কা করি?

অপমান কলঙ্কের করিতে মোচন,
স্বাধীনতা মহাধনে করিতে রক্ষণ,
দেশ ধর্ম্ম রক্ষা তরে, যে জন সাহস ভরে,
সমরে যাইতে ডরে আশঙ্কি মরণ,
শত ধিক তারে সেই ভীরু অভাজন॥

পরাধীন শৃঙ্খলেতে হইয়ে বন্ধন,
পরের দাসত্ব ভার যে করে বহন,
স্বজাতি গৌরব নাশ, দেখেও বাঁচিতে আশ,
সুখভোগে অভিলাষ করে যেই জন,
না জানি কেমন তার অধম জীবন!

শরীর ধরিলে আছে অবশ্য মরণ,
স্বভাব নিয়ম এই কে করে খণ্ডন ?
সাহসী ধার্ম্মিক যারা, মরিতে ডরে না তা'রা,
বলে তা'রা মরণের আছে প্রয়োজন,
'বারেক মরিব' আছে বিধির বন্ধন ॥

কর্ত্তব্যসাধনে যার নাহি দৃঢ় পণ,
বৃথাই জনম তার বিফল জীবন !
ভীরু কাপুরুষ যারা, সদা ভয়ে হ'য়ে সারা,
কতবার মরে তা'রা না হ'তে মরণ
কি ফল আছয়ে রাখি তেমন জীবন ?

কর্ত্তব্য কর্ম্মের সখি ক'ত্তে অনুষ্ঠান,
প্রতিজ্ঞা ক'রেছি আমি সঁপিব পরাণ,
হাসিয়ে দর্পের হাসি, সমর সাগরে ভাসি,
তুলিব তরঙ্গরাশি, প্রহার তুফান,
শত্রুর শোণিতে অসি করাইব স্নান ॥

ধাইব ধাইব সখি, কীর্ত্তির সদন,
থাকুক জীবন আর যাউক জীবন,
স্বাধীনতা মহাধনে, উদ্ধারিতে সে রতনে,
প্রতিজ্ঞা ক'রেছি মনে মারিব যবন,
দেশের কলঙ্ক আজ করিব ভঞ্জন ॥

তুলিতে হিন্দুর পুন গৌরব নিশান,
থাকে থাক কলেবরে নহে যাক প্রাণ।
যদি বিধি কৃপাবান, হইয়ে আশা পূরান,
ধরিব এ দেহে তবে জীবন পরাণ—
নতুবা আজি সমরে, ত্যজিয়ে এ কলেবরে,
ভুলিব দারুণ শোক দেশ অপমান॥

নেপথ্যে। রাজকুমারি! আপনার অশ্ব সুসজ্জিত হ'য়ে দ্বারে এসে উপস্থিত হ'য়েছে, আসতে আজ্ঞা হউক।

তারা। চল সখি, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

(উভয়ের প্রস্থান।)

যবনিকা পতন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(টোডাটঙ্ক নগরের দক্ষিণ দ্বার উদঘাটনপূর্ব্বক পাঠান সর্দার লালা এবং তাহার অনুচর-গণের তাজিয়া লইয়া নগরের বাহিরে আগমন, বাদ্যের সহিত সকলের স্ব স্ব বুকে চপেটাঘাত এবং হোসেন হাসেন নাম উচ্চারণপূর্ব্বক অগ্র-গমন, অন্য দিক হইতে ছদ্মবেশী পৃথ্বীরাজ-তারা এবং অনুচরগণ আসিয়া পাঠানদের দলে প্রবেশ।)

লীলা। (পৃথ্বীরাজ ও তারাকে দেখিয়া সন্দিগ্ধ চিত্তে অনুচরগণের প্রতি) তোমরা কে'ও ব'লতে পার ?—এই যে দুজন লোক আমাদের তাজিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসছে, এরা কে ? এদের ত আগে কখন দেখি নাই, এদের এক জনকে স্ত্রীলোকের মতন বোধ হ'চ্চে না ?

প্র, অনু। জাঁহাঁপনা ! হাঁ ! আপনি ঠিক ঠাউরেছেন, এদের এক জনকে স্পষ্ট মেয়ে মানুষের মত বোধ হ'চ্চে।

দ্বি, অনু। জাঁহাঁপনা! এদের মুখ দেখলে বোধ হয় এরা কোন বড় ঘরআনা হবে, তা ওদের কেন ডেকে জিজ্ঞাসা করা যাক্ না?

তৃ, অনু। না হে! তুমি জান না (লীলার প্রতি) জাঁহাঁপনা! এদের রাজপুত ব'লে বোধ হয় আর যেন কোন দুষ্ট অভিপ্রায়ে এসেছে, এমনি আশঙ্কা উপস্থিত হ'চ্ছে।

পৃথ্বীরাজ। (তারাকে সম্বোধন করিয়া) রাজকুমারি! আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। আপনার পিতৃশত্রুকে চিন্‌তে পেরেছি। (লীলার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক) ঐ যে দীর্ঘাকার লোকটা, যাকে সকলে জাঁহাঁপনা ব'লে সম্বোধন ক'চ্চে, ঐ ব্যক্তিই হবে তার আর সন্দেহ নাই।

তারা। যুবরাজ! ঐ—ঐ বটে—

পৃথ্বীরাজ। (লীলার প্রতি বেগে ধাবিত হইয়া তাহার বক্ষঃস্থলে অস্ত্রের আঘাত ও লীলার চীৎকারের সহিত ভূতলে পতন এবং মৃত্যু; এবং তারার প্রতি উচ্চৈঃস্বরে) রাজকুমারি! তোমার পিতৃরাজ্য-অপহারকের সমুচিত ফল দিলাম—

(পাঠানদলে মহা কোলাহল)

সকলে। রাজপুত এসেছে! রাজপুত এসেছে! মার রে—মার রে—(কেহ কেহ পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল।)

তারা। (নিজ অনুচরগণের প্রতি) সেনাগণ! ধাও—মারো—দুষ্ট পাঠানেরা যুবরাজকে আক্রমণ ক'র্‌তে আস্‌ছে—(বেগে সেনাগণের সহিত পৃথ্বীরাজের নিকটে যাইয়া পাঠানদের সহিত যুদ্ধ করণ।)

(নেপথ্যে রণবাদ্য, সৈন্যকোলাহল।)

(সসৈন্যে সংগ্রামদেবের প্রবেশ এবং সিংহনাদ পূর্ব্বক পাঠানদের সহিত যুদ্ধ, পাঠানদের রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন এবং হস্তী দ্বারা নগরের দ্বার অবরোধ; তারার অসির আঘাতে হস্তীর শুণ্ডচ্ছেদন—হস্তীর পলায়ন—পৃথ্বীরাজ, তারা, রাজপুত সেনাগণ—সকলের নগরে প্রবেশ এবং জয়ধ্বনি।)

রাজপুত সেনাগণ। (সকলে উচ্চৈঃস্বরে) রাজকুমারী তারা কি জয়! বীরেন্দ্র পৃথ্বীরাজ কি জয়! রাজপুত বাহুবল কি জয়! হিন্দুকুল কি জয়!

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

টোডাটঙ্ক নগরের রাজভবন, রাজসভা।

(সুরতান, চাণক্য, তারা, পৃথ্বীরাজ, পৃথ্বীরাজের সরদারগণ, সভাসদ কবিভূষণ, নাগরিকগণ, প্রহরী, নর্ত্তকী, গায়ক প্রভৃতি আসীন,—গীত এবং নৃত্যের পর গায়ক ও নর্ত্তকার প্রস্থান)

সুরতান। নগরবাসিগণ! তোমরা স্বচক্ষে দেখেছ, যুবরাজ পৃথ্বীরাজ কি আশ্চর্য্য রণপণ্ডিত! এরই কল্যাণে আমি স্বরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হ'লেম, আর তোমাদের যবনপীড়নের অবসান হ'লো!

প্র, নাগরিক। মহারাজ! যুবরাজ পৃথ্বীরাজের জয় হ'ক, প্রার্থনা করি তিনি দীর্ঘজীবী হউন।

দ্বি, নাগরিক। মহারাজ! যুবরাজের ন্যায় সমরদক্ষ ভূমণ্ডলে আর দৃষ্ট হয় না। তিনি যবন দমন করে হিন্দুস্থানে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখলেন। ব'লতে কি? আমাদের অসহ্য যবনপীড়ন থেকে উদ্ধার ক'রতে, আমাদের দুর্ভাগ্য-যামিনীর অবসান ক'রতে, তিনি হিন্দুর গৌরবসূর্য্যের মূর্ত্তি

ধ'রে এই নগরে এসে উদয় হ'য়েছেন, এ আমাদের বহুভাগ্য ব'লতে হবে।

তৃ, নাগরিক। নরেশ্বর! আপনকার রাজ্যের যাবতীয় লোক যুবরাজের অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্য দেখে মুগ্ধ হ'য়েছে, আর মহারাজের শত্রু দুষ্ট যবনকে নিপাত করাতে তা'রা যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হ'য়েছে, তা আমি এক মুখে বর্ণন ক'রতে পারি না, সকলেই তাঁর যশঃ কীর্ত্তন ক'রছে, আর সকলে কৃতজ্ঞতার সহিত মুক্তকণ্ঠে ব'লছে যে "যুবরাজ আমাদের যবনপীড়ন থেকে উদ্ধার ক'রলেন! তাঁর এ ধার আমরা চিরকালেও পরিশোধ ক'রতে পারব না।"

সুরতান। দেখ নগরবাসিগণ! তোমরা যা ব'লছ, তা সকলি সত্য। যুবরাজ পৃথ্বীরাজের বীরত্বে ও সদ্‌গুণে সমস্ত পৃথিবী উজ্জ্বলা হ'য়েছে। এক্ষণে আমি মানস ক'রেছি যে আমার তারাকে তাঁর করে সমর্পণ ক'রে, আমার স্বরাজ্য যৌতুকের স্বরূপ দান ক'রবো। আমার এক্ষণে বার্দ্ধক্য অবস্থা, এখন পুণ্য আশ্রম অবলম্বন ক'রে জীবন অতিবাহিত করাই শ্রেয়ঃ, আর সংসারে লিপ্ত থাকা উচিত বোধ হ'চ্চে না।

সকলে। মহারাজ! উত্তম, উত্তম আজ্ঞা ক'রেছেন।

প্র, নাগরিক। আহা আমাদের রাজকুমারী যেমন বীর্য্য-শালিনী, যুবরাজও তেমনি সুপাত্র; এঁদের উভয়ের মিলন কি নয়নরঞ্জনকরই হবে! মরি! মরি!

দ্বি, নাগরিক। (প্রথমকে সম্বোধন করিয়া) ভট্ট মহাশয়! আপনি কি শোনেন নাই। আমাদের রাজকুমারী রণস্থলে কি অসাধারণ বীর্য্য প্রকাশ ক'রেছেন? স্ত্রীলোক হ'য়ে হাতীর শুঁড় কেটে ফেলা,—এটা কি সহজ কথা?

কবিভূষণ। নরেশ্বর! আমাদের রাজকুমারী সিংহাসন উজ্জ্বল ক'রে রাজত্ব ক'রবেন—এ আহ্লাদ আমাদের রাখতে আর স্থান নাই! আনন্দে সমস্ত হৃদয় পুলকিত হ'লো! মহারাজ! রাজকুমারীর মতন প্রজাপালিনী, প্রজার হিতার্থিনী—জগতে আর দৃষ্ট হয় না! তিনি আমাদের শাসনকর্ত্রী হ'লে ও তিনি আমাদের সন্তানবৎ প্রতিপালন ক'রলে, আমরা যে কি সুখ-সাগরে ভাসবো তা বর্ণন ক'রতে পারিনে। মহারাজ! শাস্ত্রকারেরা বলেন—

সুখী সেই প্রজাপুঞ্জ ধন্য সেই দেশ,
প্রজাহিতে রত সদা যথায় নরেশ।
সন্তান সম আদরে, জননীর স্নেহ ভরে,
পালে যে প্রজাবর্গেরে, যতনে অশেষ—
প্রজাদের ধন প্রাণ, রক্ষা হেতু নিজ প্রাণ,
অকাতরে করে দান নাহি খেদ লেশ।
সুখী তার প্রজাপুঞ্জ ধন্য সেই দেশ॥

ধন্য সেই রাজা তাঁর সুখী প্রজাগণ,
দিবাকর সম কর যে করে গ্রহণ।
বাষ্পকণা মাত্র কর, আকর্ষিয়ে দিবাকর,
বিশাল জলদ-জালে করে আহরণ—
ধরার হিতের তরে, বর্ষে তাই অকাতরে,
মুষলের ধারে যবে হয় প্রয়োজন।
ধন্য সেই দেশ যার ভূপতি এমন॥

মরি! কি সুখেতে সেই দেশবাসী ভাসে,
যথায় নৃপতি শশী সমান প্রকাশে।
স্নেহের শীতল আলো, বিস্তারি করে উজ্জ্বল,
প্রজার মুখমণ্ডল কুমুদিনী হাসে—
নাহি জ্বালা, নাহি তাপ, কর পীড়নের চাপ,
দুঃখ মনস্তাপ তমো দূরে যায় ত্রাসে।
আহা! কি সুখেতে সেই দেশবাসী ভাসে॥

হয় কি সে রাজ্যে কভু প্রজার পীড়ন,
যথা রাজা করে সব স্বচক্ষে দর্শন?
গতিতে হ'য়ে পবন, সর্ব্বত্র করে ভ্রমণ,
দে'খে কি করে তার কর্ম্মচারিগণ—
গোপনে সন্ধান লয়, কিরূপে প্রজারা রয়,
সুখী দুঃখী—আনন্দ কি নিরানন্দ মন।
হইতে কি পারে সেথা প্রজার পীড়ন?

ধন্য সেই দেশ যথা রাজা ন্যায়বান,
বিচারেতে ধর্ম্মরাজ যমের সমান।
আত্ম পর নাহি মানে, পক্ষপাত নাহি জানে,
ধর্ম্ম তুলা ধরি করে বিচার বিধান—
সাধু জনে পুরস্কার, অসাধুরে তিরস্কার,
যে যাহার যোগ্য তারে করে তাই দান।
মরি ! কি ভূপতি সেই ধর্ম্ম ন্যায়বান !

মহারাজ ! আমাদের রাজকুমারীতে এই সকল মহৎগুণ লক্ষ্য হয় ! একি আমাদের কম আহলাদ ? একি আমাদের কম সৌভাগ্য ?

চাণক্য। (সুরতানের প্রতি) মহারাজ ! আপনার নগরের মধ্যে এই ব্যক্তিটি কি সৎ কবি ! আহা ! কি চমৎকার রাজনীতি মধুর কবিতায় প্রকাশ ক'রলেন !

সুরতান। অতি চমৎকার ! মন্ত্রিবর ! এরূপ রাজ-নীতিজ্ঞ সৎকবির পুরস্কার করা অতীব আবশ্যক। ইঁহাকে রাজকোষ থেকে সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক দাও—

চাণক্য। যে আজ্ঞা—

কবিভূষণ। (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক) মহারাজের

জয় হউক! মহাত্মারা ও সারগ্রাহী ব্যক্তিরাই সদ্‌গুণের আদর ক'রে থাকেন এবং গুণী লোকের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে অকাতরে ধনরাশি ব্যয় করেন—আর যারা অসার ব্যক্তি, তারাই কেবল বৃথামোদে এবং সাধুজন অপ্রিয় কার্য্যে ঐশ্বর্য্যের শ্রাদ্ধ করে। মহারাজ! কি আক্ষেপের বিষয়! অদৃষ্ট-বলে অনেকে বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন বটে, কিন্তু ঐশ্বর্য্যের যথার্থ ব্যবহার না জেনে সমাজের কণ্টক হ'য়ে পড়েন! নরেশ্বর! মানুষ মাত্রের জীবনের সার উদ্দেশ্য যশঃ আর পুণ্য উপার্জ্জন করা; সেই উদ্দেশ্য সাধন ঐশ্বর্য্য দ্বারা যেমন হয় তেমন আর কিছু দ্বারাই হয় না। কিন্তু যাঁরা পাপ আর অপযশের বিনিময়ে বিপুল ধনরাশি ক্ষয় করে, তাদের সৌভাগ্যে দুর্ভাগ্য ব'ল্‌তে হবে।

নরেশ্বর!

ঐশ্বর্য্যবানেরে সবে ভাগ্যবান কয়,
সৌভাগ্য ব্যতীত কেবা ধনবান হয়?
মুনি ঋষি জ্ঞানী জনে, চতুর্ব্বর্গ মধ্যে গণে
অর্থের মহিমা সবে শত মুখে কয়—
পাইয়ে তেমন ধন, যেই মূঢ় অভাজন,
কর্ত্তে পাপ উপার্জ্জন করে তায় ক্ষয়!
সৌভাগ্যে দুর্ভগ তারে বলয়ে নিশ্চয়॥

ভাগ্যের উপরে ভাগ্য! বলি যে তাহার,
ধনের উপরে ধর্ম্ম জ্ঞান আছে যার।
পরহিতে করে দান, বিদ্যার করে সম্মান,
দীন দুঃখী ক্ষুধার্ত্তেরে যোগায় আহার—
করে দান অকাতরে, সমাজের হিত তরে,
অন্তরে বদান্যরস স্রোত বহে যার,
উজ্জ্বলেতে মধুমাখা সৌভাগ্য তাহার॥

ধন ব্যবহার যেন শিখে ধনী জন।
হবে সুখ দেশে, হবে দুঃখের মোচন।
হা অন্ন! যো অন্ন! বলি, দরিদ্র দুঃখী কাঙ্গালী,
কাঁদিবে না আর তারা অভাবে অশন—
খাদ্য, পেয়, আচ্ছাদন, আছে যত রূপ ধন,
দিবে সবাকারে সব করিয়ে বণ্টন,
ধন ব্যবহার যদি শিখে ধনিগণ॥

তারা। মন্ত্রী মহাশয়! এই কবিভূষণ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করুন, যদি তিনি রাজসরকারে কোন প্রধান কর্ম্মচারীর পদ পেতে ইচ্ছা করেন? তিনি যেরূপ রাজনীতিজ্ঞ এবং ধনব্যবহার শাস্ত্রে পণ্ডিত, তেমন একজন দক্ষ ব্যক্তি রাজকোষাধ্যক্ষ হ'লে দেশে মঙ্গলের সম্ভাবনা।

চাণক্য। (কবির প্রতি) কবিভূষণ মহাশয়! শুন্‌লেন ত রাজকুমারী আপনার বক্তৃতা শুনে সন্তুষ্টা হ'য়েছেন, আর আপনাকে রাজকোষাধ্যক্ষের পদে আহ্বান ক'রছেন, আপনার অভিপ্রায় কি ?

কবি। মহাশয়! আমার পরম সৌভাগ্য ব'ল্‌তে হবে যে রাজকুমারী আমার প্রতি সন্তুষ্টা হ'য়ে আমাকে এমন উচ্চপদ দিয়ে পুরস্কার ক'রলেন। প্রার্থনা করি তিনি দীর্ঘজীবিনী হ'য়ে, চিরযশস্বিনী হ'য়ে সুখে রাজ্য শাসন করুন। আমার প্রতি যে কর্ম্মের ভার দিলেন তার সুসম্পাদন ক'রতে আমি সাধ্যানুসারে ক্রটি ক'রবো না।

সংগ্রামদেব। (পৃথ্বীরাজকে সম্বোধন করিয়া) যুবরাজ! আপনি কি চমৎকার স্ত্রীরত্নই লাভ ক'রলেন! সদ্‌গুণের আদর করার কি সুন্দর পরিচয় রাজকুমারী দিলেন!—

সুর। (সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া) তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন কি ? (পৃথ্বীরাজের করে তারার করসংযোগ করিয়া) রাজপুত কুলতিলক বাবা পৃথ্বী! আমি স্বরাজ্যের সহিত আমার তারাকে তোমার করে সম্প্রদান ক'রলেম—(নেপথ্যে মঙ্গলধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি)। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তোমরা উভয়ে দীর্ঘজীবী হ'য়ে দাম্পত্যপ্রণয়ে পরস্পর সুখী হও, আর নির্ম্মল যশের আলোয় জন্মভূমি ভারতবর্ষ উজ্জ্বল কর।

পৃথ্বী ও তারা। (উভয়ে নতশির হইয়া সুরতানকে প্রণাম করিয়া) পিতা! আপনার অমৃতময় স্নেহের যে অনন্ত ঋণ তা আমরা চিরকালও পরিশোধ ক'রতে পারব না।

(সভাসদ্‌গণের আশীর্ব্বাদ)

সকলে। রাজকুমারী চিরসুখিনী হোন্—যুবরাজের জয় হোক্।

সুর। (সকলের প্রতি) তোমরা আজ সমস্ত নগরে রাজব্যয়ে আনন্দ উৎসব কর।

সকলে। যে আজ্ঞা মহারাজ!

(সকলের প্রস্থান।)

যবনিকা পতন

নেপথ্যে গীত।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

মরি কি সুখেরি নীরে—
করিয়ে পরিণয়, ভাসে নর নারী।
দম্পতীর চিত, প্রেমে পুলকিত,
পায় উভয়ে প্রীতি, উভয়ে হেরে॥
তুষিতে উভয়ের মন, উভয়েরি আকিঞ্চন,
বেশ ভূষা ভালবাসা বাসি দুজনে—
প্রেম আলাপনে, প্রিয় আলিঙ্গনে,
যায় দুজনে সুখ স্বর্গপুরে॥
মরি কি বিধাতার, কৌশল চমৎকার
সংসার গঠনে হয়, বিবাহ বন্ধন—
প্রকৃতি পুরুষে, চির সুখ আশে,
বাঁধে পরস্পরে, প্রণয় ডোরে॥

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

তারার পুষ্পোদ্যান।

(তারা এবং পৃথ্বীরাজ আসীন।)

পৃথ্বী। প্রণয়িনী! এই অশোক তরুটির সঙ্গে এ মাধবীলতার সংযোগ ক'রলে কে? আহা! এদের উভয়ের মিলন কি নয়নপ্রীতিকরই হ'য়েছে।

তারা। নাথ! মাধবী আপনিই অশোক তরুকে প্রণয়দামে আবদ্ধ ক'রেছে। ঐ দেখুন তার নিকটে উচ্চ শাল্মলী বৃক্ষ রয়েছে, কিন্তু মাধবীর একটি শাখাও সে দিকে যায় নাই. প্রিয়তম! যারা নারীজাতির মধ্যে সৎস্বভাবা তারা সজ্জনেরই অনুগামিনী হয়—এর দৃষ্টান্ত উদ্ভিজ্জজাতির মধ্যেও দেখুন। আবার ওদিকে দেখুন অপরাজিতা করবীরকে আশ্রয় ক'রে কেমন সুন্দর শোভা ধারণ ক'রেছে!

পৃথ্বী। তাই ত, প্রিয়ে! করবীরের কোলেতে অপরাজিতার মধুর নীলিমা কি চমৎকার মানিয়েছে! আহা! তাদের দেখলে বোধ হয় যেন করবীর অপরাজিতার কালোতে

চপলা হাসি দেখে প্রণয়পুলকে গদগদ হ'য়ে মস্তক অবনত ক'রে ভূমেতে পড়ছে।

তারা। নাথ! যে যেমন তার তেমনি উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে মিলন হ'লে কি উত্তমই দেখায়!---ঐ দেখুন চম্পকের আর ঝুমকালতার পরস্পরের মিলন কি নয়ন-রঞ্জনকর হ'য়েছে! আবার এদিকে দেখুন নিমের আর গুলঞ্চের কি গাঢ় প্রণয়! গুলঞ্চ বিচ্ছেদের ভয়ে অনন্ত নাগপাশের ন্যায় বাহু-শৃঙ্খলে পতির সর্ব্বাঙ্গ আবদ্ধ ক'রে কেমন গাঢ় আলিঙ্গন ক'রছে!—নাথ! গুলঞ্চের পতিনিষ্ঠা দেখে আমার ইচ্ছা হ'চ্চে যেন আমি তার মতন অনন্ত বাহু-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ক'রে নারীজীবনের সার পতিরূপ সারাল নিম তরুকে চিরকাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করি—আমাদের যেন তিলমাত্র বিচ্ছেদ না হয়।

পৃথ্বী। প্রণয়িনি! এসো, তুমি আমার জীবন-সর্ব্বস্ব! (তারার হস্ত লইয়া আপন গলদেশে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া) প্রিয়ে! দাম্পত্যপ্রেমের অনুরোধে বিশ্ব-জননী প্রকৃতির পাদপদ্মে মহাকাল যে রূপ চিরকালের জন্য আপন বক্ষঃস্থল সমর্পণ ক'রেছেন, আমিও সেইরূপ তোমাকে চিরকালের জন্য আত্ম বক্ষস্থল সমর্পণ ক'র্লেম। প্রণয়িনি! তুমি আমার বক্ষঃস্থলে চির-সোহাগিনী চিরসুখিনী হ'য়ে বিরাজ কর; আর প্রিয়ে! প্রার্থনা করি, তোমার মুখসরোজিনী থেকে

যে মধুমাখা কথাগুলি বেরিয়েছে, সে কথাগুলি যেন সফল হয়. বিধাতা যেন কৃপা ক'রে আমাদের উভয়কে নিম আর গুলঞ্চের ন্যায় প্রণয়ী করেন—সংসারের দুঃখজ্বালা নিবারণের মহৎ ঔষধরূপ ধর্ম্মপত্নী তুমি আমার! গুলঞ্চ-লতার ন্যায় আমাকে চিরকাল জড়িয়ে থাক, আর আমি যেন তোমার জিতেন্দ্রিয় পতি হ'য়ে তোমা ছাড়া অন্য কামিনীর পক্ষে নিমের মতন তিক্ত বোধ হই।

(পত্রহস্তে দৌবারিকের প্রবেশ।)

দৌবা। নরেশ্বর! অমরাবতী থেকে জনৈক দূত এসেছেন, তিনি এই পত্র আপনাকে দিতে ব'ল্লেন।

পৃথ্বী। (পত্র গ্রহণ করিয়া) এ যে পার্ব্বতীর পত্র দেখছি!

তারা। নাথ! পার্ব্বতী?

পৃথ্বী। প্রিয়ে! পার্ব্বতী আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী, অমরাবতীর অধীশ্বর প্রাভুরাওয়ের মহিষী। (দৌবারিকের প্রতি) তুমি গিয়ে সেই দূতের যথাবিহিত সৎকার কর, আর তাকে বলিও বৈকালে আমার সহিত সাক্ষাৎ হবে।

দৌবা। যে আজ্ঞা নরেশ্বর!

(দৌবারিকের প্রস্থান।)

তারা। ছোট্‌ঠাকুরঝিকে আমার ভারি দেখবার ইচ্ছে হ'চ্চে, যাতে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় তা আমাকে ক'র্‌তে হবে। আচ্ছা নাথ! বলুন দেখি? (পৃথ্বীরাজের হস্ত হইতে পত্র লইয়া) আচ্ছা বলুন দেখি? পত্র না খুলে এ পত্রের মর্ম্ম কি?

পৃথ্বী। (সহাস্যে) প্রিয়ে! আমি ত আর জ্যোতির্ব্বিত্তা নই যে পত্র না প'ড়ে তার মর্ম্ম অবগত হব, তবে অনুমানে এই পর্য্যন্ত ব'ল্‌তে পারি যে, পাগলী পার্ব্বতী ভারি অভিমানিনী, আমাদের এই হঠাৎ বিবাহ হ'য়ে গেল, এ উপলক্ষে তাকে আনতে পাঠান হয় নাই, বোধ হয় সেইজন্য অভিমানসূচক কোন অনুযোগ ক'রে পত্র লিখে থাক্‌বে।

তারা। নাথ! আমার বোধ হয় ঠাকুরঝি আমার কাছ থেকে ননদখেমি আদায় করবার জন্যে আপনাকে তাগিদ পাঠিয়েছেন। স্ত্রীলোক আপন প্রাপ্য আদায় ক'র্‌তে যেমন মজবুত তেমন পুরুষে নয়। আচ্ছা নাথ! যদি আমার কথাটি সত্য হয় তবে কি হারবেন বলুন?

পৃথ্বী। প্রিয়ে তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব, তোমার কাছে দেহ প্রাণ মন সকলি হেরে ব'সে আছি, আর কি হারবো বল? এর চেয়েও যদি বেশী হার চাও তবে এখন পতি ব'লে সম্বোধন ক'র্‌চ, তখন নয় দাস ব'লে সম্বোধন ক'রো আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার আজ্ঞা পালন ক'র্‌বো।

তারা। প্রিয়তম! মিথ্যা পরিহাস ক'রে উড়িয়ে দিলে আমি ছাড়বো না। বলুন, যদি আমার কথাটি সত্যি হয় তবে আজি ঠাকুরঝিকে আনতে পাঠাবেন?

পৃথ্বী। আচ্ছা প্রিয়ে তাই হবে, তার জন্যে অত উতলা হ'চ্চো কেন? আমি আরো ব'লচি যদি তোমার কথাটি সত্য নাও হয়, তবুও পার্ব্বতীকে আনতে পাঠাবো, আর সে এসে পোঁছিলে আমি এক মজার কৌশল ঠাউরে রেখেছি, তোমাদের ননদে ভা'জে এমনি কোন্দল বাদিয়ে দেবো তা দেখে আজ রাজপুরীর সমস্ত লোক হেসে সারা হবে।

তারা। আচ্ছা! এ বেশ কথা, দেখবো ঠাকুরঝির কোমরে কত জোর। এখন পত্র পড়ুন (পৃথ্বীরাজকে পত্র প্রদান।)

পৃথ্বী। (পত্র খুলিয়া পাঠ)—"দাদা, আর অপমান সহ্য হয় না! পতি যে আমার পানাসক্ত হ'য়ে, বেশ্যাসক্ত হ'য়ে আমার উপর বিরূপ হ'য়েছেন সে খেদ করি না। আমি মনে মনে ধৈর্য্যাবলম্বন ক'রেছি, পূর্ব্বজন্মে এমন কি তপস্যা ক'রেছিলেম যে এ জন্মে পতিসোহাগিনী হ'য়ে চিরসুখিনী হবো! কিন্তু ধর্ম্ম-পত্নী হয়ে পতির বেশ্যার পাদুকা আর বহন ক'র্‌তে পারি নে, এখন মরণ হ'লেই বাঁচি—বউকে আমার নমস্কার জানিও।

"তোমার চিরদুঃখিনী অভাগিনী ভগ্নী,——পার্ব্বতী।"

তারা। কি সর্ব্বনাশ! আহা! ঠাকুরঝি আমার কি জ্বালাই ভোগ ক'রছেন!

পৃথ্বী। (সক্রোধে) আজ সে নরাধম প্রাভুরাওকে তার ঘৃণিত আচারের প্রতিফল দেবো। এত বড় স্পর্দ্ধা! ধর্ম্মপত্নীর অপমান ক'রে বেশ্যার আদর করে? ধিক! ধিক! ধিক জীবন! প্রিয়ে! আমি অদ্যই আহারান্তে অমরাবতী গমন ক'রবো।

তারা। নাথ! কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুরোধে গমন ক'রবেন আমি বাধা দিতে সাহসী হই না, কিন্তু প্রিয়তম! আমার অন্তঃকরণ কেন এত ব্যাকুল হ'লো? নাথ! আমার হৃদয় কেন এমন অস্থির হ'য়ে উঠলো? আবার এই যে অমঙ্গল-সূচক দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হ'চ্চে।

পৃথ্বী। প্রণয়িনি! কিছুমাত্র চিন্তা নাই. আমি কল্যই প্রত্যাগমন ক'রবো. কেবল অদ্যকার যামিনী মাত্র সেখানে অবস্থিতি করতে হবে। আহা! পতিপ্রাণা সতীদের তিলমাত্র পতিবিচ্ছেদও কি দুঃসহ! প্রিয়ে, গাত্রোত্থান কর, চল মধ্যাহ্ন ক্রিয়াদি সমাপন করা যাক গিয়ে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

নেপথ্যে গীত।

রাগিণী পিলু বারোঁয়া—তাল ঠুংরি।

পতি বিনা সতীর প্রাণ কে জুড়াবে।
মন কে ভুলাবে ॥
জলধর বিনা দারুণ পিপাসা—
চাতকের আর কে মিটাবে ॥
আলো বিনা কে আঁধার ঘুচাবে—
জগত শোভা কে দেখাবে ॥
বিরহিজনের বিরহ বেদনা—
প্রিয় সঙ্গ বিনা কে ঘুচাবে ॥
যার প্রিয় যে সে বিনা তাহার—
মনের সাধ কে পুরাবে ॥

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অমরাবতীর রাজভবন—প্রাভুরাওয়ের শয়নাগার।

(পর্য্যঙ্কোপরি প্রাভুরাও নিদ্রিতাবস্থায়।)

পৃথ্বী। (প্রাভুরাওয়ের মস্তকোপরি অসি উত্তোলন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে) ও রে নরাধম বেশ্যাসক্ত পাপাত্মা! তোর এত বড় স্পর্দ্ধা, তুই ধর্ম্মপত্নীকে বেশ্যার পাদুকা বহন করাস্? এই তরবারি আঘাতে তোর শিরশ্ছেদন ক'রে তোর দুষ্টাচারের সমুচিত ফল দিচ্চি, রোস্—

প্রাভু। (নিদ্রাভঙ্গের পর ত্রাসে করযোড় পূর্ব্বক) য়্যাঁ—য়্যাঁ আমাকে ক্ষমা কর, আমার জীবন রক্ষা কর, আমি তোমার চরণ স্পর্শ কচ্চি। (দুই হস্তে পৃথ্বীরাজের পদ ধারণ।)

পৃথ্বী। তুই কি ক্ষমার পাত্র? নরাধম! তুই রাজপুত কুলের কলঙ্ক! সমাজের কণ্টক! অসাধু-কার্য্যপ্রিয়! কদর্য্যাচারী পাষণ্ড! তুই বেশ্যার আমোদবর্দ্ধনের অনুরোধে ধর্ম্ম-পত্নীর অবমাননা করিস্! হতজ্ঞান, ঘৃণিত পশু! তোকে বিনাশ ক'রে আজ ভদ্র সমাজের কণ্টক দূর ক'রবো।

(পার্ব্বতীর বেগে প্রবেশ।)

পার্ব্বতী। (পৃথ্বীরাজের চরণে পড়িয়া কাতরস্বরে) দাদা, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন! পতি সদয়ই হন আর নির্দ্দয়ই হন, কিন্তু নারীজাতির পতি বই আর গতি নাই, দাদা, আমাকে কি বৈধব্য অনলে নিক্ষেপ ক'রবেন?

প্রাভু। (ক্রন্দন স্বরে) পার্ব্বতী! আমার ঘাট হ'য়েছে, আমি আর এমন কর্ম্ম ক'রবো না, তোর দাদাকে ব'লে আমাকে বাঁচিয়ে দে, বাবারে গেলেম।

পৃথ্বী। ধিক জীবন! এখনও তোর ঘৃণিত জীবন রাখতে সাধ আছে?

প্রাভু। তোমার পায়ে পড়ি আমায় রক্ষা কর—

পৃথ্বী। তোল্ নরাধম, আপনার মস্তকে পার্ব্বতীর পাদুকা তোল্, অবিলম্বে তোল্, যদি এ ঘৃণিত জীবন রাখতে বাসনা করিস্।

প্রাভু। (পার্ব্বতীর পাদুকা লইয়া আপন মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক) আমাকে ছেড়ে দাও, এই আমি ঘাট মানলেম। (স্বগত) উঃ বাবা কি অপমানরে! মাগের জুতো মাথায় ক'র্‌তে হ'লো! আচ্ছা আমি এর শোধ নেবো—যদি বিষে প্রাণ সংহারের শক্তি থাকে তবে পৃথ্বীরাজ অবশ্যই যমালয়ে যাবেন!

ধ'। (অসি কোষস্থ করিয়া) পার্ব্বতি! আমি তবে এখন চল্লেম।

পার্ব্বতী। তা কি হয় দাদা, এ রাত্রে কোথায় যাবেন, আজ এখানে অবস্থিতি করুন, কাল প্রাতে তখন যাবেন।

প্রাভু। (কপট সৌহার্দ্য প্রকাশ পূর্ব্বক) বলি ভাই পৃথ্বীরাজ! আমার উপর রাগই কর আর যাই কর, আমি কি তোমাকে না খাইয়ে ছেড়ে দিতে পারি? যাও পার্ব্বতি, পরিচারিকাদের ভোজনের আয়োজন ক'র্‌তে বল গিয়ে। (পৃথ্বীরাজের কর ধারণ করিয়া) এস ভাই, আহার ক'র্‌তে যাওয়া যাক!

(সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

টোডানগরের অনতিদূরে রাজপথে বৃক্ষমূলে।

(পৃথ্বীরাজ, সংগ্রামদেব এবং জনৈক অনুচর আসীন।)

পৃথ্বী। দেখ সংগ্রামদেব! আমার শরীরটে আজ অবসন্ন হ'য়ে আসছে কেন? আমি মনে ক'রলেম যে, এই বৃক্ষছায়ায় কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম ক'রলে শ্রান্তি দূর হবে, কিন্তু কিছুই হ'লো না, বরং আরো দুর্ব্বল হ'য়ে পড়্ছি, অঙ্গ সব অবশ হ'য়ে আস্ছে, আর মস্তক এমনি ঘুরছে যে আর বস্‌তে সক্ষম হচ্চি না।

সংগ্রাম। যুবরাজ! এর কারণটা কি? কাল রাত্রে ত কোন আহারাদির অত্যাচার হয় নাই? নিদ্রার অভাব হয় নাই ত?

পৃথ্বী। না! আহারাদির যে কোন বিশেষ অত্যাচার হ'য়েছে তা ব'লতে পারি না, তবে নিদ্রার ত্রুটি হ'য়েছে ব'লতে হবে। আর কাল প্রাভুরাও আমাকে এক মোদক দিয়ে ব'লেছিল যে এ বড় চমৎকার মোদক, শরীর দুর্ব্বল হ'লে,

বা আত্যন্তিক পরিশ্রম হ'লে এর কিঞ্চিৎ আহার ক'রলে তৎক্ষণাৎ শরীর সবল হয়, আর মনে স্ফূর্ত্তির আবির্ভাব হয়। আমি তাই সত্য বিবেচনা ক'রে এইমাত্র সেই মোদকের কিঞ্চিৎ আহার ক'রেছি, কারণ গত রাত্রে নিদ্রার অভাবে আমার মনে স্ফূর্ত্তি ছিল না, সুতরাং প্রাভুরাওয়ের প্রদত্ত মোদকের গুণ পরীক্ষা ক'রতে ইচ্ছা হ'লো, কিন্তু সেই মোদক ভক্ষণের পরক্ষণ অবধি আমার শরীরের জড়তা বৃদ্ধি হ'চ্ছে।

সংগ্রাম। (সন্দেহ এবং ভয়যুক্ত হইয়া) মোদক ভক্ষণ ক'রেছেন? কই দেখি, সে কিরূপ মোদক?

পৃথ্বী। (সংগ্রামদেবকে মোদকের কৌটা প্রদান) এই লও।

সংগ্রাম। (কৌটার ভিতর হইতে কিঞ্চিৎ মোদক লইয়া মনোনিবেশপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিয়া, সভয়ে) কি সর্ব্বনাশ! এ যে কালকূটমিশ্রিত মোদক দেখচি! হা! নরাধম প্রাভুরাও!

পৃথ্বী। আমি আর বস্‌তে পারি না, আমাকে এই স্থানে শয়ন ক'রতে হ'লো। আমার তারাকে সংবাদ দাও। (ভূমিতে শয়ন।)

সংগ্রাম। (অনুচরের প্রতি) দেখ বল্লভ, তুমি যত দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইতে পার তত বেগে গমন ক'রে

যুবরাজের মহিষীর নিকট সংবাদ দাও, তিনি যেন অবিলম্বে রাজবৈদ্যকে সঙ্গে ল'য়ে এখানে এসে উপস্থিত হন্। ধাও সত্বর—

বল্লভ। যে আজ্ঞা মহাশয়, আমি চল্লেম।

(অনুচরের প্রস্থান।

পৃথ্বী। আমার কণ্ঠ শুষ্ক হ'চ্চে, আঃ ভারি পিপাসা হ'চ্চে, একটু জল দাও।

সংগ্রাম। আমি জল আনচি, আপনি একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করুন।

(সংগ্রামদেবের প্রস্থান এবং কিঞ্চিৎ পরে
পদ্মপত্রের ঠোঙ্গাতে জল আনিয়া
পৃথ্বীরাজকে প্রদান।)

এই লউন জল পান করুন—

পৃথ্বী। (পত্র ঠোঙ্গা গ্রহণ পূর্ব্বক জল পান) আঃ! সংগ্রাম! তুমি আমার প্রাণের বন্ধু! এসো আমাকে একবার জন্মের শোধ আলিঙ্গন কর, আমাকে কোলে ক'রে বসো—

সংগ্রাম। (পৃথ্বীরাজের মস্তক আপন অঙ্কে রাখিয়া, সজলনয়নে) হা বিধাতঃ! তোমার মনে এই ছিল। (পৃথ্বীরাজের বদন নিরীক্ষণ করিয়া, স্বগত) হায়! হায়!

হায়! এ যে নিশ্চয় মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ দেখছি! মরি! মরি! শশধরের ন্যায় উজ্জ্বল মুখমণ্ডল আজ মৃত্যুর নীলিমায় মলিন হ'লো! হায়! হায়! হা নরাধম পামর প্রাভু! তোর মনে এই ছিল! হা পতিপ্রাণা তারা! তোমার অদৃষ্টে এই ছিল!

পৃথ্বী। (কাতর স্বরে) আঃ—প্রা—আণ যে যা—আয়—আর যাতনা সহ্য হয় না! (অর্দ্ধোক্তি।) আমার তারা কই! তারা! তারা!

সংগ্রাম। তিনি আগতপ্রায়, একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। (পৃথ্বীরাজের নয়ন সমাচ্ছন্ন দেখিয়া) হায়! কি হ'লো! আর যে জীবনের আশা কিছু মাত্র নাই! নয়ন মুদিত হ'য়ে আসছে! হায়! হায়! হায়! (দূরে তারা এবং অনুচরগণকে নিরীক্ষণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে) রাজমহিষি শীঘ্র আসুন,—শীঘ্র আসুন।

পৃথ্বী। (অতি ক্ষীণ কাতর স্বরে অর্দ্ধোক্তিতে) আমার তারা! তা—রা—ক—ওই! তা—আ—আ—রা (মৃত্যু।)

সংগ্রাম। (রোদন করিতে করিতে) হা বিধাতঃ! তোমার মনে এই ছিল! হা মৃত্যু! তুমি অকালে হিন্দুর গৌরবসূর্য্যকে অস্তমিত ক'রলে! হা মাতঃ ভারতভূমি! তুমি আজ হতভাগিনী হ'লে! মা গো! তোমার দাসীত্ব মোচন করবার জন্যে আর কে জীবন দান দিতে অগ্রসর হবে? হা পতিপ্রাণা তারা! তোমার আজ সর্ব্বনাশ হ'লো!

(বেগে তারা, রোহিণী এবং রাজবৈদ্যের প্রবেশ।)

তারা। (ব্যগ্রতার সহিত) কই সংগ্রামদেব, আমার প্রাণেশ্বর কেমন আছেন ?

সংগ্রাম। (রোদন করিতে করিতে) আর কি ব'লবো রাজমহিষি! স্বচক্ষে দেখুন!

তারা। (রাজবৈদ্যের প্রতি) কবিরাজ মহাশয়! শীঘ্র দেখুন, আমার প্রাণেশ্বর কেমন আছেন ?

রাজবৈদ্য। (পৃথ্বীরাজের কর এবং অঙ্গ স্পর্শ করিয়া বিষণ্ণভাবে) হায়! হায়! আর যে জীবনের কণামাত্রও দেখতে পাই না।

তারা। হা নাথ! (মূর্চ্ছা।)

(সংগ্রামদেব, রোহিণী প্রভৃতি সকলের রোদন)

তারা। (কিঞ্চিৎ পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া) সংগ্রামদেব! কতক্ষণ হ'লো আমার প্রাণেশ্বরের এরূপ অবস্থা হয়েছে ?

সংগ্রাম। আপনার আসবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেও যুবরাজের বাক্যস্ফূর্ত্তি হচ্ছিল।

তারা। প্রাণেশ্বর আমায় কি বলছিলেন ?

সংগ্রাম। (রোদন করিতে করিতে) রাজমহিষি! তা আর ব'লব কি ? যুবরাজ আপনার নাম জপমন্ত্র ক'রে চিরপ্রণয়স্বরে গান ক'র্‌তে ক'র্‌তে যেন অসহ্য বিষের জ্বালা নিবারণ ক'র্‌ছিলেন। হায়! যখন "আমার তারা কই—তার

কই” ব'লে তিনি নয়নতারা মুদিত ক'র্‌লেন, তা দেখে আমার হৃদয় একেবারে শোকানলে দগ্ধ হ'য়ে গেল! হায়! হায়!

তারা। (পৃথ্বীরাজের শবকে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে) প্রাণেশ্বর! এই তোমার চিরকালের দাসী তারা এসেছে—নাথ! একবার নয়নতারা মেলে দেখ! নাথ! নিদ্রা ভেঙ্গে উঠ—উঠ—উঠ নাথ!—তোমার দাসীকে ফেলে কোথায় যাও, নাথ! "আমার সঙ্গে যে কতবার পরামর্শ করেছিলে—নাথ! আমাকে সঙ্গে ক'রে মোগল সম্রাটের বিপক্ষে মহাযুদ্ধে ল'য়ে যাবে, আর যদি হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার না ক'র্‌তে পারো তবে সস্ত্রীক সমরযজ্ঞে জীবন আহুতি দিয়ে ধরাশয়ন ক'র্‌বে- নাথ! আজ কি সে সব ভুলে গেলে? নাথ! আজ কি অপরাধে আমায় ভুলে একা ধরাশয়ন ক'র্‌লে? নাথ! আমি তোমার চিরসঙ্গিনী, তা' নাথ তুমি আপনিই আদর ক'রে ব'ল্‌তে, আজ কেন প্রাণেশ্বর সে কথাটি মিথ্যা হ'লো? নাথ! তুমি যে আমার সত্যের আদর্শ। তোমাতে ত কখন প্রবঞ্চনার আশঙ্কা হয় না—তুমি আমার চিরকাল সত্যবাদী, উদারচরিত্র, নইলে কি পামর নরাধম প্রাভুরাও তোমাকে কালকূট ভক্ষণ করাতে পারে? হায়! হায়! হায়! (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রোহিণীর প্রতি) সখি! আমিই অপরাধিনী, হতভাগিনী—আমি সময়ে এসে উপস্থিত হ'তে পারি নাই, প্রাণেশ্বর কাতর

হ'য়ে আমায় যে কতবার ডেকেছিলেন ! হায় ! হায় ! হায় ! —তিনি যে আমার স্নেহের সাগর !—পবিত্র প্রণয়ের আদর্শ ! তাঁর ত কিছু মাত্র ত্রুটি নাই—(পৃথ্বীরাজের চরণদ্বয় বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গীত)

রাগিণী কালেংড়া- তাল আড়া।

ক্ষমা কর প্রাণনাথ ! তোমারি অধিনী জনে।
কাতরে মিনতি করি ধরিয়ে তব চরণে ॥
অবলা রমণী জাতি, না জানি পূজিতে পতি,
পদে পদে অপরাধী আছি হে তব সদনে ॥
আসিতে বিলম্ব দেখি, মানে কি মুদিলে আঁখি,
আর কি দাসীরে নাথ ! হেরিবে না হে নয়নে—
বল হে পরাণ পতি ! কি হবে দাসীর গতি,
কেমনে ধরিবে সতী জীবন পতি বিহনে ॥
তব প্রেম সোহাগিনী, তোমারি চিরসঙ্গিনী,
তোমা ছাড়া একাকিনী ধরায় রবে কেমনে—
লও নাথ ! টানি কোলে, "এসো প্রণয়িনী" ব'লে,
যাইব যাইব চলে, নাথ হে ! তোমারি সনে ॥

(রোহিণী এবং সংগ্রামদেবের প্রতি) আর বিলম্বের প্রয়োজন কি ? সখি ! তোমরা শীঘ্র চিতা প্রস্তুত কর, আমি প্রাণেশ্বরের সঙ্গে চিতারোহণ ক'রবো।

সংগ্রাম। (রোদন করিতে করিতে) রাজমহিষি! আপনার আজ্ঞা কে হেলন ক'র্‌তে পারে? আপনি নারীকুল পবিত্র করবার জন্য সাক্ষাৎ ভগবতী দাক্ষায়ণী সতীরূপে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন! (স্বগত) হায়! আজ কি দুর্দিন! আজ আমাদের নিষ্কলঙ্ক পূর্ণিমার শশী রাজমহিষীকে অকালমৃত্যুরূপ রাহুতে গ্রাস ক'র্‌বে! হায়! হায়! হায়!—হায় রে! দুর্ভাগ্য বেদ্‌নোরবাসিগণ! তোরা আজ মাতৃহীন হ'লি! এমন অদ্বিতীয়া প্রজাবৎসলা শাসনকর্ত্রীর স্নেহময় রাজ্যশাসন তোদের অদৃষ্টে কি বিধাতা এই তিলমাত্র কালের জন্য লিখেছিলেন? হায় হায় হায়!

(গাত্রোত্থানপূর্ব্বক চিতার আয়োজন করিতে প্রস্থান।)

বোহি। (সজল-নয়নে) হায়! আজ কি সত্যই আমাদের সুখতারা চিরদিনের জন্য অস্তমিত হ'লো!—রাজ্যেশ্বরি! আর কে তোমার সিংহাসন উজ্জ্বল ক'র্‌বে? আর কে প্রজাপুঞ্জকে মাতৃস্নেহে প্রতিপালন ক'র্‌বে? আপনার স্নেহময় চন্দ্রাননের অদর্শনে কেমন ক'রে তারা প্রাণধারণ ক'র্‌বে? হায়! হায়! হায়! (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক) আজ কি আমাদের সকলকার মায়া একবারে কাটিয়ে চল্লেন? (তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক) হৃদয়েশ্বরি!

আপনার অকৃত্রিম প্রণয়ের সাহসে সাহসিনী হ'য়ে একটি ভিক্ষা চাই, দিয়ে কৃতার্থ করুন !

তারা। কি বল সখি ! তোমাকে আমার অদেয় কিছু-মাত্র নাই।

রোহি। আমার প্রার্থনা এই যে আপনি ধর্ম্মার্থে জীবন ধারণ ক'রে রাজ্য শাসন করুন, প্রজাবর্গের মুখ চেয়ে আর কিছুকাল সংসারে অবস্থিতি করুন।

তারা। ছি সখি, তুমি আমাকে কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানে বাধা দিও না। যে নারীর পতি নাই তার আবার ঐশ্বর্য্যে, রাজ্যে, জীবনে কি প্রয়োজন ?—সখি। আমি কার দেহ, কার জীবন ল'য়ে ভূমণ্ডলে অবস্থিতি ক'রবো ? পরম পূজ্য ইষ্টদেবতা পতি-পাদপদ্মে দেহ মন প্রাণ সকলি ত চির অর্পিত হ'য়েছে। সেই পতিই যখন ইহলোক ত্যাগ ক'রে পরলোকে গমন ক'র্লেন, তখন কি আমার আর তিলমাত্র সংসারে অবস্থিতি করা উচিত ? সখি ! এ দেহে, এ জীবনে, আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই—পতিপ্রেমের বিনিময়ে সকলি চির-বিক্রীত হ'য়েছে। সখি ! আমি যাঁর, তাঁর সঙ্গে আমাকে সত্বর পাঠিয়ে দাও—আর বিলম্ব ক'রো না।

(সংগ্রামদেবের পুনঃ প্রবেশ।)

সংগ্রাম। রাজমহিষি ! আমার প্রতি যে হৃদয়বিদারক কার্য্যের আদেশ ক'রেছিলেন, তা সম্পাদিত হ'য়েছে।

তারা। এসো আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই—প্রাণেশ্বরকে চিতার উপরে ল'য়ে যাই।

রোহি। হৃদয়েশ্বরি! একান্তই কি আমাদের আজ শোকসাগরে নিক্ষেপ ক'রে চল্লেন? হায়! হায়! হায়! (রোদন।)

(সকলে পৃথ্বীরাজের শবকে বহন করিয়া নিকটস্থ চিতার উপর স্থাপন।)

তারা। (রোহিণীর হস্ত ধারণ করিয়া) সখি! এসো একবার জনমের শোধ আলিঙ্গন করি, তুমি আমার শৈশব-কালের সঙ্গিনী; চিরকালের ভালবাসা। যদি কখন কোন অপরাধ ক'রে থাকি, তবে ভালবাসার খাতিরে সব ক্ষমা কর। আর সখি, আমার বাসনা হ'য়েছে তুমি আমার পিতৃ-রাজ্যের অধিকারিণী হ'য়ে সুখে রাজ্য শাসন করো। আমি এই ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে তোমাকে আমার পৈতৃক রাজ্য দান ক'র্লেম। (রাজবৈদ্যের প্রতি) কবিরাজ মহাশয়! আপনিও সাক্ষী রইলেন, রাজসভাসদ সকলকে জ্ঞাত ক'র্বেন। (রোহিণীর প্রতি) আর সখি! আমার মনে একটি সাধ হ'য়েছে সেই সাধটি তোমাকে মিটাতে হবে। সখি! আমি এই মাত্র অভিলাষ করি, তুমি সংগ্রামদেবকে পতিত্বে বরণ ক'রে উভয়ে সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর, তা হ'লে আমি চিরসুখিনী হবো। আর সখি! আমার বস্ত্র অলঙ্কারগুলি

অনাথ দীন দুঃখীদের বণ্টন ক'রে দিও। আর ত বিলম্ব ক'র্‌তে পারিনে—ঐ দেখ, নাথ আমাকে ভ্রূভঙ্গি ক'রে ডাকছেন। সখি! জনমের মত বিদায় হই। (রোহিণীকে আলিঙ্গন করিয়া, সংগ্রামদেবের প্রতি) সংগ্রামদেব! কবিরাজ মহাশয়! আপনারা সকলে আমাকে ক্ষমা ক'র্‌বেন, আর আমার হ'য়ে সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'র্‌বেন। (পৃথ্বীরাজের চিতা প্রজ্জ্বলিত করিয়া, সপ্তবার প্রদক্ষিণপূর্ব্বক) চিতানল! তুমি ইহলোক থেকে পরলোকে ল'য়ে যাবার রথ, তোমাতে আরোহণ করি, তুমি আমাকে সত্বর পতিসদনে ল'য়ে যাও! অন্তর্যামিন্! বিশ্বনাথ! তোমাকে সকলে বাঞ্ছাকল্পতরু বলে—আজ কৃপা ক'রে এ দাসীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। (পৃথ্বীরাজকে সম্বোধন করিয়া) নাথ! এই তোমার দাসী এসেছে—প্রাণেশ্বর আর কি চির-অধিনীর উপর মান করা ভাল দেখায়? নাথ! দাসী ব'লে কি একটু দয়া হয় না? শ্রীপাদপদ্মে স্থান দাও। (চিতা প্রবেশ।)

(রোহিণী এবং সংগ্রামদেবের উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন।)

সংগ্রাম। হায়! হায়! কি হলো! আমাদের স্নেহময়ী জননী আজ আমাদের ছেড়ে কোথায় চল্লেন! হায়! হায়!

(যবনিকা পতন।)

সমাপ্ত।

একেই কি বলে বাঙ্গালি সাহেব?

প্রহসন।

কস্যচিৎ

বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য প্রণীত

এবং

বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির অধ্যক্ষ

৺শরচ্চন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

ইং ১৯১৭।

ভূমিকা।

মা বাপের মনস্তাপ কর্‌তে নিবারণ,
ঘরের ছেলে রাখ্‌তে ঘরে করিয়ে যতন,
বাঙ্গলার উন্নতিশীল নব্য সভ্যগণে,
বাঁধিতে স্বজাতিপ্রেম-ডোরের বন্ধনে,
উপহাস-রূপ টুপি শিরের ভূষণ
গড়্‌লেম্ "বাঙ্গালি সাহেব" নব্য প্রহসন।
যদি কারো মস্তকেতে এ টুপি হয় ফিট্,
হিণ্ট লয়ে শুধ্‌রে যাও, হয়ে পড়' টীট্।
চটো না চটো না কেহ শুনে আমার কথা,
দেশের দুর্দ্দশা দেখে মনে পাই ব্যথা।
অনৈক্য অসিতে হায়! হিন্দু সমাজেরে,
খণ্ড খণ্ড করি কাটে, জ্বলে মরি হেরে।
শোকের জ্বালায় জ্বলে' পাগলের মত,
আবোল তাবোল বলে বক্‌লেম কত।
জানিহ সকলে মোরে বান্ধব নিশ্চয়,
"বিদ্যাশূন্য" ভট্টাচার্য্য শত্রু কা'রও নয়॥

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

রামধন বসু ...	হরিপুর নিবাসী জনৈক সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ।
গোপাল ...	রামধনের পুত্র এবং বিলাত ফেরৎ সিভিলিয়ান্।
রঘুনাথ শিরোমণি ...	গ্রামস্থ অধ্যাপক।
মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিবারণ মিত্র ... বৃন্দাবন সরকার ...	রামধনের প্রতিবাসী ও আত্মীয়-গণ।
নবীন	মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র।
পাঁড়ে ... ... হরে	রামধনের ভৃত্যদ্বয়।
বাবাজি	ভিক্ষুক বাউল।
গায়ক	রামধনের জনৈক প্রতিবাসী।

স্ত্রী।

অন্নপূর্ণা	রামধনের স্ত্রী।
সরলা	গোপালের স্ত্রী।
তারিনী	মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী।

একেই কি বলে বাঙ্গালি সাহেব ?

প্রথম অঙ্ক ।

হরিপুর—রামধনের বাহির বাটীর বৈঠকখানা।

(রামধন, মহেশচন্দ্র ও নিবারণ আসীন।)

নিবা। বোসজা মহাশয়, আমাদের আজ এত সকাল সকাল ডেকে পাঠিয়েছেন কেন ? বাড়ীর সব খবর ভাল ত ?

রাম। হাঁ খবর সব ভালো। আমার গোপাল কাল বাড়ী এসেছে। এখন সুপরামর্শ কি বলুন—মিত্রজা মহাশয়, আপনি আর চাটুয্যে মহাশয় ভিন্ন আমার এমন সুহৃদ আর কেহ নাই যার পরামর্শ ল'য়ে বিপদ-উদ্ধার হই। আমি ভারি চিন্তিত হ'য়েছি। এখন কিসে সকল দিক বজায় থাকে, কিসে জ্ঞাতিকুটুম্বস্থলে, সমাজে, স্বর্গীয় কর্ত্তাদের নামসম্ভ্রম, মান-মর্য্যাদা বজায় থাকে, কিসে আবার ক্রিয়াকলাপের সময় বাড়ীতে সকলের পায়ের ধূলো পড়ে, আমি এই সকল ভাবতে ভাবতে অস্থির হ'য়েছি। ব'লতে কি চাটুয্যে মহাশয়, আমার কাল রাত্রে নিদ্রা হয় নাই।

মহে। তা' আপনি অত ভাববেন না, যা' সুপরামর্শ হয় করা যাচ্চে। ভালো মিত্রজা মহাশয়, আপনার পরামর্শ কি ? আপনি এ গ্রামের মধ্যে এক জন বোদ্ধা, এক জন সুবিবেচক। এখন কিসে সকল দিক বজায় থাকে ? বোসজা মহাশয় ভারি কাতর হ'য়েছেন। তাঁকে উদ্ধার ক'রতে আমাদের সকলকেই বিশেষ চেষ্টা ক'রতে হবে।

নিবা। আমাকে যা ব'লবেন আমি তাতেই প্রস্তুত আছি। সাধ্যানুসারে কিছুরই ত্রুটি হবে না—তবে সকল দিক বজায় রাখা—কথাটা খুব সহজ নয়—আমি নব্যদের ভয় করিনে, বরং তাদের কাছে সাহায্য পেলেও পেতে পারি, কিন্তু প্রাচীন দলেরই ভয় ; তাঁদের বুঝিয়ে ওঠা, রাজি করা বড় শক্ত।

মহে। মিত্রজা মহাশয়, আপনি সে বিষয় বড় ভাববেন না। "অর্থেন সর্ব্বে বশাঃ" ;—কিঞ্চিৎ ব্যয় ; তা হ'লেই তাঁদের অনুমতি পাওয়া যাবে।

নিবা। শুদ্ধ ব্যয়ের কর্ম্ম নয় ! হাঁ, অনেকে আছেন বটে, যাঁরা টাকার মুখ দেখলে বড় বড় গর্হিত কর্ম্মও ঢেকে লন, কিন্তু কেউ কেউ আবার শুধু টাকায় ভোলেন না। তাঁদের স্তব ক'রতে হয়, পায়ে চন্নার তেল দিতে হয়, অনেক অনুরোধ সুপারিস ক'রলে তবে যদি দয়া ক'রে ফুল দেন ! ভালো বোসজা মহাশয়, গোপালের চাল চুল কেমন ? কোন রকম বেচাল হয় নাই ত ?

রাম। না, চাল চুল যে বড় বিগ্‌ড়েছে তা বোধ হয় না ; তবে কথাটা একটু বাঁকা বাঁকা ;—তা দু'দিন চারদিন এখানে সকলকার সঙ্গে কথায় বার্ত্তায় শুধ্‌রে যাবে। আর পেনটুলুন ও কোটের প্রতি কিছু বেশী টান। ওটা আর এখন বড় দোষের ব'লে গণ্য করা যায় না। আজকাল নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষতঃ সহরতলি যায়গায় সাহেবি পোসাক পরা, দাড়ি রাখা, আর নাকে চসমা দেওয়া প্রায় সকলকারই অভ্যাসের তলে পড়েছে ; সুতরাং ওটা আর এখন বেচাল ব'লে ধ'রতে পারি না। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়, কি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের মতন দুই এক জন উঁচু দরের পণ্ডিত আজও বাঙ্গালীর নরম চাল বজায় রেখেছেন ;—তেমন ক'জন ?

নিবা। পেনটুলুন পরুক তাতে আমার আপত্তি নাই। তার সময় আছে, স্থানও আছে ; কর্ম্মস্থলে, কি সাহেব সুবোর সঙ্গে দেখা ক'রতে, সাহেবি পোসাক পরুক, আর যাই পরুক, তা'তে কেউ কিছু বলে না। কিন্তু বাড়ীতে সাহেব সেজে বসে থাকা আমার মতে যুক্তিযুক্ত নয়। বিশেষতঃ এই টাটকা বিলেতের ফেরত। এখন ধুতি না পর্‌লে, হিঁদুর চালে না চল্লে, লোকের কাছে বিনয়ী, ঠাণ্ডা না হ'লে, ঘরে ফিরে নেবার পক্ষে ঢের ব্যাঘাত ঘট্‌তে পারে।

মহে। মিত্রজা মহাশয়, আপনি ও সব কিছু ভাব্‌বেন

না। গোপাল ভারি সু ছেলে, তাকে যা বল্‌বেন সে তা'ই কর্‌বে। যে এই অল্প বয়সে—বলে কি, সাত সমুদ্র তের নদী পার, দেশের উড়, রাজ্যের কুড়—বিলেতে গিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে, যার পর নাই সিভিলিয়ান পদ প্রাপ্ত হ'য়ে এসেছে, সে আর দু'টো মিষ্টি কথা কয়ে লোকের মনোরঞ্জন কর্‌তে পারবে না ?—না এক খান ধুতি পরে বাপ মা গুরুজন সকলকে খুসি কর্‌তে পারবে না ?

নিবা। পারবে না, কেন ? অতি সহজেই পারবে ; ইচ্ছা থাক্‌লেই পারবে ; স্বদেশের প্রতি মায়া, স্বজাতির প্রতি প্রেম, পিতামাতার প্রতি ভক্তি থাক্‌লেই—

(রঘুনাথ শিরোমণির প্রবেশ।)

এই যে শিরমণি মহাশয় ! আস্‌তে আজ্ঞা হোক্‌। প্রণাম হই—

রাম। শিরোমণি মহাশয় ! প্রণাম হই—বস্‌তে আজ্ঞা হোক্‌ ?

শিরো। (দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ-করণ) আপনাদের কল্যাণ হোক্‌ ! (গালিচার আসনে উপবেশন) তবে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, কতক্ষণ ?

মহে। আজ্ঞে এই কতক্ষণ হলো আসা হয়েছে। আমরা সকলেই মহাশয়ের প্রতীক্ষা কর্‌ছিলাম, এত বিলম্ব হলো যে ? প্রাতে কোথাও গমন করা হয়েছিল না কি ?

শিরো। না এমন কোথাও নয়, তবে আজ তিথিটা পূর্ণিমা, তাই গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলাম। আস্‌তে কিছু বিলম্ব হয়েছে বটে। (রামধনের প্রতি) তবে রামধনবাবু, সংবাদটা কি ? আপনার সমস্ত মঙ্গল ত ? কি জন্য স্মরণ করে পাঠান হয়েছে ? কোন ক্রিয়াকাণ্ড উপস্থিত না কি ?

রাম। আজ্ঞে না, আজকাল এমন কোন ক্রিয়াকলাপ উপস্থিত নাই। তবে একটা বড় দায়ে পড়েছি, তাই আপনাকে স্মরণ ক'রে পাঠিয়েছিলেম ; আপনি বই'ত এ দাসের আর গতি নাই। বশিষ্ঠমুনি যেমন শ্রীরামচন্দ্রের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন, আপনিও এ দাসের তেমনি শুভানুধ্যায়ী। যা'তে উপস্থিত দায় থেকে উদ্ধার হই, তার উপায় আপনাকে কর্‌তে হবে।

শিরো। (স্বগত) দায়ে থেকে উদ্ধার কর্‌তে হবে ?—তবে অবশ্যই ফলার পট্‌বে, আর দশ টাকা প্রাপ্তিও হবে, তাই বুঝি দক্ষিণ চক্ষুটা স্পন্দ হচ্ছিল ? শাস্ত্রের কথা কে বলে মিথ্যে ? এবার কিছু লভ্য না হয়ে আর যাচ্চে না। (প্রকাশ্যে) রামধনবাবু, আপনার আবার দায় কি ? আপনি কত বড় লোকের পুত্র—কত বড় লোকের পৌত্র—আপনার আবার দায় কি ? যা'র বাড়ীতে সর্ব্বদাই ক্রিয়াকলাপে দশ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পূজা হয়, যা'র বাড়ীতে সর্ব্বদা দেবার্চ্চনা হয়, যা'র ধর্ম্মে মতি আছে, তা'র আবার দায়

কি ? তবে কখন ক্বচিৎ কুগ্রহের ফলভোগকালীন কিঞ্চিৎ কষ্টভোগ কর্‌তে হয় বটে ; তার চিন্তা কি ? একটা স্বস্ত্যয়ন শান্তি করে, আর শালগ্রামের মস্তকে কিছু তুলসী দিলেই, সব খণ্ডে যাবে, তার ভাবনা কি ? দায়টা কি বলুন ?

রাম। শিরোমণি মহাশয় ! আমার বর্ত্তমান দায়টা কি আপনার কাছে নিবেদন কচ্চি ; শুন্‌তে আজ্ঞে হোক। আপনার বোধ হয় স্মরণ থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে, আজ প্রায় চার বৎসর হলো আমার পুত্র গোপাল আমাকে না বলে লুকিয়ে বিলেতে পালিয়ে গিয়েছিল ; তার পর সেখানে একাল পর্য্যন্ত বিদ্যা অধ্যয়ন করে, মেজেষ্টর পদ পেয়ে, দেশে ফিরে এসেচে, এখানে কাল রাত্রে এসে পৌঁছেচে। শিরোমণি মহাশয় ! বল্‌তে কি—দেবতা ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে আমি হারা নিধি পুনঃপ্রাপ্ত হয়ে যার পর নাই আহ্লাদিত হয়েছি। আর গোপাল যে আমাকে না বলে পালিয়ে গিয়েছিল, সে জন্য তাকে কত বক্‌বো মনে করে রেখেছিলেম, সে সব ভুলে গিয়ে আরো তাকে মনে মনে ক্ষমাও করেছি। কিন্তু শিরোমণি মহাশয়, আমার এই হরিষে এক বিষাদজনক চিন্তা উপস্থিত হ'চ্ছে ! পাছে হিন্দুধর্ম্মের দারুণ বিধি অনুসারে আমার প্রাণাধিক পুত্রটিকে পুনঃ গ্রহণ কর্ত্তে অসমর্থ হই, পাছে গোপালকে ঘরে রেখে জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় স্বজনের স্নেহে বঞ্চিত হই, পাছে পবিত্র হিন্দুসমাজচ্যুত

হই, আর স্বর্গীয় কর্ত্তাদের নাম ডোবে। আমি এই সকল ভেবে ভেবে সারা হলেম। শিরোমণি মহাশয়, আমায় রক্ষা করুন; আমি আপনার নিতান্ত শরণাগত দাস। যা'তে আমার বার্দ্ধক্যের সম্বল, পরকালের পিণ্ডস্থল গোপালকে নির্ব্বিঘ্নে পুনঃগ্রহণ কর্‌তে পারি, তার উপায় করুন।

শিরো। (স্বগত) এ যে সামান্য দায় নয়, এ যে সমন্বয়, এ যে জাত্‌রক্ষার উপায়—যা হোক, এখন বুদ্ধি খাটিয়ে একটা দানসাগর গোচের প্রায়শ্চিত্তের বিধি দিতে পারলেই সুন্দর লাভের পন্থা হয়; দেখা যাক্ কি করে উঠতে পারি। মা সরস্বতি, একবার ঘটে এসো! তোমার সঙ্গে আমার চিরকাল লাঠালাঠি, তাই মনে করে এখন বঞ্চনা করো না। (প্রকাশ্যে) রামধন বাবু, তা আপনি অধিক ভাববেন না। একটা উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করায়ে আপনার পুত্রকে পুনঃগ্রহণ কর্‌তে পারবেন। শাস্ত্রে বলে 'মুচ্যন্তে সর্ব্বপাপেভ্যঃ প্রায়শ্চিত্তেন মানবাঃ' তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্তটা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার পুত্রকে একটু সাবধানে রাখবেন। যেন বাটীর পরিবারেরা কেউ তার উচ্ছিষ্টাদি, কি তার স্পর্শ করা কোন খাদ্য-সামগ্রী ভোজন না করে। আর আপনার বধূমাতাকেও একটু সতর্ক করে দেবেন, তিনি যেন প্রায়শ্চিত্ত হবার পূর্ব্বে স্বামি-সহবাস না করেন।

মহে। বলি, শিরোমণি মহাশয়, এ রকম অবস্থায় প্রায়-শ্চিত্তের বিধি আমাদের শাস্ত্রে আছে ত?

শিরো। কেন থাকবে না! হিন্দুশাস্ত্রে অভাব কিসের! যেমন 'ব্রহ্মাণ্ড কোটি কোটয়ঃ' তেমনি অসংখ্য বিধি অবিধি যা তত্ত্ব করেন রত্নগর্ভা হিন্দুশাস্ত্রে তাই পাবেন, কিসের অভাব! তবে এখন কলিকাল—কালমাহাত্ম্যে সব লোপ হ'লো। এখন আর কেউ আমাদের মত যত্ন করে শাস্ত্র দেখে না।

রাম। (ব্যগ্রতার সহিত) তবে শিরোমণি মহাশয়, আপনার কৃপায় গোপালকে পুনঃগ্রহণ করতে পারবো ত? প্রায়শ্চিত্তের বিধি কি বলুন? আমরা তার আয়োজন করি।

শিরো। অত ব্যস্ত হবেন না, এ প্রায়শ্চিত্তের বিধি বড় সহজ নয়। অনেক বিবেচনা করে, শাস্ত্র অনুসন্ধান করে, এর বিধি দেখতে হবে। আগে দেখা যাক্ পাপটা কি?

মহে। পাপটা এমন কিছু নয়, কেবল নিষিদ্ধ দেশে, অর্থাৎ বিলাতে গমন করা, আর কিছুই নয়—

শিরো। (কিঞ্চিৎ রোষযুক্ত) বলি, ও চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, আগে তলিয়ে দেখুন, বুঝুন, অত তাড়াতাড়ি "নিষিদ্ধ দেশে গমন হয়েছে বইত নয়" বলে প্রথমেই হাল্‌কা করে ফেলবেন না। ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি না রেখে বিচার করা কি আমাদের মত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সম্ভবে?

মহে। আজ্ঞে না—

নিবা। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, আপনি একটু নিরস্ত হোন্; শিরোমণি মহাশয় যা আজ্ঞা করেন তা সকলে শোনা যাক; তার পর সাধ্য অসাধ্যের বিষয় বিবেচনা করা যাবে।

শিরো। মিত্রজা মহাশয়, আপনিই বোদ্ধা! শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি না রেখে, ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য না করে, আর সামাজিক ব্যবহারের মর্য্যাদা না রেখে, বিচার করা কি আমাদের মত অধ্যাপক পণ্ডিত লোকের সাজে ?

রাম। আজ্ঞে না, তা কখনই নয়, আপনি এ গ্রামের চূড়া, অধ্যাপক শিরোমণি; শিবতুল্য ব্যক্তি। আপনার দ্বারা অন্যায় বিচার হবে, একি কখন হতে পারে ? এখন আমার প্রতি সদয় হয়ে আমাকে উদ্ধার করুন্, আমি বড় কাতর হয়েছি।

শিরো। (কিঞ্চিৎ হর্ষযুক্ত) হাঃ হাঃ রামধনবাবু, আপনি বড় লোক; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে আপনার যথেষ্ট শ্রদ্ধা। আশীর্ব্বাদ করি, আপনি চিরজীবী হোন্। তবে কি জানেন, কোন বিষয়ের বিচার কর্‌তে হলে, অগ্রে তার আয়তনটা দেখতে হবে; সে বস্তুটার পরিমাণ কত; দীর্ঘ, প্রস্থ, গভীরত্ব, গুরুত্ব, অবয়ব, ভাব, অভাব, সাদৃশ্য, সম্বন্ধ, আরো যে কত ন্যায়শাস্ত্রে বলে গেছে (মহেশের প্রতি আস্ফালনপূর্ব্বক) এ সকল তলিয়ে বুঝতে হবে—এ কি উতলার কাজ ?

রাম। আজ্ঞে তা বটেই ত, এখন অনুগ্রহ করে প্রায়শ্চিত্তের বিধি দেখতে আজ্ঞা হয়—

শিরো। রসো, অগ্রে পাপটা স্থির হোক। (চিন্তা করিয়া) হাঁ—পাওয়া গিয়াছে, ভাগ্যে সকল শাস্ত্রগুলোর প্রতি দৃষ্টি ছিলো—

"ম্লেচ্ছ বাসং পরিধানং
ম্লেচ্ছ যানমারোহণং
ম্লেচ্ছ খাদ্যং ভোজনঞ্চ
ম্লেচ্ছ দেশে নিবাসিতং
ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম পরিগ্রাহী
পতিতং যান্তি তে নরাঃ।"

এখন দেখতে হবে, যে এই বচনের কোন্ কোন্ গুলি আপনার পুত্র করেছেন,—অর্থাৎ ম্লেচ্ছ জাতির পরিচ্ছদ পরিধান, ম্লেচ্ছ অর্ণবযান অর্থাৎ জাহাজে চড়া, ম্লেচ্ছ খাদ্য অর্থাৎ অভক্ষ্য ভোজন, আর ম্লেচ্ছ দেশে বাস করে তাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করা, এ সকলগুলি যে করে সে একেবারে হিন্দু সমাজ থেকে পতিত হয়—তবে এর মধ্যে দুটো একটা বাদ থাকলে উৎকট প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে তাকে পুনঃ গ্রহণ করলেও করতে পারা যায়—

রাম। (সত্রাসে) শিরোমণি মহাশয়, গোপাল আমার ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, এ আপনাকে আমি খুব সাহস করে বল্‌তে পারি। তবে বিদ্যা-অধ্যয়নের অনুরোধে জাহাজে চড়ে বিলেতে গিয়েছিল বটে, আর অখাদ্য খেয়েছে কি না তা আমি নিশ্চিত জানি না, বোধ হয় তা কখনই খায় নাই,—কারণ গোপাল ছেলে বেলা আহারের বিষয়ে ভারি ধরাকাট কর্‌তো, সকল রকমের মাছ খেতো না, মাংস খেতো না, তার যে আবার অখাদ্য খেতে রুচি হবে, এমন ত বিশ্বাস হয় না, তবে বল্‌তে পারিনে যদি কাল-মাহাত্ম্যে—

মহে। না, না, আপনারা সে ভয় কর্‌বেন না, গোপাল ভারি সু-ছেলে, আচ্ছা তাকে কেন একবার ডাকা যাক না ?

শিরো। হাঁ, আমিও তাই বল্‌ছিলাম; প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে তাঁকে দুই একটা প্রশ্ন কর্‌তে হবে।

রাম। (উচ্চৈঃস্বরে) পাঁড়ে, পাঁড়ে।

নেপথ্যে। আজ্ঞিয়াঃ—আতে হ্যায়, কর্ত্তা মাশা।

(পাঁড়ের প্রবেশ।)

রাম। পাঁড়ে, গোপাল বাবুকো বোলায় ল্যাও।

পাঁড়ে। যো হুকুম কর্ত্তা মাশা।

(প্রস্থান।

নিবা। শিরোমণি মহাশয়, প্রায়শ্চিত্তটা কি ধার্য্য

কর্‌লেন, বিশেষ করে বল্‌তে আজ্ঞা হয় ? আপনার উৎকট কথাটা শুনে আমার ভয় হয়েছে ; পাছে একালের ছেলেরা তাতে রাজি না হয়, তা' হলেই ত আমাদের এত চেষ্টা করা সব বাঘের বাপের শ্রাদ্ধ হবে।

শিরো। না, না, মিত্রজা মহাশয়, আপনাকে ভয় কর্‌তে হবে না, তবে কথাটা কি জানেন, উৎকট শব্দে এখানে ব্যয়সাধ্য বিবেচনা কর্‌তে হবে, কিঞ্চিৎ বেশী অর্থের আবশ্যক ; দশজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ কর্‌তে হবে, এবং তাঁদের বিদায়ের বিষয়টা ভালরূপ বিবেচনা কর্‌তে হবে, আর সে বিষয়ের অধ্যক্ষতা আমাকে স্বয়ং কর্‌তে হবে, নচেৎ সকলই পণ্ড ! আর গোপালবাবুর এমন কিছু নয়, কেবল মস্তকটা মুণ্ডন কর্‌তে হবে, যেহেতু পাপ সকল কেশের মধ্যে বাস করে, আর যদি তিনি গোমাংস ভক্ষণ ক'রে থাকেন, তবে কিঞ্চিৎ গোময় ভক্ষণ কর্‌তে হবে, কারণ শাস্ত্রে বলে 'যা হ'তে উৎপত্তি, তা হতেই নিবৃত্তি' আর কাহণ কতক কড়ি উৎসর্গ, আর কিছুই নয়।

নিবা। কড়ি উৎসর্গ, দশটাকা ব্যয়, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বিদায়, ইত্যাদি, এ সকলই হতে পার্‌বে, কিন্তু গোময় ভক্ষণ—মস্তক মুণ্ডণটা হলেও হতে পারে—কিন্তু গোময় ভক্ষণ কর্‌তে এখনকার ছেলেরা যে রাজি হবে তা' আমার কখনই বিশ্বাস হয় না।

(সাহেবি পোষাকে গোপালের প্রবেশ এবং নিকটস্থ চেয়ারের উপর উপবেশন।)

রাম। গোপাল, বাবা, এখানে শিরোমণি মহাশয় প্রভৃতি আমার পূজনীয় সকলে বসে আছেন—এঁদের প্রণাম কর।

গোপা। (বিরক্তিভাব প্রকাশপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ মস্তক নোয়াইয়া প্রণামকরণ এবং স্বগত) What a barbarous custom!

নিবা। (গোপালের ভাব ভক্তি দেখিয়া স্বগত) বাবা! এ যে ডাহা সাহেব! একে গোবর খেতে বল্লে কি আর রক্ষা আছে! (প্রকাশ্যে) গোপাল বাবু! কোথায় যাওয়া হয়েছিল ?

গোপা। (স্বগত) *Baboo*—that beastly title I hate with all my heart. (প্রকাশ্যে) আমি প্রাটে morning walk কর্টে গিয়াছিল। Just on my way back I met Pandy. ঠিক ফিরিয়া আসিবার পথে আমি প্যাণ্ডে কো ডেখিল।

শিরো। বলি গোপাল বাবু, বিলাত সহরটা কেমন ? সেখানে খাদ্যসুখটা কিরূপ ? বিলাতি গরুগুলো দেখে বোধ হয় সেখানে প্রচুর পরিমাণে গব্যরস পাওয়া যায়।

গোপা। London সহরটা কেমন, টাহার idea

পাইটে হইলে, টাহার ভাব পাইটে হইলে, আপনার অণ্টঃকরণে চিণ্টা করিটে হইবে যে Calcutta সহর কা like ক্যাল্‌ক্যাটা সহরের মটন আর চার পাঞ্চটা বরো বরো সহর একটু করিলে যট বরো in area হয়, যট বরো আয়াটন হয়, টটোবরো একটা big বরো সহর আসে—আর সেখানে চার টালা, পাঞ্চ টালা, সাট টালা, many splendid buildings, আচ্ছা বারি ঘর ঢের আসে—বরো wide চওরা রাষ্টা আসে—numberless shops গুনিটে পারা যায় না এটো ডোকান আসে, ভালো ভালো হোটেল আসে, many public places of amusement, ঢের সাটারণ ষ্ঠান আসে, আমোড করিটে, ইস্কুল আসে, কলেজ আসে, বাজার আসে, বাগান আসে আর এক বস্টু আসে which is not to be seen in this country যাহা ডেখিটে পাইবে না এ ডেশে।

শিরো। সে কি বস্তু যা আমাদের দেশে নাই।

গোপা। সে——The glorious House of Commons.

শিরো। সে কি ?

গোপা। সে একটা বরো ঘর আসে, সেখানে meeting —সেখানে প্রজালোকের পসন্দ করা সকল প্রটান প্রটান লোক একট্র হইয়া টর্ক বিটর্ক করে। যডি কুইন কি টাহার

Parliament টাহার মণ্টৃ সকলে কোনি খারাব আইন করে, যাহা প্রজা লোক চায় না, টবে এই হাউস of Commons টাহা করিটে ডেয় না।

শিরো। ও সব আমরা কিছু বুঝিনে, রাজার উপর আবার প্রজার কর্ত্তৃত্ব! তবে কি শাস্ত্র মিথ্যে হবে? "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।" যাক্, ও সব কথা যাক্—সেখানে খাদ্যসুখটা কেমন? দধি দুগ্ধ অপর্য্যাপ্ত আছে ত? উত্তম সন্দেশ পাওয়া যায় ত?

গোপা। হাঁ ডুড পাওয়া যায়, মক্খন্ পাওয়া যায়, cheese পনীর পাওয়া যায়, কিণ্টু your nasty *sundesh* no one cares to know or likes at all কিণ্টু টুমার খারাব সণ্ডেশকো কোই জানিটে চায় না, কিম্বা পসন্দ করে না।

শিরো। সে কি? যে দেশে সন্দেশ নাই, সে দেশই নয়। যে দেশে দেবতা ব্রাহ্মণের পরিতোষজনক সামগ্রী পাওয়া যায় না, সে কি আবার দেশ? সে দেশই নয়।

মহে। শিরোমণি মহাশয়, প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে কি জিজ্ঞাসা করবেন বলেছিলেন না? তা জিজ্ঞাসা করুন—কারণ বেলাটা অধিক হয়েছে।

শিরো। হাঁ, হাঁ, ও কথাটাই বিস্মৃত হয়েছিলেম। বলি গোপাল বাবু, তুমি ম্লেচ্ছধর্ম্ম অর্থাৎ খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম গ্রহণ করেছ কি না?

গোপা। নেই, আমি করে নেই, I don't like to trouble my brain with puzzles like religion.

রাম। (হর্ষযুক্ত) শিরোমণি মহাশয়, আমি পুর্ব্বেই বলেছিলেম, যে আমার গোপাল খ্রীষ্টিয়ান হয় নাই।

মহে। গোপাল ভারি সুছেলে। এই অল্প বয়েসে সাত সমুদ্র—তেরো নদী পার বিলেত গিয়ে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, যার পর নাই সিভিলিয়ান্ পদ প্রাপ্ত হয়ে এসেছে, সে কি কম ছেলে ?

শিরো। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, একটু থামুন, আরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। (গোপালের প্রতি) বাবু, সেখানে তোমার আহারাদির বিষয়টা কি হতো ? পাক করে কে দিত ?

গোপা। কেন, আমি হোটেলে ঠাকিটাম, হোটেলের লোক আমার খাড্য প্রষ্টুট করিয়া ডিট, আর আমি রুটি, মক্খন্, চীজ্ খাইটাম, Rice, ভাট্ বি খাইটাম্, আর মাংস খুব খাইটাম্।

শিরো। কি মাংস খাইতে ?

গোপা। কেন, ভেড়ি, মুরগী, হাঁস, সুয়র, গরু :—

শিরো। (কর্ণে হস্ত দিয়া) মহাভারত! বাবু, হিঁদুর ছেলের শোংষরটা বড় নিষিদ্ধ, যদি ভুলভ্রান্তে খেয়ে থাকো, কি দেশকালোচিত কর্ত্তব্যসাধনের অনুরোধে খেতে বাধ্য

হয়ে থাকো, সেটা আর গৌরবের পরিচয় মনে করে দেশের লোকের কাছে বলো না। কারণ তাতে তোমার পৌরুষ কিছুমাত্র নাই, কেবল স্বজাতির শোক-উদ্দীপনের কারণ মাত্র হয়। বাবু, একবার ভেবে দেখ দেখি, আমাদের দেশে এখনও যারা যথার্থ হিঁদু আছে, যারা গাভীকে মনুষ্যজাতির মহৎ উপকারিণী মাতৃসম জ্ঞান করে—যারা কৃতজ্ঞতা স্বরূপ গাভিহত্যা মহাপাতক বিবেচনা করে—হায়! তাদের কি শোকই হয়, যখন বজ্রাঘাতের শব্দের ন্যায় এই কথাটি তাদের কানে যায়, যে "তাদেরই ছেলে পুলের এই ঘৃণিত গাভিহত্যাজনিত গোমাংস ভক্ষণে রুচি"—তাই বলি বাবু, ওটা আর কারু কাছে বলো না।

গোপা। কেন বলিবে না ? Shall I tell a falsehood ? আমি কি মিট্‌ঠ্যা বলিবে ? I am fond of beef: I like it আমি গরু কি মাংস বরো ভালো বাসে। It is capital food; সে বরো আচ্ছা খাড্য আছে; it gives strength; টাহাটে জোর হয়, আর আমি কেটাবে পরিয়াছি, আগে ঢের ডিন গটো হইল, হিণ্ডুষ্টানে সব লোক গরু খাইট; আর লরাই বি করিট; but since you Brahmuns, you rouges, with your vile priestcraft have put a stop to it; কিণ্টু, যে ডিন হইতে টুমরা ব্রাম্‌হন্ সকল, টুমরা চোর সকল, গরুমাংস

খাইটে মানা করিয়াছে, সেই ডিন হইটে you have robbed the nation of its strength and spirit; সেই ডিন হইটে টুমরা চোরি করিয়াছে সব লোকের জোর এবং ছাটি।

নিবা। গোপাল, তোমার কি এই উচিত বক্তৃতা হলো ? তোমার বাপ তোমাকে গ্রহণ কর্‌বার জন্য কি না কচ্ছেন ? ব্যয় বল, যত্ন বল, লোকের কাছে স্তব বিনয়— সকলি কর্ত্তে প্রস্তুত আছেন। সে স্থলে কি তোমার এইরূপ হিন্দু-ধর্ম্মের বিরোধী, হিন্দু-সমাজের বিরোধী মনোগত ভাব প্রকাশ করা উচিত কার্য্য হলো ? কোথায় শিষ্ট শান্ত হয়ে দেশের ছেলে চলে, প্রায়শ্চিত্ত করে, পিতামাতার, আত্মীয় স্বজনের মন সন্তোষ কর্‌বে—

শিরো। আর প্রায়শ্চিত্তের কথা কেন বলেন ? মনে করেছিলাম যে একটু আদটু গোময় ভক্ষণ করাইয়ে শুদ্ধ করে দেবো, কিন্তু বাবুর যেরূপ গোমাংসে ভক্তি তাতে গোময়ের হ্রদে ডুবিয়ে রাখ্‌লেও এঁর প্রায়শ্চিত্ত হবে না। (স্বগত) পোড়া বামুণে কপালে কি লাভ আছে ?

গোপা। (সরোষে দণ্ডায়মান হইয়া) প্রায়শ্চিট্ট কি— আমি প্রায়শ্চিট্ট কেন করিবে ? What! Have I committed a sin ? কি, আমি কি পাপ করিয়াসে ? গোময় কি ? গোবর—সি সি সি—How dare you say

so, you superstitious rascal ? Eat cow-dung indeed, faugh ! (ঘুসা দেখাওন ।)

শিরো । (ভয়ে জড়সড় হইয়া) না বাবা, আমি কিছু জানিনে ।

গোপা । টুমার এট সাহস আসে, যে আমাকে গোবর খাওয়াটে চায় ? আমি এই ঘুসায় টোমার মষ্টক ভাঙ্গিয়া ডেবে—You darty, infernal rogue. I have half a mind to cram the dung down your ugly throat and choke you with it, you unmitigated villain ! Eat dung indeed ! I hate with all my heart your barbarous Hindoo community.

রাম । (ক্রোধে)—ও কি রে পাজি—আমার সম্মুখে তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা ? বেরো বেটা এখান থেকে—আমি তোর সিভিলিয়েন পদে প্রচ্ছাপ করে দিই ; বেটা নরাধম—আমি আঁটকুড়ো হয়ে থাক্‌বো সেও ভালো ।

(গোপালের বেগে প্রস্থান ।

শিরো । (কাঁপিতে কাঁপিতে) বাবা বাঁচলেম, মধুসূদন রক্ষাকর্ত্তা ! আর একটু হলেই মেরে ফেলেছিল আর কি ! বাপ্—একেই কি বলে বাঙ্গালি সাহেব ?

যবনিকা পতন ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রামধনের অন্দর মহল।

(গালিচার উপর অর্দ্ধেক শোয়া এবং অর্দ্ধেক বসা ভঙ্গিতে গোপালের আহার করণ, টেবিল অভাবে ধামা উপুড় করিয়া তাহার উপর ভোজন পাত্র রাখন এবং বামহস্তে কাঁটার অভাবে গুণছুঁচ ধারণ, এবং দক্ষিণ হস্তে চামচের অভাবে কুসি ধারণ, সম্মুখে অন্য আসনে সরলার উপবেশন।)

গোপা। (খাইতে খাইতে সরলার প্রতি) My sweet সরো, when shall that happy moment come যখন টুমি আর আমি একট্র বসিয়া ভোজন করিবে ?

সর। ছিঃ সোয়ামীর সাক্ষাতে কি মেয়ে মানুষের খেতে আছে ?

গোপা। কেন ঠাকিবে না you little know-nothing ? বিবিলোক কি প্রকারে টাহাডের স্বয়ামীর সহিট বণ্ডুর সহিট একট্র বসিয়া আহার করে ?

সর। বিবিদের সঙ্গে কি বাঙালির মেয়েদের তুলনা হয় ? তারা যে পর পুরুষের হাত-ধরা-ধরি করে নাচে,

তারা যে ঘোড়ায় চড়ে, বেড়াতে যায়, তাদের দেখে কোন্ বাঙালির মেয়েতে তা কত্তে পারে ?

গোপা। কেন পারিবে না, শিখিলেই পারিবে ? It is only education which makes one accomplished খালি শিক্ষা চাই, শিক্ষা হইলেই সকল করিটে পারে; আমি টুমাকে শিক্ষা ডেবে, কেটাব পরিটে, লিখিটে, কারপেট বুনিটে, পিয়ানো বাজাইটে, নাচিটে, গাইটে, সব শিক্ষা ডেবে; আর টুমাকে গৌন পরায়ে এবং টেবেলে বসায়ে খানা খাইটে শিক্ষা ডেবে; and then my সরলা you will make a capital mem-sahib.

সর। মেয়ে মানুষের গুরু লোক হচ্চে সোয়ামী, যা বল্‌বে তাই শুন্‌তে হবে, না শুন্‌লে পাপ হয়; কিন্তু তোমার পায়ে পড়ি আমি দুটি কাজ কত্তে পার্‌বো না, লেখাপড়া শিখ্‌তে আমি নারাজ নই।

গোপা। কি ডুটা কাজ টুমি কর্টে চায় না ?

সর। আমি গৌন পত্তে পারবো না—বাবা! সে এক বস্তা কাপড়—চোত্‌ বোশেক মাসের গরমিতে ঘেমে হাঁপ্‌সে উঠবো—মাগো! হাঁপিয়ে মরবো!

গোপা। আর কি কাজ টুমি কর্টে চায় না।

সর। আর আমি অখাদ্যি খেতে পারবো না। হিঁদুর মেয়ে অমনি মুখে সদ্য সদ্য কুড়িকুষ্টি বেরুবে। শুনেছিলুম

কল্‌কেত্তায় নাকি কে একজন বামণের ছেলে—কি সিকদের নাকি—অখাদ্যি খেয়ে গলে পচে মরে গেছে—আর তোমাকেও ব্যাগত্তা করে বলি, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি উগুনো আর খেওনা, কেন ঐ ছাই ভস্ম বই কি আর দেশে ভালো খাবার নাই ? এবার বাপের বাড়ী গিয়ে পিসিমার কাছ থেকে ভালো ভালো রান্না শিখে এসেছি। তুমি খিচুড়ি বলো—পলোয়া বলো—পাঁটার মাংসের চার পাঁচ রকম বড়া, চচ্চড়ি, পুরের ভাজা, ঝোল, অম্বল, সব রাঁধ্‌তে শিখিচি। যা বল্‌বে তাই রেঁদে দেবো—আমি সকল কাজ ফেলে তোমাকে রোজ পঞ্চাশ ব্যান্নন্ ভাত রেঁদে দেবো—

গোপা। সি সি সি ! বাবুর্চিকা ময়লা কাজ করিবে ? টুমি রাঁডিবে ? টাহা কখন হইটে পারে না ; আমি সিভিলিয়ান আসে, টুমি আমার মেম সাহেব আসে, বাবুর্চি-লোক, খানসামালোক, টোমার আর আমার খাড্য প্রষ্টুট করিয়া টেবেলের উপর রাখিবে ; টুমি আর আমি একট্র বসিয়া আহার করিবে।

সর। ওমা সে কি—শুনেছি—বাবুর্চিরে যে ইত্তির জাত ! হাড়ি—কেওরা—মোচনমানে বাবুর্চি হয় ; তাদের রান্না ভাত খেতে হবে, ওমা ! জাতজন্ম যে আর কিছু থাক্‌বে না। ওমা ! আমি হয়ে কেন মলুম না—আমার কপালে এই ছিল ?—(রোদন করিতে করিতে) আহা ! ঠাকরুণ যে

আমায় বৌ মা বল্‌তে অজ্ঞান হন—তিনি যে আমাকে মেয়ের চেয়ে বেশী ভাল বাসেন, আমার হাতের রান্না খেয়ে দশমুখে সুখ্যাত্ত করেন—আমি বাবুর্চির রান্না ভাত খেলে তিনি কি আমার আর মুখ দেখবেন—না আমার ছায়া মাড়াবেন ? এখানে আসবার সময় বাবা বলেছিলেন "মা, মেয়ে মানুষের পুণ্যি ধর্ম্ম বার ব্রত যত কত্তে পারো আর না পারো কিন্তু শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা ভক্তি করো, পরকালে ভালো হবে।" আমি তেমনি সোণার শ্বশুর শাশুড়ী পেয়েছিলুম কিন্তু তোমার হাতে পড়ে——

গোপা। টুমি বরো superstitious আসে—টোমাকে reform করিটে অটিক সময় লাগিবে, টোমাকে ভারট আশ্রমে পাঠাইটে হইবে।

সর। সে আবার কোথায় ?

গোপা। সে Calcutta সহরের কাছে একটা বাগান আসে, সেখানে Bengalee স্ত্রীলোকডের মেম সাহেব বানায় —সেখানে reformation এবং সভ্যটা মেয়ে লোকডের শিক্ষা ডেয়।

সর। আমি সেখানে কক্‌খোনো যাব না। আমি মেম সাহেব হতে পারবো না। আমাকে যমের বাড়ী পাটিয়ে দাও, সেও আমার ভালো, আমি বেঁচে থেকে ঠাকরুণের চোকের বিষ হতে পারবো না।

গোপা। (ক্রোধে ভোজন পাত্র ফেলিয়া উঠন এবং সরলাকে পদাঘাত) You most obstinate girl, টুমার হুকুম কি আমার হুকুম, টুমাকে চাবুকের ডারা সিডা করিটে হইবে, এবং ডেখিবে টুমি মেম সাহেব হয় কি নেই।

সর। (রোদন করিতে করিতে) আমায় একবার ছেড়ে দশবার মারো তাতে আমার দুঃখু নেই, সোয়ামির মার আশীর্ব্বাদ, কিন্তু ঠাকরুণের যে প্রাণে ব্যথা দিচ্চো, তাঁর চোক দিয়ে যে দিবে রাত্তির জল পড়চে, সে পাপে তোমার কক্ষণো ভাল হবে না। বাপ মার মনে দুঃখু দেওয়া কি বিলাতি সভ্যতার ফল ? কৈ সাহেবরাও ত বাপ মাকে ভক্তি করে শুনেছি, তবে একি বাঙ্গালি সাহেব হলে পাপ পুণ্যি কিছু জ্ঞান থাকে না ?

যবনিকা পতন।

তৃতীয় অঙ্ক।

বৃন্দাবন সরকারের বৈঠকখানা।

(বৃন্দাবন সরকার ও নিবারণ মিত্র আসীন।)

বৃন্দা। মিত্রজা মহাশয়, হলো কি ? কাল না আপনারা সকলে গিয়েছিলেন ? আমি বাড়ী ছিলেম না, এসে শুনলেম যে রামধনবাবু আমাকেও ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

নিবা। হলো মাথা আর মুণ্ডু ! বৃন্দাবনবাবু, যে একেবারে বিগ্‌ড়েছে তাকে কি আর শোধ্‌রান যায় ; এ তো আর কচি খোকা নয় যে ধম্‌কে, ভয় দেখিয়ে, বশ করা যাবে।

বৃন্দা। ব্যাপারটা কি, চালচুল গুলো কি একেবারে বিগড়েছে, যে আর শোধরাবার যো নাই ?

নিবা। কেমন করে শোধরাবে বলুন ? ইচ্ছা থাক্‌লে হবে তো, সে ইচ্ছা টুকু কই, বরং পষ্ট টের পাওয়া গেলো বাবুর আর স্বজাতির প্রতি এক বিন্দুও মায়া নাই। ওহে বৃন্দাবনবাবু, শুনলে অবাক হবে—প্রায়শ্চিত্তের কথা পড়্‌লে বাবু এমনি গরম হয়ে উঠলেন যে ঠাণ্ডা করা ভার, শিরোমণি মহাশয়কে ঘুসো দেখিয়ে মাত্তে উদ্যত, আর মুক্তকণ্ঠে বল্লে হে, "তোমাদের অসভ্য হিন্দুসমাজকে আমি ভারি ঘৃণা করি।"

বৃন্দা। কি আশ্চর্য্য! আচ্ছা মিত্রজা মহাশয়, এর কারণটা কি বল্‌তে পারেন? বিলেতে গেলে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বেশী পরিবর্ত্তন হয় কেন? বিশেষতঃ স্বজাতির প্রতি অনাস্থা ঘৃণা এ সকল জন্মে কেন? একি সে দেশের দোষ, না কালের মাহাত্ম্য?

নিবা। দেশের দোষ বল্‌বো কেমন করে? শুনেছি বিলেতে যারা বাস করে তাদের মত স্বজাতিপ্রিয় স্বদেশপ্রিয় পৃথিবীতে আর কোন জাতিই নাই। তাদের মহৎ দৃষ্টান্ত দেখে যে এমন নীচ, অধম, আত্মঘাতী পাপাশয় মনের মধ্যে জন্মাবে, এত কখনই বিশ্বাস হয় না, তবে এ আমাদের পোড়া কপালের দোষ বল্‌তে হবে, আর কতক্‌টা কালের মাহাত্ম্যও ধর্ত্তে হবে. নৈলে যে বাপ্ মা আপনার সন্তানকে প্রাণ উৎসর্গ করে লালন পালন করে, লেখা পড়া শিখায়, বিলেতে গেলে সেখানকার খরচ যোগায়, বিবাহ দিয়ে ঘরকন্না গুচিয়ে দেয়, আপনার যাবজ্জীবনের পরিশ্রমের উপার্জ্জিত সঞ্চিত ধন যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে সংসারে স্থিত করে দেয়,—অন্তঃকরণের স্নেহের কথা ছেড়ে দেও সে কে বলে উঠতে পারে? সেই বাপ মার উপর অভক্তি? সেই বাপ মার মনে শোকের আগুন জ্বেলে দেওয়া? এ কলিকাল মাহাত্ম্য বই আর কি বল্‌বো? এমন ঘৃণিত পাপ কৃতঘ্নতা আর কোন কালে ছিল? আর আমাদের পোড়া কপালের দোষ

বলি কেন, দেশ শুদ্ধ লোকটা আশা করে রয়েছে—কোথায় নব্যেরা বিলেত থেকে পণ্ডিত হয়ে এসে দেশের দুঃখ ঘুচাবে, স্বজাতির অবস্থার উন্নতি করবে, হিন্দু-সমাজের মুখ উজ্জ্বল করবে, আর পৃথিবীর ভেতরে বাঙালি যে একটা জাত আছে তা সকলকে জানাবে, হায়! সে সব আশা ভরসার মুখে একেবারে ছাই পড়লো! এ আমাদের কি কম পোড়া কপাল!

বৃন্দা। পোড়া কপাল তার আর সন্দেহ কি ? কিন্তু মিত্রজা মহাশয়, আমার বিবেচনা হয়, বিলেতের ফেরৎ নব্যেরা যে স্বজাতির সঙ্গে এসে মেশে না, তার আরো কারণ আছে।

নিবা। সে কি ? খুলে বল দেখি ?

বৃন্দা। আমার বোধ হয়, তারা বিলেতে গিয়ে খুব উঁচু দরের লেখা পড়া শেখে, আর তেমন দরের লেখা পড়া যারা বিলেতে যায় নাই তারাতো জানে না, সুতরাং তাদের সঙ্গে এসে মিশ্‌তে মনটা কেমন ঘৃণা ঘৃণা করে, তাইতে সমাজের প্রতি তাদের স্নেহও নাই, মায়াও নাই, তফাতে থাক্‌তে ভালবাসে।

নিবা। বৃন্দাবন বাবু, এটি ভাই তোমার ভুল। কেন, আমাদের দেশের যারা বিলেতে যায় নাই, তাদের মধ্যে কি কেউ উঁচু দরের লেখা পড়া শেখে নাই ? তুমি ক'জন চাও ? যারা মরে গিয়েছে, তাদের নাম আর করবো না, কেবল শোক

ঘাড়ে বইত নয় ! কিন্তু হরিশের আর রামগোপালের নাম না করেও থাক্‌তে পারিনে। আর যারা বেঁচে আছে, সেই চাঁদের হাটের উপর একবার চেয়ে দেখ দেখি ? রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দিগম্বর মিত্র, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্ণদাস পাল, এরা কি পণ্ডিত নয় ? উদিকে একবার হাইকোর্টের পানে চেয়ে দেখ দেখি, মরি ! দ্বারকানাথ কি আলোই করেছে। যেন কতকগুলি শাদা হীরে পোকরাজের মাঝখানে একটি নীলকান্ত মণি জ্বলছে। আহা ! কি ঠাণ্ডা, গম্ভীর, নীলি আলো ! দেখলে বাঙ্গলার চক্ষু জুড়োয়, তার চেয়ে কি তোমার বিলেতের ফেরতদের বেশী জলুস ? আবার উকিলদের ভেতরে দেখ, রমেশ, কৃষ্ণকমল, হেম, আশু, আরো যে কত সাঁচ্চা হীরে ঝোক্‌চে, তাদের চেয়েও কি তোমার বিলেতের ফেরতদের বেশী রোসনাই ? দিশি লেখা পড়া শিখে নীলাম্বর কাশ্মীর আলো করেছে। কালিকাদাস কুচবেহার রক্ষা কর্‌চে। আর ডিপুটি মেজেষ্টর, মুন্‌সফ্, সদর আলার ভেতরে বঙ্কিমের মত, ঈশ্বর মিত্রের মত, তারাপ্রসাদের মত, অমৃতলালের মত কৃতবিদ্য যে ঢের আছে, তারা কি ফেল্‌না ? অধম কেরাণিকুলের ভিতরে খুঁজলেও শ্যামবাবু, শশীবাবুর মত রত্ন ঢের পাওয়া যায়। তাদের কাছেও তোমার বিলেতের ফেরতরা দাঁড়াতে পারেন না। হায় দীনবন্ধু ! কি লোকটাই মরে গিয়েছে !

বৃন্দা। মিত্রজা মহাশয়, তবে কি আপনার মতে বিলাত যাবার আবশ্যকতা নাই ?

নিবা। আবশ্যকতা নাই কেন ? আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি, স্বজাতির, স্বদেশের মঙ্গল সাধবার জন্যে পৃথিবীর সকল দেশেই যেতে হয়, বিশেষতঃ বিলেতে। রাজার সু-বিচার কি কু-বিচার কি আমাদের দুর্ভাগ্যের দরুণ, যার দরুণই হউক, কতকগুলো পদ বিলেতে না গেলে আর পাবার যো নাই, সেইগুলোর জন্যে বিলেতে যেতে হয়। আর সেখানে শেখবার সামগ্রীও ঢের আছে। শিল্প, বিজ্ঞান এবং অন্যান্য শাস্ত্রের চর্চ্চা, যা আমাদের দেশে এখনও হয় নাই, সে সকল শিখে পুঁজি বাড়িয়ে দেশে এসে আপনাদের দুঃখ অভাব ঘুচতে হয়। শুদ্ধ সাহেব হবার জন্যে কি বিলেতে যাওয়া ? না সাহেবদের সঙ্গে কুটুম্বিতে কত্তে বিলেতে যাওয়া ? যে সকল গুণপুরুষ সেখান থেকে কেবল সাহেব হয়ে আসেন তাঁরা যদি মনে মনে অহঙ্কার করেন যে তাঁরা দিশি লোকদের চেয়ে বড় লোক, তবে এটি তাঁদের সম্পূর্ণ ভুল। যদি কাল গভর্ণমেণ্ট এখানে সিভিলিয়ান কি ব্যারিষ্টরের পরীক্ষা দেবার আজ্ঞা দেন, তবে পরশু দেখবে যে কত পাল পাল দিশি ছেলে ঐ সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সিভিলিয়ান আর ব্যারিষ্টরের পদ ছ্যা ছ্যা করে তুলবে।

বৃন্দা। যা হোক্ মিত্রজা মহাশয়, বড় দুঃখের বিষয়।

রামধন বাবু আমাদের নেহাৎ ভালো মানুষ, তিনি এমন মর্ম্মভেদী মনস্তাপ পাবেন তা স্বপ্নেও জানতেম না। আহা! বেচারা এই দুদিনে একবারে শুকিয়ে গেছে। ছেলেটা যদি সাহেব না হয়ে একটা ব্রাহ্ম ট্রাহ্ম হয়ে ঘরে থাক্‌তো তবে সংসারটা বজায় থাক্‌তো।

নিবা। ও এ পিট আর ও পিট, ও সবই সমান। যে ভেতরের কথা জানে না, সে তাদের সুখ্যাত করুক।

বৃন্দা। ভেতরের কথাটা কি?

নিবা। ভেতরের কথাটা কি জান—হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান, ব্রাহ্ম, Positivist, Millite, Utilitarian, আস্তিক, নাস্তিক, ইত্যাদি পৃথিবীতে যত রকমের ধর্ম্ম বা সেই সম্বন্ধে বিশ্বাস আছে সে সব থাক। যার মনে যা ভাল লাগে সে তাই করুক, তাতে আমার কিছু মাত্র আপত্তি নাই, বলবারও নাই; কিন্তু লৌকিক ব্যবহার এটি ইহলোকের সামগ্রী, এর মান সকলকে রাখতে হবে; যিনি না রাখ্‌বেন তাঁকে অবশ্যই সমাজে নিন্দনীয় হতে হবে। পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ও তাঁদের সন্তোষ সাধন, এ একটি প্রাচীন লৌকিক ব্যবহার, এটি পৃথিবীস্থ সকল সভ্য জাতির মধ্যে আবহমানকাল প্রচলিত হয়ে আসছে। তুমি যদি আজ এটি অমান্য কর তবে তোমাকে এই দেশেই পৃথিবীস্থ সকল লোকের কাছে ঘৃণিত হতে হবে। তেমনি

স্বদেশপ্রিয়তা, স্বজাতিপ্রিয়তা, প্রভৃতি অনেকগুলি লৌকিক ও সামাজিক কর্ত্তব্য আচরণ আছে, যা না কর্‌লে তুমি নর-সমাজে নিন্দনীয়।

বৃন্দা। মিত্রজা মহাশয়, তবে আপনি কি বলেন যে ব্রাহ্মেরা ঐ সকল লৌকিক ব্যবহার অবজ্ঞা করেন ?

নিবা। সকলেই যে করেন তা আমি কখনই বলিনে। ব্রাহ্মদের মধ্যে অনেক মহাত্মা ভদ্র লোক আছেন। তবে দুই একটা দৃষ্টান্ত দেখে অবাক হয়েছি।

বৃন্দা। সে দৃষ্টান্তগুলো কি, খুলে বলুন না ? আপনার কথা শুনে আমার ভারি আমোদ জন্মাচ্চে।

নিবা। আরে বৃন্দাবন বাবু, শুন্‌লে অবাক্ হবে। আমার মাতুলালয়ের সান্নিধ্যে নাজানিপুর নামে একখানি গ্রাম আছে, সেখানে গৌরীনাথ তর্কবাগীশ নামে একজন অধ্যাপক বাস কর্‌তেন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের একটি পুত্র, নাম শম্ভুনাথ, ভারি বুদ্ধিমান। তার বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখে, তর্কবাগীশ মহাশয় তাকে সংস্কৃত কালেজে ভর্ত্তি করে দেবেন বলে, কল্‌কেতায় লয়ে গেলেন ; কিন্তু অর্থের সুপ্রতুল না থাকায় বাসা খরচ ইত্যাদির সমাবেশ কি প্রকারে করবেন সেই চিন্তায় ব্যাকুল হলেন। পরে সেখানে কোন আত্মীয় স্থলে কিছু দিন থেকে, বহু আয়াস, বহু পরিশ্রম, বহু যত্ন করে কোন ধনবানের সাহায্যে পুত্রটির বাসাখরচের সংস্থান

করে, তাকে কালেজে ভর্ত্তি করে দিয়ে বাড়ী গেলেন। ছেলেটি বুদ্ধিমান ছিল, কয়েক বৎসরের পরে বেশ পণ্ডিত হয়ে উঠলো। তর্কবাগীশ মহাশয় মনে মনে আহ্লাদিত হয়ে ভরসা কত্তে লাগলেন, যে এত দিনের পর জগদম্বা অমৃত দিলেন, "অমৃতং পুত্র পণ্ডিতঃ," আর ভাবনা কি, এখন দুঃখ ঘোচ্‌বার পথ হলো, "সুখান্তে রোদয়েৎ গাভী, দুঃখান্তে পুত্র পণ্ডিতঃ," এখন যেমন করে হোক একটা ইস্কুলের পণ্ডিত বা শিক্ষক হয়ে শম্ভুনাথ আমার মাসে ৫০।৬০ টাকা আন্‌তে পারবে, আমিও সংসারের ভাবনা থেকে অবসর পেয়ে বিশ্রাম করবো। কিন্তু ভবিতব্যতার যে বিচিত্র গতি তা তিনি স্বপ্নেও জান্‌তে পারেন নাই! এখানে শম্ভুনাথ পৈতেফেলা ব্রাহ্মদের দলে মিশে (ব্রাহ্মদের অনেক দল আছে) একজন গোঁড়া ব্রাহ্ম হয়ে পড়েছেন, জাঁক জমক করে পৈতেগাছটা শীঘ্র ফেলে নব্য সভ্য ব্রাহ্ম-সমাজে আপনার ময়্যাল করেজের—না স্বেচ্ছাচারিতার—পরিচয় দিয়ে মনুষ্য-জন্ম সার্থক করবেন তারই আন্দোলন করচেন, ইতিমধ্যে তর্কবাগীশ মহাশয় বাড়ী থেকে এই সকল সংবাদ পেয়ে হতাশে, চিন্তায়, শোকে, ব্যাকুল হয়ে জ্ঞানশূন্য বাতুলের মত কল্‌কেতায় এসে পড়লেন। আর এসে দেখ্‌লেন্ যে তাঁর আশা ভরসার মুখে সত্য সত্যই ছাই পড়েছে। শম্ভুনাথ প্রতিজ্ঞা করেছে সেই দিনেই পৈতে ফেল্‌বে।

বৃন্দা। এই সব দেখে শুনে তর্কবাগীশ মহাশয় কি কল্লেন ?

নিবা। তর্কবাগীশ মহাশয় অনেক কাঁদলেন, আবার কাঁদতে কাঁদতে কত কাকুতি মিনতি করে শম্ভুনাথের দুটো হাতে ধরে বল্লেন "বাবা, যদি একান্তই পৈতে ফেল্‌বে তবে এক সপ্তাহ অপেক্ষা কর, আমি তোমার সঙ্গে দুটো ভালো করে কথাবার্ত্তা কই, দুটো বুঝাই, দুটো বা তর্ক করি, তার পর তোমার যা মনে আছে তাই করো। আমি এই বাড়ী থেকে এসে পঁহুছিলেম, বাবা আমাকে একটু জিরোতে দেও, একটু স্থির হতে দেও, বাবা আমি তোমাকে হারাবার ভয়ে বড়ই কাতর হয়েছি।"

বৃন্দা। আহা কি অপত্যস্নেহ! বাপের এই কাতরোক্তি শুনে শম্ভুনাথ কি বল্লেন ?

নিবা। বৃন্দাবন বাবু, শম্ভুনাথ যা বল্লেন তা শুন্‌লে অবাক হবে; পাষাণ-হৃদয়, কৃতঘ্ন নরাধম শম্ভুনাথ মুক্তকণ্ঠে বল্লে—"সন্তানের স্বাধীনতার উপর পিতামাতার হস্তক্ষেপ করা অনুচিত, আর সে বিষয়ে তাঁদের ক্ষমতাও নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি পৈতে ফেল্‌ব, তা' অবশ্যই কর্‌ব, না করিলে আমাকে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের পাপে লিপ্ত হতে হবে।"

বৃন্দা। (বিস্ময়যুক্ত) বলেন কি! এমনি করে বল্লে!

নিবা। আর বলেন কি! হায়! এখন হিন্দু মুনি ঋষিরা সব কোথায় গেলেন ? একবার স্বর্গে থেকে মর্ত্তো এসে কলিকাল মাহাত্ম্য দেখে যান! কোথায় হে কবিকুল-চূড়ামণি বাল্মীকি! পিতৃসত্য পালন করবার জন্যে তুমি রামকে চোদ্দ বৎসর রাজ্য থেকে বঞ্চিত করেছ, বনবাসের যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিয়েছ, দারুণ জটাভার বহন করিয়েছ! হায়! এখন অপত্যস্নেহে-কাতর পিতৃ-অন্তঃকরণ সন্তোষের জন্যে লঘুভার পৈতেগাছটা শম্ভুনাথ গলায় সপ্তাহ মাত্রও রাখতে পারলে না! হায় পবিত্রতাময়ী হিন্দু ধর্ম্মনীতি! তুমি কলিকালের ভয়ে কোথায় লুকালে ?

বৃন্দা। তাইত মিত্রজা মহাশয়, আমি শুনে যে অবাক হলেম! ব্রাহ্মদের মধ্যে যে এমন পাষণ্ড আছে তা' আগে জানতেম না।

নিবা। তাইতে তো বলেছিলেম যে ও পিঠ আর এ পিঠ। যে ভেতরের কথা জানে না সে তাদের সুখ্যাত করুক ; আর তাদের স্বজাতিপ্রিয়তার কথাটা শুনলে আরো অবাক হবে।

বৃন্দা। সে আবার কেমন ?

নিবা। সে আরো মজার কথা। তাদের দলের মধ্যে একজন প্রধান ব্রাহ্ম, তিনি সভার মধ্যে মুক্তকণ্ঠে বলেছেন যে "আমি হিন্দু ব'লে আপনাকে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ

করি।” পৃথিবীতে কি সভ্য কি অসভ্য কোন জাতিরই লোক আপনার স্বায় কুলের পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন না, কিন্তু তিনি হিন্দুকুলে জন্মে আপনাকে হিন্দু ব'লে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। দেখ হে বৃন্দাবন বাবু, একবার কতদূর জ্ঞানের, ধর্ম্মের, আর সভ্যতার দৌড়—বলিহারি যাই !

বৃন্দা। মিত্রজা মহাশয়, ও সব এখনকার কালের স্বধর্ম্ম। ইংরিজি লেখাপড়া শিখলেই, যেন আগে পিতামাতার প্রতি অভক্তি দাঁড়িয়ে যায়।

নিবা। ইংরিজি লেখাপড়া শিখলেই যে পিতামাতার উপর অনাদর জন্মে এ আমি কখন বলতে পারিনে। কই হরিশ, রামগোপাল, দ্বারকানাথ, এদের মতন ইংরিজিতে পণ্ডিত ক জন ছিল, আর আছে ? তুমি গোপনে তল্লাস কল্লে জানতে পারবে এদের মতন মাতৃভক্তি কোন মুনি ঋষির ছিল কি না সন্দেহ ; আর দেখ উমেশ দত্ত যদিও খ্রীষ্টিয়ান হয়েছে কিন্তু তার মাতৃভক্তি দেখলে আশ্চর্য্য হবে। আহা চালচুলগুলি কি নরম ! মরি কি ঠাণ্ডা প্রকৃতি ! চওড়া পেড়ে ধুতিগুলি পল্লে কি সুন্দরই দেখায় ! কথাটা কি জান বৃন্দাবনবাবু, বেশী লেখাপড়া শিখলে সারত্ব জন্মায়, আর তাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা থাকে, কিন্তু যে সকল গুণপুরুষেরা পাত কতক পুঁথি উলটেছেন, তাঁরাই কেবল

গরবে পৃথিবীকে সরাখানা দেখেন। কথায় বলে "গণ্ডুষ-জলমাত্রেণ শফরী ফর্‌ফরায়তে !"

(বাবাজীর প্রবেশ।)

কি হে ? বাবাজী যে, কোথা থেকে ?

বাবা। আজ্ঞে, এই ভিক্ষেয় বেরিয়েছি।

বৃন্দা। কেমন হে বাবাজী ! তোমাদের বাউল তন্ত্রের মধ্যে আজকাল কোন নতুন গান টান হয়েছে ?

বাবা। আজ্ঞে, হয়েছে বই কি, অনেক হয়েছে, তবে আমি একটা বই আর বেশী শিখতে পারি নাই।

বৃন্দা। তুমি কোন্‌টা শিখেছ ?

বাবা। আজ্ঞে, আমি কলিকালের গানটা শিখিছি।

বৃন্দা। কলিকালের গান ! সে আবার কেমন ? আচ্ছা গাও দেখি শোনা যাক্।

বাবা। যে আজ্ঞে।

গীত গাওন।

বাউলের সুর, তাল একতালা।

এবার ডুবলো হিঁদুয়ানি !

কলিকাল-স্রোতে ডুবলো হিঁদুয়ানি ॥

ধর্ম্ম কর্ম্ম জাত বাঙ্গালীর—ও সব যায় যে ভেসে,

ডুবলো হিঁদুয়ান ॥

কলির প্রথম ঢেউ রামমোহন তুলে,
একাকারের পথ দিল’ খুলে,
সহমরণটা উঠিয়ে দিয়ে, কল্লে পাপের বীজ বুনানি ॥
ও তার পরে রামগোপাল এসে,
খানা খাওয়াটা শিখিয়ে দেশে,
জেতের দফা কল্লে রফা, চালিয়ে ব্রাণ্ডি রাঙা পাণি ॥
ও তার শেযে যা যা বাকি ছিল,
সেনজা মশায় সব শুধিল,
ধোপানী ব্রাহ্মণী হলো, ব্রাহ্মণী ধোপানী ॥
এলো মড়ার উপর মার্‌তে খাড়া,
যত বিলেত ফেরা হুজুরেরা,
পরে সাহেবি চুড়োধড়া, ত্যাজি দিশি চাল চলুনি ॥
বাতুল চাঁদ বাউলে বলে,
দেখ্‌বে কত কলিকালে,
হিঁদুর মেয়ে শাড়ী ফেলে, পচ্চে পোসাক বিবিয়ানি

যবনিকা পতন।

চতুর্থ অঙ্ক।

মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ফুলবাগান।

(গোপাল ও নবীন আসীন।)

নবী। গোপাল, তুমি এ ফিরিঙ্গি ধরণের বাঙ্গলা শিখলে কোথা থেকে ?

গোপা। ভাই, এ সব কেবল policy জানবে। জানো আমরা গভর্ণমেণ্টের covenanted servants—political purpose serve কত্তে policy শিখতে হয়। Just see, Nobin, and reflect for a moment what noble specimen of a politician is Sir George Campbell, our present Bengal Governor. Just fancy Nobin আমাদের blessed civilian class থেকে কি brilliant star বেরিয়েছে; and can you say, Nobin, what are the peculiar characteristics in His Honor's brilliancy ?

নবী। এ কথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে ক্যাম্বেল সাহেবের মত একজন উপযুক্ত লোক সিভিলিয়ানদের মধ্যে

কম আছে—তাঁর যে অসাধারণ energy and intelligence—এ তার শত্রুদেরও মান্‌তে হবে, বিশেষতঃ এই famineএর সময় তার কতকটা পরিচয় দিয়েছেন। যাক্, সে সব কথা যাক্, তার সঙ্গে তোমার ফিরিঙ্গি-তর বাংলা কথা কওয়ার কি connection আছে ?

গোপা। নবীন, তুমি দেখতে পেলে না among the many brilliant qualities His Honor possesses, two grand and peculiar jewels which place him high in the rank of politicians and statesmen.

নবী। সে দুখানি কি grand jewel ?

গোপা। সে Policy আর Obstinacy. These are the two grand principles of Political Science. Policy শিক্ষা দেয় duplicity, অর্থাৎ আমি করবো এক রকম, আর তোমাকে দেখাবো অন্য রকম, আর Obstinacy মানে fixty of purpose, যাকে determination বলে। Any blessed scheme which emanates from His Honor's mind must be carried out with determination, paying no regard or heed to the clamorous opposition of the press or public opinion. এখন

বুঝলে আমি কেন সাহেবি-তর বাঙ্গলা কোই ? তুমি কি মনে করেছ যে আমি তিন চার বৎসর বিলেতে গিয়ে বাঙ্গলা ভুলে গিয়েছি ? তা কখনই নয় ; কেবল policy শেখবার জন্যে duplicity play কর্‌তে হয়। জানো আমরা civilian, একদিন না একদিন the reins of government might come to our hands, and then আমাদের country govern কর্‌তে হবে, তখন আমাদের statesmanship দেখাতে হবে। যদি আমরা এখন থেকে policy practise না করি, তবে কেমন করে political purpose serve করবো ? আর তুমি জানো আমি এই policy দ্বারা certain success gain করেছি।

নবী। কি success gain করেছো ?

গোপা। আমার wife প্রথমে ভারি objection raise করেছিল। সে আমার সঙ্গে কল্‌কেতায় যেতে, তবে English ষ্টাইলে থাক্‌তে ভারি নারাজ হয়েছিল। আমি অমনি policy খাটালুম আর সে সিদে হয়ে গেলো।

নবী। কি policy খাটালে ?

গোপা। কেন—Taming of the Shrew ! আমি খুব গরম সাহেবি মেজাজ দেখালুম, আর সাহেবি ধরণের পদাঘাত করলেম, অমনি সে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো ; আর সে সকল foolish objections মুখে আন্‌লে না।

নবী। তবে তুমি আমাদের community একেবারে ছেড়ে যাচ্চো ?

গোপা। হাঁ, এক রকম ছেড়ে যাচ্চি বটে, কিন্তু এও policy জানবে। আমরা যদি তোমাদের barbarous, supertituous, idolatrous communityর সঙ্গে mix করি, তবে আমাদের civilian brother-officers, আমাদের learned colleagues দের কাছে আমরা কখন sympathy পাব না, and further বাঙ্গালীর চা'লে চল্লে আমলা সকল রাস পেয়ে নেবে, তারা বাবু বলে ডাকবে, খোদাবন্দ কি হুজুর, এসব just honors due to the convenanted service আমরা কখনই পাব না ; consequently for the sake of keeping one's position and honor, আমাদের সাহেবি চা'লে চল্‌তে হবে।

নবী। আচ্ছা, সাহেবি চা'লেই চল আর যাই করো কিন্তু শিরোমণি মহাশয়কে ঘুসো দেখিয়ে মারতে যাওয়াটা কি ভাল কাজ হয়েছে ?

গোপা। সেটা obstinacyর দৃষ্টান্ত দেখান গিয়েছে, অর্থাৎ I shewed my determination and readiness to fight with any body who would venture to cross me. এসব না করলে আর কি রক্ষা ছিল ? আমাকে গোবর খেতে বলে ! Nobin, just

fancy how audacious are these Brahminical knaves.

নবী। পিতামাতার অন্তঃকরণে কষ্ট দেওয়া, তাঁদের অবাধ্য হওয়া—এটাও policy নাকি ?

গোপা। নবীন, তুমি বুঝ্‌তে পারো না। Under certain age children should of necessity be under the care and guardianship of parents, তার পর যখন ছেলে earn কর্‌তে শিখলে, তখন he is at perfect liberty to settle himself in the world in any way he likes best. আর দেখ, নবীন, in nature হাঁস, মুরগী, ছাগল, গরু, ভেড়া যত জানোয়ার আছে, সব আপনার বাচ্ছাকে লালন পালন করে, আর বাচ্ছারা যখন বড় হয়, আপনা আপনি চরে খেতে শেখে, তখন they don't remain under the care of their parents—এই দৃষ্টান্তে সকল civilised nation of Europe চলে।

নবী। মানুষকেও কি হাঁস, মুরগী, ছাগলের দৃষ্টান্ত দেখে কাজ কর্‌তে হবে ?

গোপা। Nobin, you cannot but submit to the laws of Nature, man being head of the animal creation is naturally prompted by animal impulses in all his actions.

নবা। তবে মানুষে আর পশুতে তফাৎ কি রইল ?

গোপা। তফাৎ কি ? কিছুই নয়। According to Darwin, the greatest authority of the day, মানুষ বানর থেকে হয়েছে, আর law of Evolutionএর নিয়মে এর পরে in distant future মানুষ থেকে আর এক রকমের নতুন জানোয়ার হবে, এমন ভরসা হয়।

নবা। হাঁ, এটা কতক সত্য বোধ হচ্চে। কালেতে যে মানুষ থেকে এক রকম নতুন জানোয়ারের উৎপত্তি হবে তা তোমাদের দেখেই বিশ্বাস হচ্চে।

গোপা। আমাদের দেখে বিশ্বাস হচ্চে কি রকম ?

নবা। কেন, আমাদের দেশের জানোয়ারদের চেয়ে তোমরা অনেক এগিয়েছো in the path of progress—কি দৃশ্যেতে, কি আহারে, কি বিহারে, কি পোষাকে, কিসে নয় ? সকলদিকেই তোমরা আমাদের চেয়ে ঢের এগিয়েচো—তবে আমাদের ভেতরে যারা লুকিয়ে তোমাদের follow করে, তারাই hypocrite—তারা শ্যাম রাখে, কুল রাখে—তাদের কথা ছেড়ে দেও—কেবল পাদ্রমাহাত্মাদের অনুকম্পায় যাদের আলোয় গমন হয়েচে, তারাই কেবল নির্ব্বিরোধে progress, happiness, civilisation, সুখ স্বচ্ছন্দ রূপ অমৃতমান মর্ত্তমান রম্ভা সকল দিশি জানোয়াররূপ বানরগণকে দেখিয়ে দেখিয়ে ভক্ষণ কচ্চেন। কিন্তু ভাই, বেশী বাহবা

তোমাদের—পাদ্রমহাত্মাদের নির্ম্মল ধর্ম্মালোক না পেয়েও শুধু বুদ্ধির আলোয় মনের অন্ধকার ঘুচিয়েছো—আর moral courageএর জোরে—progressএর stepএ পা দিয়ে Darwinএর theory prove কচ্চো—বলি, গেলো বারের Calcutta Journal of Medicine দেখেচো কি ? যদি না দেখে থাকো তবে একবার Contemporary Literature হেড়্টা খুঁজে দেখো—Mivart তোমার Darwinএর theory উল্‌টে দিয়েছে। এখনও পৃথিবীতে জ্ঞানী আছে, পণ্ডিত আছে। Darwin যে চালাকি করে জগৎ শুদ্ধ লোকের পূর্ব্ব পুরুষকে বানর বলে পার পেয়ে যাবেন, সে দিন এখনও আসেনি—মরি ! নিজের যেমন বান্দুরে চেহারা বুদ্ধিটুকুও যে তেমনি দেখতে পাই ? মানুষকে বানর বাচ্ছা ঠাউরেছেন !

গোপা। Ha! ha! Nobin, you have made a capital speech! দেখ ভাই, নবীন, true progress কাকে বলে তোমাদের সে ideaই নাই। In America স্থানে স্থানে true principles of progress introduced হচ্চে; সেখানে free love, abolition of marriage, common-wealth প্রভৃতি উঁচুদরের সভ্যতার সূত্রপাত হচ্চে; আর দেখবে Indiaতে, কি at least বেঙ্গলে, অতি শীঘ্রই God bless Sir George Campbell! (যত

দিন তিনি আমাদের ruler আছেন তখন এ ভরসা করলেও করতে পারি) দেখবে অতি শীঘ্রই আমরা বেঙ্গলে ঐ সকল principles of true progress introduce করবো ; যদি আমাদের most kind and paternal government help করেন—ভরসা করি আমাদের illustrious Lieutenant-Governor Sir George, personal Governmentএর সঙ্গে সঙ্গেই these grand principles of social improvement বেঙ্গলে introduce করবেন।

নবী। হাঁ, তা হলেই দেশে সভ্যতার চূড়ান্ত হবে। সত্যযুগ আবার ফিরে আস্‌বে। স্বেচ্ছাচারের তুফান লেগে পশ্চাচারের ঢেউ উঠবে। কে কার বাপ, কে কার ভাই, কে কার ভগ্নী, খুড়ী, মাসী, পিসী কিছু চেনা যাবে না—সকল গোল মিটে যাবে। মনের মধ্যে আর ময়লাটুকু থাকবে না—সেই উঁচুদরের সভ্যতাতরঙ্গে সব ধুয়ে যাবে, আর, ডারউইনের প্রলাপ কথাটিও সত্যি হবে। যা হোক, গোপাল, ভাই, তোমরা এক্‌কাটি সরেশ ! নকলে আসলকে জিতেছো ! সত্যিকের সাহেবরা তোমাদের কাছে কল্‌কে ছেড়ে, ঠিক্‌রেও পান না।

(যবনিকা পতন।)

পঞ্চম অঙ্ক।

রামধন বসুর অন্তঃপুর

(রামধন ও অন্নপূর্ণা আসীন।)

অন্ন। গোপাল আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলে আমি কাকে নিয়ে ঘরকন্না করবো ?

রাম। তা আমি কি করবো বলো ? আমি ত আর চেষ্টা কত্তে কসুর কল্যেম না ; কিন্তু সে একান্ত থাকবে না, প্রায়শ্চিত্ত করবে না, হিঁদুর চা'লে চলবে না—আমি অমন ছেলেকে ঘরে রেখে কি জাত কুল সব হারাবো, একঘরে হয়ে থাকবো, কর্ত্তাদের নাম সম্ভ্রম সকল ডোবাবো ? প্রাণ থাকতে তাতো কখনই পারবো না। যে ছেলে বাপমার মুখ চাইলে না, কথার বশ হলো না, তেমন ছেলেতে কি প্রয়োজন ? শাস্ত্রে বলে "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনঃ" তাই যখন হলো না, তখন সে ছেলেতে দরকার কি ? সে যখন জাতের বাহিরে গেলো তখন সে আবার মোলে আমাদের পিণ্ডি দেবে এ কি কখন বিশ্বাস হয়।—যাক্, চুলোয় যাক্, তার জন্যে আর খেদ করিনে—

এখন বউমার মত কি ? তিনি কি আপনার পিত্রালয়ে যাবেন, না গোপালের সহগামিনী হবেন ?

অম্ব। বউমা আমার সতী লক্ষ্মী—সে কি সোয়ামী ত্যাগ করে থাকতে পারে ? বাপ মা শ্বশুর শাশুড়া ঘর কন্না সব ছেড়ে গোপালের সঙ্গে যেতে হবে বলে কেঁদে কেঁদে বাছা আমার সারা হলো। আহা! মা আমার কেঁদে কেঁদে চোক দুটি ফুলিয়ে ফেলেছে, বাছার মলিন মুখখানি দেখলে বুক ফেটে যায়। হায় হায় হায়! আমার কপালে এই ছিল! আমি কেমন করে প্রাণ ধরে সোণার রাম সীতে বিসর্জ্জন দেবো। আমিতো তা কখনই পারবে না, এক-ঘোরে হই হবো, তোমার পায়ে পড়ি গোপালকে যেমন করে পারো বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঘরে রাখো।

রাম। গৃহিণি, তুমি পাগল। একঘরে হয়ে থাকবে,—কেমন করে এমন কথাটা মুখে আন্‌লে ? ছি ছি ছি! জাত কুল সব মজাবে, অমন কথা আর কখন মুখে এনো না।

অম্ব। (রোদন করিতে করিতে) তোমার পায়ে পড়ি তাকে দুটো মিষ্টি কথা বলে—বুজিয়ে সুজিয়ে ঘরে রাখো। ওগো, আমার প্রাণ যে কেমন করে উঠ্‌চে, আমি চাদ্দিক আঁধার দেখছি, আমার সবে ধন নীলমণি গোপাল হারা হয়ে আমি কেমন করে বাঁচবো, মা গো—

রাম। আরে খেপি, আমি কি তাকে বুঝুতে কসুর কচ্চি ? আপনি বুঝুচ্চি, পাড়ার সবাই বুঝুচ্চে, সে কি বোঝবার ছেলে যে লোকের কথা রাখবে ? যে একেবারে বিগড়েছে তারে কি আর শোধরান যায় ? আর তোমাকেও বলি তুমি একটু ধৈর্য্য ধর, অত কাতর হলে কি ফলটা পাবে বলো ? দেখ দেখি একবার ভেবে, যে ছেলে তোমার মুখ চাইলে না, আমার মুখ চাইলে না, পাড়া প্রতিবাসী আত্মীয় স্বজনের কারো উপরোধ অনুরোধ রাখলে না, তেমন ছেলের উপর আবার মায়া কেন ? সে ছেলে কি মোলে পিণ্ডি দেবে, না পরকালে সাক্ষী দেবে ? যাক্, অমন ছেলে চুলোয় যাক, আমি তার মুখদর্শন কর্‌তে চাইনে।

অন্ন। বালাই ! ষাট্ ষাট্ ! আমার ষষ্ঠীর দাস, সেটের বাছা ! সে আমার ঘরে থাকুক, তার আলাই বালাই শত্রু সব চুলোয় যাক্, তাকে ঘর থেকে বার করে দিয়ে আমি কাকে নিয়ে ঘরকন্না কর্‌বো ? আমি ত তা কখন পারবো না।

রাম। দেখ গৃহিণি, তুমি আমাকে ভারি বিপদে ফেল্লে। ম্লেচ্ছাচারী ছেলে কি ঘরে রেখে যবনাক্ত হবো ? তুমি তার মায়া কাটাতে না পার তাকে বাড়ীতে রেখে ঘরকন্না করো, আমি সংসার ত্যাগ করে তীর্থ পর্য্যটন করবো।

(হরে চাকরের প্রবেশ।)

হরে ! খবর কি রে ?

হরে। আজ্ঞে, বৃন্দাবনবাবু এসেছেন, আপনাকে ডাকচেন।

(হরের সহিত রামধনের প্রস্থান।)

অন্ন। (রোদন করিতে করিতে) মা দুর্গা ! মা কালিঘাটের কালি ! মা সুবচনি ! মাগো ! তোমরা থানে থেকে কানে শুনো, মাগো তোমরা আমায় রক্ষা করো মা ! আমার গোপাল ছেড়ে যায়। তোমরা আমার গোপালকে সুমতি দেও। তাকে শান্ত শিষ্ট করে ঘরে রাখো। মাগো ! একটা ঘরকন্না বয়ে যায়, আমি তোমাদের কাছে বুক চিরে রক্ত দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে চিনির নৈবিদ্যি দিয়ে পূজো দেবো। মাগো ! আমি সোয়ামীর মুখ হেঁট করে আমার গোপালকে তো ঘরে রাখতে পারবো না ! আমি বড় দায়ে পড়িচি, আমার অন্ধের নড়ি কাঙ্গালের ধন গোপালকে ঘরে রাখো মা ! আমি অকুল পাথার ভেবে ভেবে সারা হয়ে গেলুম ! মা দুগা ! আমায় রক্ষে করো মা !

(ভাবিনীর প্রবেশ।)

নবীনের মা ! আয় দিদি বোস।

ভাবি। কায়েত দিদি ! তুই যে কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে গেলি !

অন্ন। আর বোন মরণটা হয় তো বত্তাই।

ভাবি। বালাই! এত তাড়াতাড়ি মর্‌বি কেন্‌লা ? কার ধার করে খেয়েচিস্‌ ? সোয়ামী পুত্র নিয়ে দুদিন ঘরকন্না কর, তোর কি এর মধ্যে মরবার বয়েস হয়েচে ?

অন্ন। আর বোন, এ পোড়ার চেয়ে মরা ভাল, যাকে নিয়ে ঘরকন্না করবো, সেই ছেলেই আমার ঘরকন্না সমুদ্রে ভাসিয়ে যাচ্চে।

ভাবি। কেন, গোপাল কি ঘরে থাকবে না ? প্রাচিত্তির করবে না ? আমাদের নবীন যে তাকে কতো বুঝুচ্ছেলো. সে কি নরম হলো না ?

অন্ন। কোই হলো বোন্‌ ? আমার যে কপাল একবারে ভেঙ্গেচে। কত্তা নিজে তারে কতো বুঝুলেন, পাড়া প্রতিবাসী সকলে বুঝুলো, সে যে কারু কথা শুনলে না, এখন তারে কেমন করে ঘরে রাখবেন। লোকে পাছে একঘরে করে সেই জন্যে তাকে শীগ্‌গির শীগ্‌গির বিদেয় করবার উজ্যুগ করচেন। এখন বল্‌ দেখি নবীনের মা, আমি কেমন করে বাঁচবো। আমি মা হয়ে কোন্‌ প্রাণে সোণার রাম সীতে বনবাস দেবো। আমি যে ভেবে ভেবে সারা হয়ে গেলুম !

ভাবি। অত ভাবিস্‌নে কায়েত দিদি। মা দুর্গাকে ডাক্‌, মা মঙ্গলচণ্ডিকে ডাক্‌—তিনি সব মঙ্গল করবেন. গোপাল দুদের ছেলে বইতো নয়, আমাদের নবীনের চেয়ে

ছ মাসের ছোট ; তা এখানে দুদিন থাকলে তাকে ভাল করে বুজুলে সুজুলে নরম হবে, খেতে আসবে, তার ভাবনা কি, উচক্কা বয়েসে অমন হয়, আবার ভালও হয়।

অন্ন। আর নরম হবে কবে ? আমার কপাল যে একবারে পুড়েচে—নৈলে সে বিলেত যাবে কেন ? এমন পোড়া দেশও কি সংসারে আছে, যেখানে গেলে মা বাপের উপর মায়া দয়া কিছু থাকে না ?

ভাবি। দূর কায়েত দিদি ! তুই পাড়াগেঁয়ে লোক. সহরের কোন খবর জানিস্‌নে. তাই অমন কথা বলছিস্। বিলেতের দোষ কি ? কেন, আমার বাপের বাড়ীর কাছে বষ্ঠিরে আছে তাদের বিনোদ তো বিলেতে গিয়েছিলো, সেও তো মেজেষ্টর হয়ে এসেছে, কোই তার চালচুল তো কিছুই বিগড়োয় নি ?

অন্ন। বলিস কি ? চালচুল কিচ্ছু বিগড়োয়নি ?

ভাবি। মাইরি কায়েত দিদি ! এমন সুছেলে তুই কখন দেখিস্‌নি। আহা ! বাছার কি মায়ের উপর ভক্তি ! বিলেত থেকে এসে আগে মায়ের পায়ের ধূলো নিয়ে তার পর বাপকে প্রণাম কল্লে, আর আত্মীয় স্বজনের কাছে কেমন ঠাণ্ডা, ধীর, দেখলে চখের পাপ পালায়। তার বিয়ের কথা শুনলে আশ্চয্যি হবি।

অন্ন। আশ্চয্যির বিয়ে কি রকম, বল্ বোন্ ? তোর

কথাগুলো শুনে আমার বুকের জ্বালা একটু কোমচে। আহা ! আমার গোপাল যদি অমনি হতো !

ভাবি। ভারি আশ্চর্য্যির বিয়ে--কে একজন পূব্বদিশি বাঙ্গাল বদ্দি, সে নাকি একজন বড় বেম্মা—

অন্ন। বেম্মা কি লো ?

ভাবি। মর্! অতো বড় মাগি হলি বেম্মা শুনিসনি ?

অন্ন। কোত্থেকে শুনবো বোন, অজ পাড়াগায়ে বাপের বাড়ী, আবার শ্বশুরবাড়ী এও অজ পাড়াগা।

ভাবি। রোস্, আমি তোকে বুজিয়ে বল্চি, তোর আর বাপের বাড়ীর আর শ্বশুর বাড়ীর ঘণ্ট রাঁদতে হবে না। বেম্মা কাকে বলে জানিস্---সে এক রকম ভজা, যেমন কত্তাভজা, খিষ্টানভজা, তেমনি যারা বেম্মাভজা হয় তারা দেবতা বামণ মানে না, জাত মানে না, ছত্তিক জেতের সঙ্গে বসে ভাত খায়, রাঁড়ের বিয়ে দেয়, আবার ধোপার মেয়ে বামুণে বিয়ে করে, হলো বা, ধোপা, নাপতে, হাড়ি, কাওরা, চাঁড়ালের ছেলেদের, বামুণ কায়েত বদ্দি মেয়ে দেয়।

অন্ন। বলিস্ কি ! একেই কি বলে বেম্মা ? এখন বুজলুম। তার পর ?

ভাবি। তার পর সেই যে পূব্বদিশি বেম্মা তার নাকি সোমত্ত সোমত্ত দুটি না একটি মেয়ে ছেলো।

অন্ন। মেয়ে সোমত্ত করে রেখেছেলো ? বিয়ে দেয় নি ?

ভাবি। আমি বোন তোকে বলতে ভুলে গিয়েচি, মর্ সব কি ছাই মনে থাকে, বেম্মারা মেয়েদের সোমত্ত করে রাখে, লেখাপড়া শিকোয়, আবার বিবিয়ানা পোষাক পরিয়ে তাদের সঙ্গে করে দেয়ান দরবারে বেড়াতে নিয়ে যায়।

অন্ন। বলিস্ কি লো ? দেয়ান দরবারে যে কতো সাহেব সুবো থাকে ? সেখানে সোমত্ত মেয়ে নিয়ে যায় ?

ভাবি। তারা সাহেব সুবোর ভয় করে না।

অন্ন। আচ্ছা, তারা যেন পুরুষ মানুষ, মেয়েদের কি বুকের পাটা ? বাবা ! কালের মেয়ে সব ! গড় করি।

ভাবি। মেয়েদের ভয় কি ? বাপ, ভাই, সোয়ামি সঙ্গে থাকলে তারা ডরাবে কেন ?

অন্ন। হোক্ বোন--হাজার বাপ ভাই সঙ্গে থাকুক, তা বলে পর পুরুষকে মুখ দেখাতে কখন পারা যায় না। যাক এখন বিয়ের গল্প বল্।

ভাবি। হাঁ, তার পর সেই বেম্মার একটি সোমত্ত মেয়ে, সে নাকি দেখতে শুনতে ভাল, আর লেখাপড়া শিখেছেলো, তার সঙ্গে বিনোদের বিয়ের সম্মন্দ হলো, কিন্তু বিনোদের মা বাপ, তারা ভারি হিঁদু, তারা কনের বাপকে বলে পাঠালে যদি হিঁদুর মতন আচার ব্যাভার করে বিয়ে দেও তবে ছেলের বিয়ে দেবো, নৈলে দেবো না, আমরা তোমার বেম্মা ভজা মানিনে।

অন্ন। কনের বাপ কি বল্লে ?

ভাবি। কনের বাপ আর কি বল্‌বে ? এমন জামাই আর কোথায় পাবে ? রাজি হলো ?

অন্ন। তার পর ?

ভাবি। তার পর বিনোদ হাতে সুতো বেঁদে, বারাণসার জোড় পরে, সোণার চাঁদ সেজে, মায়ের আজ্ঞে নিয়ে, বিয়ে কর্‌তে গেল, আর খুব ঘটা করে বিয়ে হয়ে গেল, কনের বাপ বেস দিলে থুলে। দেখ্‌লি কায়েত দিদি, বিনোদ কেমন সুছেলে ! দেশে এসে কেমন বাপ মাকে খুসি কল্লে ! সেও তো বিলেতে গিয়েছেলো !

অন্ন। আহা ! এমন সুছেলে কি হয় ! আশীর্ব্বাদ করি আমার মাথায় যত চুল, তত বচ্ছোর পেরমাই হয়ে বেঁচে থাক, মা বাপের কোল জুড়ূ শেতল করে বউ নিয়ে সুখে ঘরকন্না করুক। মা দুর্গা ! আমায় এমন দিন কবে দেবে ! আমার গোপাল কবে তেমনি হবে !

ভাবি। কায়েত দিদি, অতো কাঁদিসনে বোন, তোর চোকের জল ফেলা দেখে আমার ভারি দুঃখু হয়, আমার প্রাণ কেঁদে ওটে ; মা দুর্গা মুখ তুলে চাইবেন বই কি— তোর গোপালও বিনোদের মতন সু-ছেলে হবে—দুদিন যাগ, সে আপনা আপনি বুঝবে ; উচক্কা বয়েসে অমন ঢের ছেলে বিগ্‌ড়ে যায়, আবার একটু বয়েস হলে আপনা আপনি ঠাণ্ডা

হয়—তা ভয় কি ? সেতো আর খীষ্টান্ হয়নি, আর পৈতে ফেলা বেহ্মাও হয়নি, যে একবারে কুলের বার্ হয়ে গেছে ? দুদিন যাগ শুধরোবে।

অন্ন। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) আর বোন্! আম্মর পোড়া কপালে আর কবে শোধরাবে ? আমার আর ভরসা নেই, আমি নির্ভরসার সমুদ্রে পড়ে হুতোশের ঢেউ খাচ্চি, আমি যে দিকে চাই সেই দিকই ধূ ধূ কর্চে, কোন দিকে আর ভরসার কূল কিনেরা দেখতে পাইনে। (রোদন করিতে করিতে) এ আবাগীর ওপোর সদয় হয়ে মা দুর্গা কি আর মুখ তুলে চাইবেন ? আমার সবে ধন নীলমণি গোপাল কি আমার ঘর কন্না বজায় রাখবে ?

ভাবি। রাখবে, রাখবে, আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, সে তোর সোণার সংসার উজ্জ্বল কর্বে। মা দুর্গা মুখ তুলে চাইবেন, তোর সব বজায় থাকবে, ভয় কি ? কায়েত দিদি, ভরসায় বুক বাঁধ্, এখনও ঢের আশা আছে, সে তো আর কুলের বার হয়ে যায় নি ; মায়ের বাছা কি মায়ের কোল ছাড়তে পারবে ? কক্খোন পারবে না, দুদিন গেলেই সে বুঝবে, আর ঠাণ্ডা হয়ে তোর কোল জুড়ু শেতল করবে। এখন ও সব কথা যাক, বিনোদের বিয়ের পর আরও ঢের কাব্যি হয়েছেলো।

অন্ন। বিয়ের পর আবার কি কাব্যি হলো !

ভাবি। ভারি কাব্যি হয়েছেলো, কায়েত দিদি, তুই শুনলে আর হেসে বাঁচবিনে।

অন্ন। সত্যি নাকি ? কি রকম কাব্যি বল্ না বোন্ ? তোর কথাগুলো শুনে আমার এত যে প্রাণে জ্বালা তবু যেন আগুনে একটু জল পড়ে।

ভাবি। সে ভারি কাব্যি, বিনোদের শ্বশুর নাকি একজন ভারি গোঁড়া বেম্মা, তার মেয়েটি যার সঙ্গে বিনোদের বিয়ে হয়েছিল, সেও নাকি বিম্মি হয়েছিলো, কিন্তু হিঁন্দুর মতন বিয়ে হতে, তাদের দলের যত বেম্মারা সব ক্ষেপে উঠলো, আর পাড়া কুঁদুলীর মতন হাত মুখ নেড়ে বিনোদকে গাল দিতে লাগলো।

অন্ন। বলিস্ কি ? তারা বিনোদের বাড়ী চড়াও হয়ে এসে গাল দিতে লাগলো ? বিনোদ কেন নালিশ কল্লে না ? দেশে কি হাকিম নেই ?

ভাবি। না, বাড়ী চড়োয়া হয়ে গাল দেয়নি, বেম্মাদের দুখানা খবরের কাগজ আছে, একখানা ইংরিজি আর একখানা এক পয়সানে দিশি, মর বাংলা ছড়া হাঁড়ি, এই দুখানা খবরের কাগজে যাচ্ছেতাই বোলে, বিনোদকে আর তার শ্বশুরকে গাল দিতে লাগলো।

অন্ন। তা বিনোদের শ্বশুরকে গাল দেয় দিগ্‌গে, সেও বেম্মা আর তারাও বেম্মা, আজ যেন চটাচটি হয়েছে আবার

দুদিন বাদে মুখ শোকাশুঁকি করবে, ভাব হবে, কিন্তু তারা বিনোদকে কি বলে গাল দিলে ? সে তো আর বেম্মা ভজেনি ?

ভাবি। বিনোদ যে তাদের একজন বিম্মিকে হিঁদু করে ফেল্লে তাই সেই রাগে তারা কসকসিয়ে পকপকিয়ে একবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো--আর বিনোদ বিলেত গিয়েচেলো বলে সেই ছিদ্দিরটী ধরে সে গরুর ঝোল, গরুর চচ্চড়ি, গরুর অম্বল খেয়ে এয়েচে বলে খবরের কাগজে তার নিন্দে কুচ্ছ যে কতো গাইতে লাগলো তার আর সংখ্যে নেই।

অন্ন। মরণ আর কি ! খবরের কাগজে লেখবার সামিগগিরি কি এই সকল ! লোকের নিন্দে কুচ্ছো বই কি তাঁদের পুঁজি পাটা আর কিচ্ছু নেই ? বুদ্ধি যে চার পোয়া টনটনে দেখতে পাই। ভাল, নবীনের মা, আমাদের দেশে কি ভদ্রলোক নেই ? বিনোদকে অভিমন্যু বধ করবার মতন রাজ্যি শুদ্দো বেম্মা জড়িয়ে গাল দিতে লাগলো, আর সব দেশের লোক কাণ পেতে শুনতে লাগলেন ?

ভাবি। বালাই ! দেশে ভদ্রলোক আছে বই কি। আশীর্ব্বাদ কর, কায়েত দিদি, প্রাণ খুলে যেন কৃষ্ণদাস বাবু কিছু বেশী দিন বেঁচে থাকেন, বাঙ্গলায় অমন হিঁদুর বন্ধু আর নেই, মদ খাননা, খানা খাননা।

অন্ন। বলিস্ কি ! মদ খাননা ? ইংরিজি জানেন তো ?

ভাবি। দূর কায়েত দিদি! তুই বোন ভারি পাগল। কৃষ্ণদাস বাবু আবার ইংরিজি জানেন না? তেমন ইংরিজি জানে ক জন? তাঁর কলমের জোর দেখে ছোটো লাট সাহেব পর্য্যন্তও চমকে ওঠেন, মনে করেছিলেন হিঁদুর রথ পাব্বোনটা উটিয়ে দেবেন, কিন্তু বেঁচে থাক কৃষ্ণদাস বাবু, শুধু তাঁরি কলমের জোরে সেটি করতে পারেন নি। কায়েত দিদি, এখনও ভরসা আছে আবার মাহেশে গিয়ে রথ দেখে, কাঁটাল মুড়ি খেয়ে, পেটটা ভরাবো।

অন্ন। তুই ভাই কেবল পেটটাই খুব বুজিস্। বুড়ো মাগী হলি অত্তো নোলা ক্যান লা?

ভাবি। আমি বোন্ বলে ধরা পড়িছি। বুড়ো বয়েসে কার না নোলা বাড়ে? পেটে ধরুক আর না ধরুক, খেতে পারুক আর না পারুক, কিন্তু বয়েস বাড়লে তার সঙ্গে সঙ্গে যেন নোলাটুকু অমনি বেড়েচে, আম্বাটুকু সতেরো আন হয়েচে। তুই এখন শক্ত সামত্ত আছিস যখন বুড়ো হবি তখন আপনা আপনি জানতে পারবি আম্বাটুকু বাড়ে কি না।

অন্ন। মরণ আর কি! পোড়া নোলার কথা রেখে দে। এখন রথের সময় যাস, মাহেশে গিয়ে কুঁচকি কণ্ঠা ঠেসে যত পারিস কাঁটাল আর মুড়ি গাদিস্। এখন বল বিনোদকে গাল দিতে কৃষ্ণদাস বাবু কি বল্লেন?

ভাবি। কৃষ্ণদাস বাবু যে কলম ধরে ছোট লাট সাহেবকে থ বানান পড়িয়েছেন, আবার সেই কলম ধল্লেন, আর তাঁর কলম বেম্মাদের ওপোর শতমুখীর মতন গর্জ্জে উঠ্‌লো, আর অমনি জোঁকের মুখে নুণ পড়্‌লো, সব চুপ্‌ কল্লে।

অন্ন। বলিস্‌ কি ? কৃষ্ণদাস বাবুর কলমের এমনি জোর ?

ভাবি। মাইরি কায়েত দিদি ! হন্যে কুকুরের মতন যত বেম্মার পাল খেপে, চাদ্দিক থেকে বিনোদের উপর ঘেউ ঘেউ করে তাড়া করে আস্‌ছেলো, আর যেই কৃষ্ণদাস বাবুর কলম গর্জ্জে উঠেচে অমনি সব ন্যাজ লুকিয়ে ছুটে পালালো !

অন্ন। বলিহারি যাই ! কি আশ্চর্য্যি কলমের জোর ! হাজার হাজার শতমুখীর যে এত জোর নয়। আচ্ছা, নবীনের মা, কৃষ্ণদাস বাবুর কলম গর্জ্জে উঠে কি বল্লে ? তা কিছু শুনিছিস্‌ ?

ভাবি। না বোন এখনকার কালের বলাবলি সব ইংরিজিতে, আমি ত আর ইংরেজের স্ত্রী নই যে সে সব বুঝ্‌তে পার্‌বো ? তবে কৃষ্ণদাস বাবুর খবরের কাগজে একটি বাংলা গান বেরিয়েছিল তাই আমাদের নবীন শিখে এসে গেয়েছিল, তাই শোনা শুনিচি। আমা কায়েত দিদি !

এমন গান তুই কখন শুনিস্ নি। সেই গানে মা বাপের ওপর দয়া মায়া ছেদ্দা ভক্তির কথা আছে, আর বিনোদের যে মা বাপকে খুসি কর্‌বার জন্যে বেম্মার মেয়ে বিম্মিকে হিঁদুর মতন বিয়ে কল্লে তারও সুখ্যাত আছে।

অম্ব। নবীনের মা, আমার সেই গানটি শোনবার ভারি ইচ্ছে হচ্চে, নবীন হোক কি আর কেউ পাড়ার ছেলে হোক যে সে গানটি গাইতে শিখেছে তাকে ডেকে পাঠা, আমাকে সে গানটি না শোনালে তোকে বাড়ী যেতে দেবনা।

ভাবি। আচ্ছা রোস ডেকে পাঠাই।

(ভাবিনীর প্রস্থান এবং কিঞ্চিৎ পরে গায়কের সহিত পুনঃ প্রবেশ।)

ভাবি। এই ডেকে এনেছি। (গায়কের প্রতি) গাওতো বাবা, সেই বিনোদের গানটি।

গায়ক। (গীত গাওন)।

গীত।

রাগিণী সিন্ধু—তাল আড়াঠেকা।

সংসারে ধন্য সেই।

পিতা মাতা গুরুজনে, তোষে যেই॥

জননীর স্নেহ ধার, পরিমাণ নাহি যার,

শুধিবারে সেই ধার, পারে কেই।

মায়ে কাঁদায়ে যে জন   করে ধর্ম্ম আস্ফালন,
তার ভজন পূজন বৃথাই— ॥
পিতা মাতা উভয়েতে,   ধর্ম্মযুক্তি বিচারেতে,
প্রতিনিধি পৃথিবীতে, ঈশ্বরেরি।
পিতারি আজ্ঞা পালনে,   বাড়ে যশে পুণ্যে মানে,
রামাবতার হিন্দুস্থানে তাইতেই ॥
দিয়ে সুখে বিসর্জ্জন,   তুষিয়ে পিতারি মন,
অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন ভীষ্মেরি।
করি হিন্দু পরিণয়,   তুষিয়ে পিতা মাতায়,
দিল গুপ্ত পরিচয়, মহত্বেরি ॥

(যবনিকা পতন।)

ষষ্ঠ অঙ্ক।

বৃন্দাবন সরকারের বাহির বাটীর বৈঠকখানা।

(বৃন্দাবন; নিবারণ ও রামধন আসীন।)

রাম। মিত্রজা মহাশয়! হলো কি?

নিবা। ঢের সুরাহা বটে---কাল রাত্রে আমার সঙ্গে গোপালের ঢের তর্ক বিতর্ক,-- কথোপকথন হয়েছিল. তাতে তার মনের ভাব পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক নরম দেখ্‌তে পেলাম।

রাম। বলেন কি? মন নরম হয়েছে? (হর্ষের সহিত) ঘরে থাক্‌বে ত? প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বে ত?

নিবা। হাঁ—ঘরে থাক্‌বে,—তার আর ভয় নেই--- কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের বিষয়ে আপনাদের একটু আল্‌গা দিতে হবে। কারণ এটাও ত একবার ভেবে দেখ্‌তে হবে যে নব্যদের অপরাধ কি? এই অল্প বয়সে, বাপ মা আত্মীয় স্বজন সকলকে ছেড়ে, দশহাজার ক্রোশ পথ সমুদ্রে ভাস্‌তে ভাস্‌তে বিলেতে গিয়ে, জ্ঞান উপার্জ্জন করে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, উচ্চপদ পেয়ে, বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল কচ্চে—এটা কি কিছুই নয়? তারা কি সুখ্যাতির পাত্র নয়?

বৃন্দা। তারা অবশ্যই সুখ্যাতির পাত্র. তা কে অস্বীকার

কর্‌বে ? আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌তে পারি তারা সমস্ত বঙ্গবাসীর প্রেমের পাত্র, স্নেহের পাত্র, আদরের পাত্র।

নিবা। তাই বলি নব্যদের উপর প্রাচীন দলের একটু স্নেহ ও শৈথিল্য প্রকাশ করা উচিত। সকল পক্ষে কিছু কিছু ক্ষতি স্বীকার না কল্লে সামঞ্জস্য হয় না, সমাজও থাকে না, আর বিশেষতঃ কালের গতি দেখ্‌তে হবে, চিরকাল কোন সমাজের কি কোন জাতির অবস্থা এক ভাবে চলে না, থাকেও না। স্বভাবের নিয়মই এই যে সকল বস্তুর কালে কালে অবস্থা পরিবর্ত্তন এবং রূপান্তর হয়। এখনকার কালে সত্যযুগের মতন আচার ব্যবহার কখনই সম্ভবে না। এখন বিলেতে যাওয়া, কি ভারতবর্ষ ছেড়ে অন্য কোন দেশে গমন করা যদি পাপ বলে গণ্য করা যায়, তা হলে বাঙ্গালির আর উন্নতি হবার কোন পথই থাকে না --এস্থলে অবশ্য বিবেচনা কত্তে হবে যে এখন আর উৎসাহশীল নব্যদের বিলেতে যাওয়ার দরুণ প্রায়শ্চিত্ত কত্তে পেড়াপিড়ি করা নিতান্ত অনুচিত কার্য্য।

রাম। তবে কি গোপাল প্রায়শ্চিত্ত করবে না ?

নিবা। করবে না যে তা আমি বল্‌ছিনে-- তবে কি জানেন, কৌশল করে কাজ কল্লে সকল দিক বজায় থাকে। প্রায়শ্চিত্তের যথার্থ অর্থ যা থাকে থাক, তবে তার বাঙ্গলা মানে আমরা মোটামুটি বুঝি যে, সে কেবল কিছু দান, অর্থাৎ

কিছু ব্যয়, আপনি যখন দশ টাকা ব্যয় কত্তে প্রস্তুত আছেন তখন আর ভয় কি ? আপনার পুত্র দেশে ফিরে এসেছে। এ ভারি আহ্লাদের বিষয়, এই আহ্লাদে আপনি হারর-লুট উপলক্ষে দশ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করে তাঁদের ভাল-রূপ বিদায় করুন, আর গ্রামস্থ সকলকে আহ্বান করে তাঁদের উত্তমরূপ আহারাদি করান তা হলেই সকল গোল মিটে যাবে।

রাম। হাঁ সৎপরামর্শ বটে—কিন্তু প্রায়শ্চিত্তটা একেবারে না কল্লে শিরোমণি মহাশয় কি রাজি হবেন ?

বৃন্দা। আপনার সে ভয় কত্তে হবে না। আজকাল মন্ত্র পড়ার কাজ সব প্রতিনিধিতে চলে—শ্রাদ্ধ করাই বলুন, আর যাই বলুন, পুরোহিতের উপর ভার দিলে সব চলে যায়। শিরোমণি মহাশয়কে দশটাকা বেশী করে দেবেন ; তিনি একজন প্রতিনিধি খুঁজে দেবেন, সেই প্রতিনিধিই গোপালের হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবে, গোময় ভক্ষণ কত্তে হয় সেই করবে, তা হলেই সব ল্যাঠা মিটে যাবে।

নিবা। (হাসিতে হাসিতে) বৃন্দাবনবাবু, এ মন্দ পরামর্শ নয়, আপনি বেস উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে চাপাতে পারেন।

(গোপালের প্রবেশ।)

এই যে গোপালবাবু, এসো, বসো—

(গোপালের উপবেশন)

কেমন গোপালবাবু, আমি তোমাকে যে Todd's Rajasthan পড়তে বলেছিলেম, পড়েছিলে কি ?

গোপা। আজ্ঞে হাঁ, পড়েছিলুম।

নিবা। কোন্ খানটা পড়েছিলে ?

গোপা। আপনি যে খানটা পড়তে বলেছিলেন, সেই চিতোরের রাজ-কুল-তিলক প্রতাপের চরিত্র।

নিবা। কেমন গোপালবাবু, বল দেখি সেই অনুপম রাজপুতের উপর তোমার ভক্তি হয় কি না ?

গোপা। আজ্ঞে, সেই বীরচূড়ামণি প্রতাপের অদ্ভুত স্বদেশপ্রিয়তা, স্বজাতিপ্রিয়তার বিবরণ পড়ে তাঁর প্রতি আমার অচলা ভক্তি হয়েছে।

বৃন্দা। কোন্ প্রতাপ ?

গোপা। চিতোর-রাজবংশীয় সংগ্রাম রাওয়ের পৌত্র। যিনি মোগল সম্রাট আকবরের সমকক্ষ ছিলেন, যিনি সমরানলে কত সহস্র সহস্র মোগল সৈন্যকে ভস্মসাৎ করেছিলেন, যিনি সম্রাটকে সম্মুখ যুদ্ধে কতবার পরাস্ত করে হিন্দু জাতির স্বাধীনতার, গৌরবের পতাকা চিতোরে উড্ডীয়মান করেছিলেন, সেই রাজপুত-কুল-প্রদীপ প্রতাপ।

নিবা। আচ্ছা গোপালবাবু, বল দেখি—কি উপায়ে

সম্রাট আকবর প্রতাপকে সমরে পরাভব করে হিন্দু জাতিকে একে বারে চির অধীন করে ফেল্লেন।

গোপা। সম্রাট নানারূপ কৌশল করে রাজপুতদিগের মধ্যে পরস্পর অনৈক্য উপস্থিত কল্লেন; সেই অনৈক্য, সেই গৃহবিচ্ছেদই হিন্দু স্বাধীনতার অধঃপতনের মূল কারণ।

নিবা। এখন দেখ্‌লে গোপালবাবু, কেবল গৃহবিচ্ছেদই আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ। হিন্দু জাতির মধ্যে যদি ঐক্য থাক্‌তো. তা হলে কি আর মোগলেরা চিতোর জয় কর্ত্তে পারতো না হিন্দুর স্বাধীনতা যেতো? আচ্ছা প্রতাপ কি কোন চেষ্টা করেছিলেন যাতে আবার হিন্দু রাজাদের পরস্পরের ঐক্য সংস্থাপন হয়?

গোপা। যাতে হিন্দুদিগের মধ্যে পুনর্ব্বার ঐক্য স্থাপন হয় তার বিশেষ চেষ্টা প্রতাপ প্রাণপণে করেছিলেন। মানসিং প্রভৃতি বড় বড় রাজপুত সরদার, যারা আকবরের অনুগত হয়েছিল, তাদের দ্বারে দ্বারে প্রতাপ যে কত কাতর স্বরে কেঁদে বেড়িয়েছিলেন তা এখন মনে হলে চখে জল আসে। আহা! স্বজাতির মান রাখতে, হিন্দুসমাজের পুনরৈক্য সাধন কর্ত্তে আর ভারতজননীর মুখ উজ্জ্বল কর্ত্তে প্রতাপ যে চেষ্টা করেছিলেন, তেমন চেষ্টা বোধ হয় পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত কেউ করে নাই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, তাঁর সে চেষ্টা সফল হয় নাই।

নিবা। দেখ গোপালবাবু, প্রতাপের সেই যে ক্রন্দন, যে ক্রন্দন করে তিনি হিন্দুসমাজের পুনরৈক্য সাধনে কৃত-সংকল্প হয়েছিলেন—সেই ক্রন্দনের একটি বেশ গীত আমাদের বাঙ্গলা ভাষায় রচিত হয়েছে, তুমি সে গীতটি শুনলে ভারি খুসি হবে।

গোপা। বলেন্ কি মহাশয়! প্রতাপের রোদনের গান বাঙ্গালায় রচিত হয়েছে? অমার সেই গানটি শুনতে বড় ইচ্ছা হচ্চে, যদি অনুগ্রহ করে শোনান তবে ভারি বাধিত হই।

নিবা। রসো, আমি গায়ককে ডেকে পাঠাচ্চি। (উচ্চৈস্বরে) গায়ক—গায়ক——

(গায়কের প্রবেশ।)

এই যে এসেছে—(গায়কের প্রতি) ও হে, সেই প্রতাপের রোদনের গানটি একবার গাও ত, যাতে হিন্দুসমাজের ঐক্য স্থাপনের কথা আছে।

গায়ক। যে আজ্ঞে গাচ্‌চি।

(গীত গাওন।)

রাগিণী টোড়া—তাল কাওয়ালী

জাগ জাগ প্রিয় দেশবাসিগণ!
বিস্তীর্ণ ভারতে যথা আছ যে জন,
কর স্বদেশেরি, দুঃখেরি মোচন ॥

জননী ভারত কাঁদি অবিরত,
কহিছে সন্তানগণে বিনয় করিয়ে কত,
"ঘুচাও যাতনা, দাসীত্ব পীড়ন ॥"

গত স্বাধীনতা মান, হত ধন জ্ঞান,
কীর্ত্তি গৌরব দীপ, হয়েছে নির্ব্বাণ,
শোকেতে ম্রিয়মাণ, ভারত আনন ॥

জনমভূমির দুর্দ্দশা নয়নে,
আর্য্যবংশ হয়ে হেরহে কেমনে,
পূর্ব্ব পুরুষগণে, হয় কি স্মরণ ?

স্বদেশের মান বজায় রাখিতে,
পশু বানর জাতি রাক্ষস মারিতে,
সাগর লঙ্ঘিয়ে করেছিল রণ ॥

হায় কি পাপেরি ফলে ভারতে এখন,
বলবীর্য্যহীন হলো হিন্দুগণ,
ঐক্যেরি বন্ধন কে করিল ছেদন ॥

হিন্দুর গৌরব জানকী উদ্ধারিতে,
আর কি লবে পুন জনম ভারতে,
শৌর্য্য বীর্য্য রূপ শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥

পুন কি ভারতে দুষ্টেরি দমন,
যদুনাথ করি জনম গ্রহণ,
অত্যাচারী কংসে করিবে নিধন ॥

দুর্য্যোধন রূপ অপহারী খলে,
প্রহারিতে গদা মহাবাহু বলে,
আরো কি হিন্দুকুলে, হবে ভীমসেন ॥

ধীরতায় বীরতায় উজ্জ্বল ভারত
করিতে, হবে কি পুন হিন্দুকুলে জাত,
গঙ্গাদেবী-সুত ভীষ্ম মহাজন ॥

যে একতারূপ শক্তির সাধনে,
দলিল দানবদলে দেবদেবীগণে,
তাহারি সাধনে ধাও হিন্দুগণ ॥

গোপা। আ মরি ! কি চমৎকার গানই হয়েছে ! হিন্দু-সমাজের ঐক্য সাধনের জন্যে কি কাতরোক্তি ! কি আক্ষেপ ! কি খেদ ! হায় ! হায় ! হায় ! আমি ইচ্ছা করি যেন সমস্ত বাঙ্গালার লোক, কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, সকলেই যেন এই গানটি শোনে, আর যত্ন করে শিখে গায়, তা হলেই আমাদের সমাজের মধ্যে ঐক্যরূপ মহাশক্তির আবির্ভাব হবে, আর কালেতে সেই মহাশক্তির প্রভাবে ভারতমাতার মুখ

উজ্জ্বল হবে এবং হিন্দুজাতির গৌরব-দীপ পুনরুদ্দীপ্ত হবে এমন ভরসা হয়। মিত্রজা মহাশয় ! আমার পূর্ব্ব আচরণ স্মরণ হলে আমি অতিশয় দুঃখিত হই ; আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করে আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আপনাদের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করে বলছি—যে হিন্দুসমাজের ঐক্য সংস্থাপনের জন্যে, স্বদেশের স্বজাতির মঙ্গল সাধিবার জন্যে, আমি সব কত্তে প্রস্তুত আছি, প্রায়শ্চিত্ত আর গোময় ভক্ষণের কথা কি বলেন, সে তো সামান্য কাজ, আমি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন কত্তে প্রস্তুত আছি।

নিবা। গোপালবাবু, আমি তোমার বক্তৃতা শুনে ভারি খুসি হলেম। প্রার্থনা করি, যেন বাঙ্গালার উন্নতিশীল নব্য সমাজের সকলে স্বদেশের মঙ্গল সাধনে আর হিন্দুসমাজের ঐক্য সংস্থাপনে তোমার মতন কৃতসঙ্কল্প হয় আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে, তা হলেই বঙ্গমাতার মুখ উজ্জ্বল হবে সন্দেহ নাই। এখন যাও, প্রায়শ্চিত্ত করে পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সকলকে খুসি করে সুখে কালযাপন কর।

রাম। মিত্রজা মহাশয়, আপনার কাছে চিরবাধিত হলেম; আপনার অদ্ভুত তর্ক শক্তির প্রভাবে আমি আমার হারা-নিধি গোপালকে ফিরে পেলুম। এখন যাই, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদির আয়োজন করি গিয়ে।

(সকলের প্রস্থান।)

(যবনিকা পতন।)